

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
তথ্য প্রদানের ব্যক্তিগত সমূহ (ধারা ৭)

বিশ্লেষণ প্রতিবেদন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
তথ্য প্রদানের ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭)

বিশ্লেষণ প্রতিবেদন



© ম্যানেজমেন্ট আন্ড রিসোর্সেস ভেলেপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিবি)

প্রকাশকাল : ২০১৫

ডিজাইন : গোলাম মোকাফা কিরণ, মুদ্রণ : ট্রাঙ্কপারেন্ট

ISBN : 978-984-33-8545-1

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট আন্ড রিসোর্সেস ভেলেপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিবি)

৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ঢুক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭

ইমেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা	৫
সারসংক্ষেপ	৭
ধারণা জরিপের পদ্ধতি	৯
সুপারিশসমূহ	১০
বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাসমূহ	২১
খুলনা বিভাগ	২৩
বরিশাল বিভাগ	৪৯
রাজশাহী বিভাগ	৬১
রংপুর বিভাগ	৭৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	৮৭
সিলেট বিভাগ	৯৯
সেমিনার	১১১
ফেকাস এন্ড আলোচনা	১৩৫
বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার	১৩৯
সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র	১৫৯
অংশ্বাহণকারী ও অতিথিদের তালিকা	১৭৩
ধারা-৭ (তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯)	১৮৫

ভূমিকা

যেহেতু জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক সেহেতু রাষ্ট্রের সকল তথ্য প্রবেশ করতে পারা তার অধিকার। গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে জনগণের ক্ষমতায়ন আবশ্যিক। তথ্য নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ জনগণের ক্ষমতায়নের প্রধানতম শর্ত। উপরন্তু জনগণের তথ্য জ্ঞানের অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের ব্রহ্মতা ও অব্যাবলিহি বৃদ্ধি পায়। ফলে দুর্বীলিত্যাস পায় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য জ্ঞানের অধিকার জনগণের চিহ্ন, বিবেক ও বাক্ষাবধিনভার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠাও সুনিশ্চিত করে। তাই ২০০৮ সালের ২০ অক্টোবর তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জারি করে এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণকালে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে, যা জুলাই ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে, এই আইনকে তথ্য প্রদানের বাধাসংজ্ঞাত অন্য সব আইনের উপরে অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রয়োজনের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিষয় তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে আবাদের সামনে পরিকারভাবে তুলে ধরে।

আইনের ৪ ধারায় তথ্য প্রদানে বাধ্যবাধকতা আরোপের পাশাপাশি ৭ ধারায় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্যে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্ব; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বৃক্ষবৃক্ষিক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রযোগ; অপরাধ বৃদ্ধি; জনগণের নিরাপত্তা; সুরু বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবস্থান; তদন্তকাজে বিষয়; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হালি; মন্ত্রিপরিষদের সিঙ্কেন্ট ইত্যাদি বিবেচনার ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিষ্কিত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নে যাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য কমিশনে নামেরকৃত কিছুসংখ্যাক অভিযোগ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত ধারার উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যাৰ অনেক ক্ষেত্রেই ধারা ৭-কে তুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা এর অপব্যবহার করা হয়েছে। জনগণ তো বটেই, নারিত্বক্ষণ কর্মকর্তা ও অপিল কর্তৃপক্ষও এই ধারা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন নন। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে এসে ধারা ৭-এর বাধানিষেধগুলো অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখুন তুলভাবে ব্যবহার, না বুঝে ব্যবহার বা অপব্যবহার নয়, অন্য নামাবিধ কারণে ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাৎ বলছেন আইন বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো অনুসন্ধানের নিমিত্তে এহআরতিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর 'ধারা ৭' বিষয়ে একটি 'ধারণা জরিপ' সম্পন্ন করেছে। ধারণা জরিপে ধারা ৭-এর ব্যবহারিক সমস্যা অনুসন্ধানের পাশাপাশি এর উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না; সহজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারার সংযোজিত হয়েছে কি না; কোনো সাংঘর্ষিক বিষয় রয়েছে কি না; গণহ্রজাত্বী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক আনন্দকের সঙ্গে উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ মুক্ত করা হয়েছে কি না; আরো বাধানিষেধ মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না; কোনো কিছু সমাপ্তিত বা বিভক্ত হয়েছে কি না, বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি হিসেবে বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগৰ্ণের সাক্ষাত্কার (Key Informant Interview), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাগুলো এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে এহআরতিআই-এর পক্ষ থেকে একটি প্রবক্ষ উপস্থাপন করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অভিধিবৃন্দ এবং

অংশ্যাহণকারীবৃন্দ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় তাঁরা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং সুপারিশ প্রদান করেন। এ ছাড়া ফোকাস এপ আলোচনা ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগৰ্ভের সাক্ষাত্কার থেকেও সুপারিশ পাওয়া যায়।

উপর্যুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাণ সুপারিশগুলোর আলোকে একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ফেজে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উত্তেবহুগত কয়েকটি দেশের তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। ধারণা জরিপের পদ্ধতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে অংশ্যাহণকারীদের সুপারিশ এহসের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত গোষ্ঠেকারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ সংশোধনের উদ্যোগ এহসের জন্য এই সুপারিশগুলো তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

এই প্রকাশনায় ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও জাতীয় সেমিনারে আলোচনার প্রতিবেদন ও সুপারিশগুলো, ফোকাস এপ আলোচনা ও সাক্ষাত্কার থেকে প্রাণ সুপারিশগুলো, সকল আলোচনার সহকিশুসার এবং ধারণা জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত সুপারিশমালা সংকলিত হয়েছে।

গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও সেমিনারে আলোচনার সময় আলোচকগণ ধারা ৭-এর পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইনের অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। প্রতিবেদনে প্রত্যেকের আলোচনা থেকে অন্ত ধারা ৭-সংশ্লিষ্ট আলোচনার অংশটিকু তুলে আনা হয়েছে।

চাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অভিযোগ হিসেবে উক থেকে শেখ পর্যন্ত উপর্যুক্ত থেকে উক্তপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইন্সুর বাহে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় সেমিনারের বিশেষ অভিযোগ আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়; সকালক ফরিদ হোসেন, প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা, ইনফোকাস এবং নির্বাচিত আলোচক মন্ত্রণালয় আহসান বুলবুল, প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা বৈশাখী টেলিভিশন-এর প্রতি, তাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় আমাদের জন্য ব্যবহার করেছেন।

গোলটেবিল আলোচনাগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক মহোলহস্তের প্রতি, গোলটেবিল আলোচনাগুলো ও সেমিনারের সকল অভিযোগ আলোচক ও অংশ্যাহণকারীগুলোর প্রতি এবং সাক্ষাত্কার ও ফোকাস এপ আলোচনার সকল অংশ্যাহণকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধারণা জরিপের পুরো প্রজ্ঞানাত্মক সার্বিক সহযোগিতার জন্য তথ্য কমিশনের কাছে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা—প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ ফারুক, তৎকালীন তথ্য কমিশনারসহয় মোঃ আবু তাহের ও অধ্যাপক ড. সাদেক হালিম এবং তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ ফরহাদ হোসেনের প্রতি।

আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকারের প্রতি। তাঁর সহযোগিতা ও সমর্থন আমাদের এমন কঠিন একটি কার্যক্রম প্রেরণ ও সম্পন্ন করতে সাহস ও অনুগ্রহের জুগিয়েছে।

আমাদের এই কাজে সহায়তা ও সহর্থন প্রদানের জন্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ও এর নির্বাচী পরিচালক শাহীন আনাম-এর প্রতি আমাদের নিরন্তর কৃতজ্ঞতা।

বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মসূচিগুলো আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য আমরা এমআরডিআই-এর বিভাগীয় সমন্বয়কারী—স্কুলনাতে এস এম হাবিব, বরিশালে লিটেন বাসার, রাজশাহীতে মোঃ আলেমার আলী সরকার, রংপুরে রাষ্ট্রিক সরকার, চট্টগ্রামে এম নাসিরুল হক এবং সিলেটে সঞ্চার সিংহের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আরো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এমআরডিআই-এর কর্মীদের, যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধারণা জরিপটি সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপ্রয়োগ হয়েছে।

ধারা ৭ বিষয়ক এই ধারণা জরিপের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনটিকে আরো জনমুক্তি করে তোলার কাজে সহায়তার জন্য ইউকেএইড বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

দেশ ও জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের বার্ষে কিছু তথ্য গোপন ধাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিধান ব্যবহার করে যদি জনগণের জন্মার অধিকার খর্চ করা হয়, তাহলে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। সুতরাং জনগণের জন্মার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

সারসংক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন পাসের পাঁচ বছর অতিক্রম হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে কানিকৃত মাত্রায় না হলেও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে আইনের ব্যবহার হয়েছে। এই ব্যবহার থেকে আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা বেরিয়ে এসেছে। যার অন্যতম হলো তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ এবং এর ব্যবহার। আইনের ধারা ৭-এ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্যে ২০টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। সেখানে দেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক ও সার্বভৌমিকতা; আন্তর্জাতিক সম্পর্ক; বৃক্ষিক্রিয়ক সম্পদের অধিকার; আইনের প্রয়োগ; অপরাধ বৃক্ষ; জনগণের নিরাপত্তা; সুস্থ বিচারকার্য; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা; আদালতের নিষেধাজ্ঞা; আদালত অবমাননা; তদন্তকাজে বিষয়; জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানি; মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বিবেচনায় কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা হয়েছে।

বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্যের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার হাতিয়ার হিসেবে ধারা ৭-এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। আইন বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য কমিশনে অভিযোগগুলো পর্যালোচনা থেকে বিষয়টি উঠে আসে। ধারা ৭-এর উক্তোর করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার অনেক উদ্বাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অনেক ফেরেই ধারা ৭-কে তুলনাবে ব্যবহার বা এর অপব্যবহার করা হয়েছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইনের এই বিশেষ ধারাটি সম্পর্কে অধিকতর অনুসন্ধান এবং এর সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বের করে তা থেকে উত্তরণের পথ খোজার জন্য এমআরডিআই এই ধারণা জরিপটি সম্পন্ন করেছে। ধারণা জরিপের পক্ষতি হিসেবে বিষয়সংক্রিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাত্কার (Key Informant Interview), ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা ও জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার সম্পন্ন করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয়সংক্রিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাত্কার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ঢাকার অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়।

উপর্যুক্ত পক্ষতির মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ ও এর ব্যবহারসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সুপারিশ সংগ্ৰহীত হয়। এই পক্ষতিতে প্রাপ্ত সুপারিশগুলোর আলোকে একটি চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ফেরে তথ্য অধিকার আইনের মূল স্পিরিটকে বিবেচনায় রাখা হয়। পাশাপাশি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও উক্তোরযোগ্য করেকটি দেশের তথ্য অধিকারসংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাপেক্ষে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে। ধারণা জরিপের পক্ষতিগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে অশ্বাহনকারীদের সুপারিশ প্রস্তুতের ফেরে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যে সুপারিশগুলো পেয়েছি, তাকে আমরা দৃষ্টি ভাগে ভাগ করেছি। একটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনসংক্রান্ত এবং অপরাটি ধারা ৭-এর তুল ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত।

ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনসংক্রান্ত সুপারিশগুলোকে আমরা চারটি অংশে ভাগ করেছি। এগুলো হলো :

- ক) হ্রব্রহ বহাল রাখার প্রক্রাব
- খ) গুচ্ছবন্ধ করে বহাল রাখার প্রক্রাব
- গ) সংশোধনের প্রক্রাব ও
- ঘ) বাতিলের প্রক্রাব

ধারা ৭-এর তুল ব্যবহার ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কিছু সুপারিশ ধারণা জরিপ পদ্ধতির মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছে। সুপারিশগুলোকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করা যায় :

- বিধিমালা বা প্রবিধিমালা দ্বারা উপধারাগুলোর আরো অধিকতর ব্যাখ্যা এবং সুনির্দিষ্ট করা;
- সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে তথ্য অবযুক্তকরণের নীতিমালা প্রণয়ন;
- মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তথ্য কমিশনের একটি করে সহায়তা ইউনিট খোলা, যেখান থেকে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা ফোনে, অনলাইনে বা ইমেইলে পরামর্শ পেতে পারেন;
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী এবং মানসম্পত্তি করা;
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও দন্তর প্রধানদের সচেতনতা বৃক্ষি করা;
- প্রশাসনের সংস্কৃতি পরিবর্তনে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ।

ধারণা জরিপ থেকে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ সংশোধনের যে সুপারিশগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোকে আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আবরো প্রত্যাশা করি, জনগণের ক্ষমতায়ন এবং ব্রহ্মতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুনীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য নিয়ে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে তার সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে সরকার আইনটিকে আরো শক্তিশালী করবে।

ধারণা জরিপের পদ্ধতি

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ ও বিষয়ক এই ধারণা জরিপটি সম্পত্তি করতে মানবাচক (Qualitative) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে :

- ১) বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা
- ২) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা
- ৩) বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্ণের সাক্ষাত্কার (Key Informant Interview) ও
- ৪) জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার

বিভাগীয় পর্যায়ে গোলটেবিল আলোচনা

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ ও এর ব্যবহারবিষয়ক মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, ধারণা, মতামত ও সুপারিশ তুলে আনতে ঢাকা বিভাগ ছাড়া অন্য ছয়টি বিভাগে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়। খুলনা, বরিশাল, গাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনাগুলোয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন জেলার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

গোলটেবিল আলোচনাগুলোর এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি প্রক্র উপস্থাপন করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং অশ্বাহণকারীরা আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার পাশাপাশি অশ্বাহণকারীরা লিখিতভাবে তাদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে ছয়টি ভিন্ন জনপ্রের ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি গ্রুপে ১০ জন করে অংশ নেন। ঝাপড়গুলো হলো, সাংবাদিক, বেসরকারি প্রতিনিধি, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা ও মূখ্য কর্মী। আলোচনার পাশাপাশি অশ্বাহণকারীরা লিখিতভাবে তাদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্ণের সাক্ষাত্কার

একটি মানবাচক (Qualitative) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট ৫০ ব্যক্তির সাক্ষাত্কার গ্রহণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের সাক্ষাত্কার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে ঢাকায় একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ঢাকা ও বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিনিধি, সাংবাদিক, আইনজীবী, আদিবাসী নেতা, মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সেমিনারে বিভাগীয় পর্যায়ে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্ণের সাক্ষাত্কার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ধারিত আলোচক, আমন্ত্রিত অতিথি এবং অশ্বাহণকারীরা আলোচনায় অংশ নেন।

সুপারিশসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের অভিজ্ঞান তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারকারী এবং তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষ থেকেই অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এই আইনের ধারা ৭। এই ধারা প্রযোগের ক্ষেত্রে এটি কুলভাবে প্রযোগ ও এর অপ্রযোগ এবং এর প্রযোজ্যতা, কিন্তু উপধারার প্রয়োজনীয়তা, ধারার আওতা, ভাষ্যাগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে বেশি। তাই ধারা ৭-এর ব্যবহারিক সমস্যাগুলোর অনুসর্কান ও তার সমাধানকল্পে সুপারিশ আহরণের জন্য এই ধারণা জরিপ পরিচালিত হয়। এই জরিপে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা, এই ধারার বিষয়ে কুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপ্রযবহারের বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

পরিচালিত ধারণা জরিপের মাধ্যমে ধারা ৭-এর উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না; সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারার সংযোজিত হয়েছে কি না; কোনো সাংবর্ধিক বিষয় রয়েছে কি না; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না; প্রযোজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ যুক্ত করা হয়েছে কি না; আরো বাধানিষেধ যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না; কোনো গভৰণ্স্যাপিং বা শিপ্রটেক হয়েছে কি না, বা প্রযোগের ক্ষেত্রে যে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সূচী হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনা, ছয়টি ফোকাস এফপ আলোচনা, ঢাকায় একটি সেমিনার ও বিষয়সংক্পিত অভিজ্ঞ ব্যক্তির্বর্গের সাক্ষাত্কার (Key Informant Interview) এহণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনাগুলোর এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে একটি মূল প্রবক্ত উপস্থাপন করা হয়। মূল প্রবক্ত ৭ ধারার সন্নিবেশিত উপধারাগুলোর সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোনটি সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে প্রদত্ত বাধানিষেধগুলোর কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করা হয় এবং বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য দেশ যেমন সুইতেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে কোনটো বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় বাধানিষেধ হিসেবে সন্নিবেশিত হয়েছে তা উক্ত দেশগুলোর তথ্য অধিকারবিষয়ক আইন পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করা হয়। এরপর নির্ধারিত আলোচকগণের আলোচনার পর উপস্থিত আয়োজিত অতিথিবন্দন অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ আলোচনাক অংশগ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত ছয়টি বিভাগীয় কর্মশালার প্রাণ সুপারিশগুলো ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। বিভাগীয় কর্মশালাগুলো ও সেমিনারে প্রাণ সুপারিশগুলোর সঙ্গে ফোকাস এফপ আলোচনায় প্রাণ সুপারিশ ও বিষয়সংক্পিত অভিজ্ঞ ব্যক্তির্বর্গের সাক্ষাত্কার থেকে প্রাণ সুপারিশগুলো যুক্ত করে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়।

সুপারিশমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের মূল শিপ্রটিকে বিবেচনায় রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৪-এ প্রদত্ত নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার, ধারা ৩-এ প্রদত্ত তথ্য অধিকার আইনের প্রাধান্য এবং আইনের প্রস্তাবনায় বিশৃঙ্খলা আইন প্রশংসনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চূড়ান্ত সুপারিশমালা প্রণীত হয়েছে।

ধারণা জরিপের পক্ষতন্ত্রগুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে মানবজন মান মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ প্রাণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুপারিশগুলোর যৌক্তিকতা ও প্রদত্ত সুপারিশে সহমত পোষণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করে সুপারিশগুলো এহণ করা হয়।

ধারণা জরিপ থেকে প্রাণ্ত সুপারিশগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ধারা ৭-এর উপধারা (ক)

মূলপাঠি : (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হৃষি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : এফজিডি, কেআইআই ও গোলটেবিল আলোচনা অনুযায়ী এই উপধারাটি বহাল রেখে উপধারায় ব্যবহৃত জাতীয় নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্ব শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সুপারিশ : রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রাপ্ত অসম্ভব। অতি সুন্দর একটি ঘটনাও পরিস্থিতি বিবেচনায় জাতীয় নিরাপত্তা সূচনার কারণ হয়ে উঠতে পারে। কোনো ঘটনা বা তথ্য বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হৃষি কি না, তা প্রতিটি ঘটনার বা তথ্যের উপর ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নির্ধারণযোগ্য। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও এই উপধারাটি বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। কাজেই সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে উন্নতপূর্ণ বিবেচনায় ধারা ৭-এর উপধারা (ক) হ্বহ বহাল রাখা সমীচীন। তবে উপধারায় ব্যবহৃত জাতীয় নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্ব শব্দগুলোর অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এগুলোর সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা হলে অস্পষ্টতা দূর হবে।

ধারা ৭-এর উপধারা (খ)

মূলপাঠি : (খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার ধারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক সূচন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা প্রয়োজন। তবে দেশ ও জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হলে প্রকাশ করা সমীচীন।

সুপারিশ : পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সহ্যকৃত সব বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সুবাই দুর্ভু। সুন্দর একটি ঘটনাও পরিস্থিতি বিবেচনায় দুই দেশের বা আঞ্চলিক কোনো জোট বা সংস্থার সঙ্গে বিদ্যমান সুসম্পর্ক সূচনের কারণ হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট ধারায় দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই এতৎসংক্ষেপ আন্তর্জাতিক কনভেনশনে না থাকলেও বাংলাদেশের সংবিধানে উদ্বৃত্ত বাধানিষেধ হিসেবে উন্নতপূর্ণ বিবেচনায় ধারা ৭-এর উপধারা (খ) হ্বহ বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (গ)

মূলপাঠি : (গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

মতামত : এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে বিদেশি রাষ্ট্র হতে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য দেশের ও জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ করা প্রয়োজন হতে পারে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় একজন আলোচক ৭ 'খ' এবং 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপার, যা সিঙ্কেট ইনকর্মেশন বিধায় দুটোকে একত্রিত করা যেতে পারে মর্য মন্তব্য করেন। তবে 'বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য' শব্দ ফরেন রিলেশন-বিধায়ক নাও হতে পারে। এটি নিরাপত্তা বা অন্য যে কোনো বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে। কাজেই এই উপধারাটি পৃথকভাবে বহাল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।

সুপারিশ : দেশ ও জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে তা প্রকাশ করার সুযোগ সংশ্লিষ্ট ধারায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই ধারা ৭-এর উপধারা (গ) হ্বহ বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঘ)

মূলপাঠি : (ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিমত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাধিজ্ঞাক বা ব্যবসায়িক অনুনির্দিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিমত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

ধারা ৭-এর উপধারা (ঘ)

মূলপাঠি : (ঘ) কৌশলগত ও বাধিজ্ঞাক কারণে গোপন রাখা বাধুনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ কোন তথ্য;

মতামত : উপধারা দুটি বহাল রাখা সমীচীন। ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায়ও ৭ 'ঘ' এবং 'গ' উপধারা দুটোকে একত্রিত করা

প্রত্যাব করা হয়েছে। তবে কপিরাইট ও বৃক্ষিকৃতিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সাহিত্য, শিল্পকর্ম, কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণালক্ষ বৃক্ষিকৃতিক বিষয়গুলোকে এই উপধারার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হতে পারে এবং উপধারা (৩)-এর সঙ্গে একযোগে করে একটি ক্লাস্টার করা যেতে পারে।

সুপারিশ : ধারা ৭-এর উপধারা (৬) ও (৭) সময়ে উচ্চবন্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে World Intellectual Property Organization গঠনসভাত্ব কনভেনশন অনুসরণে চিহ্নিত ক্ষেত্র হিসেবে সাহিত্যকর্ম, শিল্পকর্ম এবং কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ উপধারা বা আবিষ্কার, শিল্পীদের শিল্পনৈপুঁজি প্রদর্শনী, অভিনয়, টেকনোলজি, সার্ভিস মার্ক, বাণিজ্যিক নাম ও পদবি অন্তর্ভুক্ত হোগে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্মতিত্বমে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করা যাবে মর্মে শর্ত সন্তুষ্টিশীল করা যায়।

ধারা ৭-এর উপধারা (৪)

মূল্যপাত্র : (ভ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা:

- (অ) আয়কর, দক্ষ, ভ্যাটি ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তনসভাত্ব কোন আগাম তথ্য;
- (আ) মুদ্রার বিনিয়য় ও সুদের হার পরিবর্তনসভাত্ব কোন আগাম তথ্য;
- (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংস্কার কোন আগাম তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য আগাম জানা উচিত। তা ছাড়া ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসভাত্বের পরিচালনা ও তদারকিসভাত্ব কোনো আগাম তথ্য দিলে রাষ্ট্রের কোনো ক্ষতি নেই। কাজেই এ উপধারাটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

সুপারিশ : সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য বা ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসভাত্ব কোনো তথ্য আগাম প্রকাশ করলে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকম্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত গোল্ডটেবিল আলোচনারও 'ভ' ধারাকে যেভাবে রাখা আছে সেভাবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। কাজেই ধারা ৭-এর উপধারা (ভ) উব্দ বহাল রাখাই সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (৫)

মূল্যপাত্র : (চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (৫)-এর প্রথম অংশ :

মূল্যপাত্র : (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিপ্লিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

সুপারিশ : এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।

মতামত : ধারা ৭-এর উপধারা (৫)-এর প্রথম অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলাসভাত্ব এবং উপধারা (৫)-এর বিতীয় অংশ বিচারাধীন মামলাসভাত্ব হওয়ায় পৃথক উচ্চতুর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ধারা ৭-এর উপধারা (৬)

মূল্যপাত্র : (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপ্তি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (চ), (ছ)-এর প্রথম অংশ ও (ঝ) উপধারা একযোগে হয়ে একটি উপধারা হতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (এ)

মূল্যায়ন : (এ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ভ)

মূল্যায়ন : (ভ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর ঘোষণার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ব) ও (ঝ) উপধারাঙ্গলোর সঙ্গে (ভ) যুক্ত হয়ে একটি উচ্চতুরুৎ উপধারা হতে পারে।

সূপারিশ : এই উপধারা ৫টি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা, অপরাধ সংঘটনে প্রয়োচনা বা অপরাধের তদন্ত-প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, এইরূপ তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধায় বহাল রাখা সমীচীন। কাজেই সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনে প্রয়োচনা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারাঙ্গলো তথ্য (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (ব) ও (ঝ) উপধারাঙ্গলোর সঙ্গে (ভ) উপধারাটি উচ্চবন্ধ করে একটি উপধারা গঠন করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ

মূল্যায়ন : (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : এ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে অন্যান্য বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।

সূপারিশ : ধারা ৭-এর উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত হওয়ার পৃথক উচ্চতুরুৎ হওয়া প্রয়োজন। কাজেই উপধারা (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে এতৎসংক্রান্ত উপধারা (ট) সম্বলে উচ্চবন্ধ করে একটি উপধারা তৈরি করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ট)

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিয়েধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে (ছ)-এর দ্বিতীয় অংশ এবং (ট) একত্রিত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে। আদালত অবমাননার একটি মাপকাটি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

সূপারিশ : উপধারাটি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে আদালতে বিচারাধীন বিষয় এবং আদালত অবমাননাসংক্রান্ত বিধায় প্রয়োজনীয় বিবেচনায় বহাল রাখা সমীচীন। তবে সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারাসমূহ তথ্য (ছ) উপধারার দ্বিতীয় অংশ ও (ট) উপধারা উচ্চবন্ধ করে একটি উপধারা গঠন করে বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (জ)

মূল্যায়ন : (জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : এইরূপ তথ্য প্রকাশের ফলে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ্ণ হবে বিষয় উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। তবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়/ক্ষেত্রগুলো স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এই ধারার এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু প্রবিধি তৈরি করা প্রয়োজন।

ধারা ৭-এর উপধারা (প)

মূল্যায়ন : (প) কোন ব্যক্তির আইন ধারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

মতামত : এই উপধারাটি ধারা ৩(খ)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাদ দিয়ে (জ) উপধারায় ক্ষেত্রগতে চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ : এই উপধারাটি ধারা ৩(খ) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(খ) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানবলি এই আইনের বিধানবলির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানবলি প্রাথম্য পাবে মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। ধারা ৭-এর উপধারা (জ) সাধবিধানিক বাধানিয়েখ হিসেবে শালীনতা/নেতৃত্ব তথা ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা এবং সহবিধানের ৩২ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় একই ধরনের উপধারা (দ) সমরয়ে একটি উপধারা গঠন করে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়গতে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আয়কর বিবরণী, সম্পদ বিবরণী এবং ব্যাক হিসাবসংক্রান্ত বিবরণী নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষে (জ) উপধারায় ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়া যেতে পারে:

শর্তাবলী :

(ক) দার্শনিকভাবে ঘোষিত তথ্যাদি হেমন—কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, উপনাম, পদবী, বেতন ক্ষেত্র, শিক্ষাপত্র যোগ্যতা, কার্যাবলী, দাখলিক ঠিকানা, দাখলিক টেলিফোন নং, ই-মেইল ঠিকানা, ইত্যাদি তথ্য প্রকাশে কোন বাধা থাকিবে না।

(খ) কোন ব্যক্তির জাতি, ধর্ম, বর্ষ, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মীয় বা দার্শনিক বিশ্বাস, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যপদ, স্বাস্থ্য ও যৌন জীবন সংক্রান্ত তথ্য, জন্মনিরাজ্ঞ সংক্রান্ত তথ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ইন্টারনেট ব্যবহার, আহরণ বিবরণী, সম্পদ বিবরণী এবং ব্যাক হিসাবসংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতিদ্বারা প্রকাশ করা হাইবে।

(গ) ব্যক্তিগত তথ্যে প্রবেশাধিকার ক্ষমতার তথ্যই দেওয়া যাইবে যখন আবেদনকারীর তথ্য পাওয়ার স্বার্থ তৃতীয় পক্ষের তথ্যে প্রবেশাধিকার না দেওয়ার স্বার্থের চেয়ে উর্ধে ছান পাইবে অথবা তৃতীয় পক্ষ তথ্য সরবরাহে সম্মতি প্রদান করিবে।

৯. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)

মূল্যায়ন : (ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিষ্য ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহুল রাখা সহীচীন। তবে সিঙ্কান্ত এহেন্দের ক্ষেত্রেও এই উপধারাটির প্রয়োজন রয়েছে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় গোলাটেবিল আলোচনায় তদন্তের ক্ষেত্রে সিঙ্কান্ত এহেন্দের পূর্ব পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ে একমত প্রকাশ করে একটু অ্যাডজাস্ট করা দরকার বলে মত দেওয়া হয়। যতক্ষণ তদন্ত বা পুলিশি ইনভেস্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টেল প্রিসিডিংস-এর ক্ষেত্রে সিঙ্কান্ত ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না। অন্য একজন আলোচক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরে প্রকাশ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

সুপারিশ : তদন্তাধীন বিষয়-সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিঙ্কান্ত এহেন্দের ক্ষেত্রেও এই উপধারার প্রয়োজন রয়েছে বিধায় উপধারাটি আধুনিক সংশ্লেষণপূর্বক বহুল রাখা সহীচীন।

ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)

মূল্যায়ন : (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

মতামত : ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এরপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাহ্যাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লিখিত বাধানিয়েখগতলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তন্মুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(ক) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানবলি এই আইনের বিধানবলি ধারা ক্ষম হবে না মর্মে বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, সার্কে আইনের বিধান অনুযায়ী সরেজমিনে মাঠ জরিপের পর প্রত্যোক প্রটের জন্য জমির মালিককে জমির মালিকানাসংক্রান্ত মাঠ পরচা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। এটি করা না হলে জমির প্রকৃত মালিকের পক্ষে কোনোরূপ ভূল সংশ্লেষণের নিরিষ্ট আপত্তি বা আপিল মামলা দায়ের করা সম্ভব হবে না। ফলে জমির মালিকানা নিয়ে সমাজে বড় ধরনের বিশ্বাস দেখা দিতে পারে এবং প্রচারসংখ্যক দেওয়ানি মামলার সৃষ্টি হতে পারে। প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালনীয় এবং এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় বাস দেওয়া যেতে পারে।

সুপারিশ : এই উপধারাটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা-৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় এটি বহুল রাখা সহীচীন নয়।

ধারা ৭-এর উপধারা (ত)

মূলপাঠি : (ত) কোন জন্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জন্য বা উহার কার্যক্রম সংজ্ঞান্ত কোন তথ্য;

মতামত : উপধারা (ত) বহাল রাখা সমীক্ষিত নয়। কারণ সরকারি জন্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রক্রিউরমেন্ট আইন অনুসারে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আর্মস কেনার তথ্য বা এ খরচের তথ্য ছাড়া Public Procurement-এর তথ্য গোপনীয় নয়। কোনো জন্য কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়া যাওয়ার পূর্বে কোনো তথ্যই দেওয়া যাবে না, এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ এতে দুর্নীতি প্রশংস্য পাবে। কাজেই এই উপধারাটি বাল দেওয়া যেতে পারে। তবে ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিউ, ইনিস্টিউ অব প্লানিং বলেন যে, এখানে একটি সুপারিশ সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে, যেটি আমার বিষয়। যেখানে বলা হয়েছে 'কোন জন্য কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জন্য বা উহার কার্যক্রম সংজ্ঞান্ত কোন তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।' এই যে কথাটা বলা হয়েছে, এটা কমপ্লিমেন্টরি টু দ্য পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট আঞ্চলিক সেক্ষানে বলা হয়েছে, 'জন্যকারী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট যাচিত স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত দরপত্র বা প্রত্বাব উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত প্রতিকার গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।' সুতরাং এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি রিলেট করে তথ্য ইভাল্যুয়েশন থেকে আঞ্চলিক। ইভাল্যুয়েশন এবং আঞ্চলিক পর্যন্ত তথ্য গোপন রাখতে হবে, ইট ইচ প্রতিশন অব দ্য আঞ্চলিক। আর এখানে তথ্য অধিকার আইনে যেভাবে বলা হয়েছে এটি আসলে ভুলভাবে বাধ্য করা হয়েছে। কোনো 'জন্য' এটি আসলে 'গণজন্য' হবে 'পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে' হবে না, এটি হবে 'মূল্যায়ন পর্ব হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত'। এখানে কিন্তু পুরোটাকেই বেঁধে ফেলা হয়েছে। আসলে এটি হবে মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত। এটা যেন বাল দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন করতে হবে, যাতে এটা আঞ্চেলের কমপ্লিমেন্টরি হিসেবে পারফেক্ট হয়।

সুপারিশ : ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লিখিত 'কোন জন্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জন্য বা উহার কার্যক্রম সংজ্ঞান্ত কোন তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়' মর্মে সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ বা আন্তর্জাতিক ন্যায়ে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তদুপরি এই উপধারাটি ধারা ৩(ক) উপধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ উক্ত ৩(ক) উপধারায় প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদানসংজ্ঞান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি থারা ক্ষুণ্ণ হবে না মর্মে বিধান সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সরকারি জন্য কার্যক্রম পাবলিক প্রক্রিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সম্পাদিত হয় এবং উক্ত আইন ও বিধিমালায় বিভিন্ন স্টেজে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা ছাড়া জন্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ ও উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ এক নয় এবং এদের মধ্যে সময়ের বিবরাট পার্থক্য রয়েছে। ফলে 'কোন জন্য কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জন্য বা উহার কার্যক্রম সংজ্ঞান্ত' কোনো তথ্য প্রকাশ না করার সুযোগ দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে, যা তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য পরিপন্থ। কাজেই প্রচলিত আইনের বাধ্যবাধকতা অবশ্যই পালনীয় হওয়ায় এবং এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায় উপধারা ৭(ত) বাল দেওয়া প্রয়োজন। তবে ডিরেক্টর জেনারেল, সিপিটিউ-এর মতামত বিবেচনা করে এই উপধারাটি আঞ্চেলিক সংশোধনপূর্বক নিম্নোক্তভাবে বহাল রাখা যেতে পারে:

"গণজাতের কোন জন্য কার্যক্রমে বা অন্য কোন জন্য কার্যক্রমের দাত্ত্বাত্ত্বিক ব্যায় প্রাঙ্গনসহ দরপত্র উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোন তথ্য;"

ধারা ৭-এর উপধারা (ধ)

মূলপাঠি : (ধ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হালিল কারণ হইতে পারে এইজপ তথ্য;

মতামত : জাতীয় সংসদের মর্যাদা হালি হবে, এটা নিয়ে বিধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশেষণের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যারা জনপ্রতিনিধি তারা জনগণের ট্যাঙ্কের পরামুর চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে কোনো কিছুই জান যাবে না, তাতে তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল বৃক্ষি। সংসদের বিশেষ অধিকারবলে যদি কারো অধিকারহালি হয়, কারো সম্মানহালি হয় সেই ক্ষেত্রে তিনি কোনো রিমেডি পাবেন কি না, আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টিও আলোচনা করা দরকার। কাজেই এ উপধারাটির ব্যাখ্যা দরকার আছে। সংসদের অধিকার বলতে কী বোঝায়? কীভাবে তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে? মানহালি তো একেকজনের কাছে একেক রকম। এগুলোর ব্যাখ্যা দরকার।

সুপারিশ : বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহালির বিষয়টি সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে তিনিত করা হয়নি। অধিকন্তু জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবে তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। তবে মুক্তরাজা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে জাতীয় সংসদের, বিশেষ

অধিকার হানির বিষয়টি অস্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই উপধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (খ)

মূলপাঠ : (খ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নথির সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।

সুপারিশ : বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনার এ উপধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে।

ধারা ৭-এর উপধারা (ন)

মূলপাঠ : (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উকুলপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে;

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

মতামত : উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন। মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। কী কাজ করবে, কী সিদ্ধান্ত নেবে তা জনগনের জ্ঞানের অধিকার আছে। জনস্বার্থের প্রয়োজনে যা গোপন থাকা উচিত তা পূর্বোক্ত উপধারাগুলো দ্বারা সুরক্ষিত। উপধারা (ন)-এর শেষে অতিরিক্ত শর্তটিতে ‘ধারা’ শব্দটি ‘উপধারা’ শব্দ ধারা প্রতিস্থাপন করা দরকার।

সুপারিশ : উপধারাটি তরু হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উকুলপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলির তথ্য প্রকাশ নিতে। কাজেই এই উপধারাটির শর্ত ও অতিরিক্ত শর্তটিও মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ। কিন্তু অতিরিক্ত শর্তটিতে ‘এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে’ মর্মে উকুলে করায় বিষয়টি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে সম্পূর্ণ না থেকে সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়ে যায় এবং এই সুযোগে অন্য কতিপয় কর্তৃপক্ষও তথ্য প্রদান স্থগিত রেখে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণের জন্য পর প্রেরণ করেছে, যা সমীচীন নয়। তা হাড়া সংবিধানে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের সুযোগ না থাকায় ‘বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ’ শব্দগুলো (২ বার) বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উপরিচিত সুপারিশগুলো সমর্পিত করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/ প্রকাশ	সুপারিশকৃত
(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১ হ্বহ বহাল	(১) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	২ হ্বহ বহাল	(২) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/ অন্তর	সুপারিশকৃত
(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;	৩ দ্বন্দ্ব বহাল	(৩) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;
(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ভূতীয় পক্ষের বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;	৪ দ্বন্দ্ববন্ধ করে বহাল	(৪) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ভূতীয় পক্ষের বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য এবং (খ) কোশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাহুনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ কোন তথ্য;
(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নির্মোক্ত তথ্য, যথা— (অ) আয়কর, তর্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;	৫ দ্বন্দ্ব বহাল	(৫) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নির্মোক্ত তথ্য, যথা— (ক) আয়কর, তর্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য; (খ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য; (গ) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিন্মিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঝঝ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; (ঝঝঝ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রতিনিয়া এবং অপরাধীর প্রেক্ষণাত্মক প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;	৬ দ্বন্দ্ববন্ধ করে বহাল	(৬) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিন্মিত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (গ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঘ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য; এবং (ঝঝ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রতিনিয়া এবং অপরাধীর প্রেক্ষণাত্মক প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ঝঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (ঝঝঝ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;	৭ সমর্পিত করে বহাল	(৭) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (খ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর মূলপাঠ	সংখ্যা/ প্রকার	সুপারিশকৃত
(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য; (প) কোন ব্যক্তির আইন ধারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;	৮ উচ্চবর্ফ করে বহাল	(৮) (ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য (খ) কোন ব্যক্তির আর্থিক লেনদেন, আয়কর ও সম্পদ বিবরণী সম্পর্কিত ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য;
(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিষ্ট খটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	৯ (সংশোধিত)	(৯) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিষ্ট খটাইতে পারে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিয়াকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
(চ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;	বাদ	- - -
(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;	১০ (সংশোধিত)	(১০) গণস্বাক্ষরের কোন ক্রয় কার্যক্রমে বা অন্য কোন ক্রয় কার্যক্রমের নাম্বরিক ব্যায় প্রাক্তলনসহ দরপত্র উপযুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত কোন তথ্য;
(ধ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হালিল কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	১১ হ্যাচ বহাল	(১১) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হালিল কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নথৰ সম্পর্কিত আগাম তথ্য;	১২ হ্যাচ বহাল	(১২) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নথৰ সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, কেন্দ্রীয়, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, কেন্দ্রীয়, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা হইবে : আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান সুলিল রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে :	১৩ (সংশোধিত)	(১৩) মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা হইবে : তবে আরো শর্ত থাকে যে, এই উপধারার অধীন তথ্য প্রদান সুলিল রাখিবার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

(ক) বহাল রাখার প্রত্যাব :

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সংবিধানের সঙ্গে সাংগৃহিক কোনো আইন প্রয়োগ করা হলে তা বাতিলহোগ্য বিধায় তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারার অনুসূত ২০টি উপধারার মধ্যে (ক), (খ) এবং (গ) সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্কের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় হ্রব্ল এবং (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (খ), (ঝ) এবং (ভ) উপধারাগুলো সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় গুচ্ছবন্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

২. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে বিচারাধীন মামলাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার হিতীয় অংশ এবং আদানত অবমাননাসংক্রান্ত (ট) উপধারা গুচ্ছবন্ধ করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।

৩. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা বা নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা-সম্পর্কিত উপধারা (জ) এবং (দ) একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

৪. সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে নৈতিকতা ও জনশৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় (ধ) উপধারাটি হ্রব্ল বহাল রাখা যেতে পারে।

৫. বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন—সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আর্মেনিয়া তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্নিবেশিত বাধানিষেধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ উপধারাগুলো বহাল রাখা যেতে পারে :

- Intellectual Property Rights-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপধারা (খ) ও (গ) সম্বয়ে গুচ্ছবন্ধ করে একটি উপধারা বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর (ঙ) উপধারাটি জনস্বার্থ ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে শান্তবান বা অভিজ্ঞত না হয় সেজন্য হ্রব্ল বহাল রাখা যেতে পারে।
- ধারা ৭-এর উপধারা (ধ)-তে উল্লেখিত জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এইরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধানিষেধ না থাকলেও যুক্তরাজ্য, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তথ্য অধিকার আইনে সন্নিবেশিত রয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় এটি বহাল রাখা যেতে পারে। তবে বিশেষ অধিকার হানির ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।

(খ) সংশোধনের প্রত্যাব :

১. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্তকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তথ্যাদি তদন্তকালে বা তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত এহগের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

২. ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লেখিত সরকারের যে কোনো ক্রম কার্যক্রম Public Procurement Act, Rules ও Regulations অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তদন্তযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বিধান থাকায় সেগুলো গোপন রাখার প্রবণতা যাতে দেখা না দেয়, সেজন্য এই উপধারাটি সংশোধন করা যেতে পারে।

৩. ধারা ৭-এর (ন) উপধারাটিতে উল্লেখিত মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংজ্ঞান তথ্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদ্ধান্তের কারণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান রয়েছে। উপধারাটি তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্তটি সংশোধন করা যেতে পারে।

(গ) বাতিলের প্রত্যাব :

১. ধারা ৭-এর উপধারা (চ)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে একপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্নিবেশিত রয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক নথিগুলো উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তবুও এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংগৃহীক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

উপসংহার

রাষ্ট্রিকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণ রাষ্ট্র পরিণত করার জন্মাই তথ্য অধিকার আইন। আবার জনগণের বৃহস্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছু তথ্য প্রকাশের ওপর বিধিনির্বেশও জরুরি। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, সর্বোপরি সাহিত্যিক বাধ্যবাধকতা এবং জনগমের বৃহস্তর কল্যাণের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাও সামাজিক। বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে কুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এই ধারা অপব্যবহার করে তথ্য বর্ধিত করার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে আও পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক বিবেচনায় অত্য ধারণা জরিপ পরিচালিত হয়েছে। জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মণিলে প্রকাশযোগ্য নয় বলে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তা অধিকাংশই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তথ্যাপি বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারায় কিছু তথ্য রয়েছে যেগুলো গোপন থাকা বাস্তুনীয় নয় এবং কিছু তথ্যের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। তদনুযায়ী ১০টি উপধারা সমজাতীয় বিধার সহজবোধ্য করণার্থে উজ্জ্বল করার, ওটি উপধারা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করার এবং একটি উপধারা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধার বাদ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য হয়েটি উপধারা হ্রস্ব বহুল রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, সুপারিশ অনুযায়ী এই ধারাটি সংশোধন করা হলে আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্মাই সুবিধাজনক হবে এবং সবার সমিলিত প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
ধারা ৭-বিষয়ক

বিভাগীয় গোলটেবিল
আলোচনাসমূহ

ଖୁଲନା ବିଭାଗ

খুলনা বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক
গোলটেবিল আলোচনা



২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
হোটেল সিটি ইন, খুলনা

প্রধান অতিথি : জনাব মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
মোঃ আব্দুল জলিল
বিজ্ঞানীয় কমিশনার, খুলনা
মোঃ মাহবুব হাকিম
অভিযন্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা

সঞ্চালক : হাসিনুর রহমান
নির্বাচী পরিচালক, এমআরডিআই



হাসিমুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনার উক্ততেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার জন্য মোহাম্মদ ফরহানকে। তিনি তাঁর অত্যন্ত উক্তপূর্ণ সহয় থেকে আজকের গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অভিধি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য সময় দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ অভিধি জন্য মোঃ ফরহাদ হোসেন, সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশকে—আমাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং সজ্ঞিয় সহযোগিতার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মোঃ আকুল জলিলকে, যিনি বিশেষ অভিধি হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযোগ পুলিশ কমিশনার মোঃ মাহবুব হাকিমকে বিশেষ অভিধি হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের গোলটেবিল আলোচনার উপস্থিতিপন্থ প্রবন্ধের ওপর নির্ধারিত আলোচক হিসেবে যাঁরা উপস্থিত আছেন—অধ্যাপক আনন্দারঞ্জ কানির, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়; মোঃ আহিদ হোসেন পলিয়, অভিযোগ জেলা প্রশাসক (শিক্ষণ ও আইসিটি), যশোর ও রফিকুল ইসলাম খোকন, নির্বাহী পরিচালক, কপাস্তরকে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদের স্বাক্ষরকে।

এমআরডিআই একটি বেসরকারি সংগঠন, কাজ করে সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের মানোন্নয়ন নিয়ে। বিভিন্ন ইস্যুতে সাংবাদিকদের গুণগত মানোন্নয়নের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিই। এর বাইরে আমরা কিছু বিষয়ে অ্যাডভোকেটিস করি। তার একটি বিষয় হলো তথ্য অধিকার আইন। তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের জন্য ক্যাম্পেইন, আইনের ড্রাফটিং, পরবর্তী সহয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সর্বিং এবং আইন পাসের পর এটির প্রচার-প্রচারণা ও দক্ষতা বৃক্ষি কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই আইন বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি।

এমআরডিআই মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তার গত জুলাই মাস থেকে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা করেছে। এই প্রকল্পের অধীন যশোর ও বরিশাল জেলায় ছয়টি করে মোট ১২টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য সরবরাহকারী ও তথ্যের চাহিদাকারী উভয় পক্ষের দক্ষতা বৃক্ষিতে আমরা কাজ করব, জনগণের মধ্যে তথ্যের চাহিদা বৃক্ষিতে কাজ করব, চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদন, তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে ব্যক্তি বা সমাজের সামষ্টিক জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, সে বিষয়ে আমরা কাজ করব।

তথ্য অধিকার নিয়ে এমআরডিআই-এর দীর্ঘদিনের কাজের যে ধারা, তাতে এমআরডিআই মনে করে, যারা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তাদের তথ্য প্রদানে একটি তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। আমরা বাংলাদেশে প্রায় ৪০টি এনজিওকে তথ্য অধিকার আইনের ট্রেনিং করিয়েছি। এই এনজিওগুলো তাদের তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করেছেন। তার বাইরে সরকারি পর্যায়ে তথ্যের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোন তথ্য কীভাবে প্রদান করা হবে, কোন তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, কে কীভাবে তথ্য প্রদান করবে, সে বিষয়গুলো নির্ধারণের জন্য সরকারি পর্যায়ে মন্ত্রণালয় সংস্কর-সংস্থাগুলোতে তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এটিকে সামনে রেখে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তার এমআরডিআই তথ্য কমিশন বাংলাদেশের সহযোগিতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়গুলোর আওতাধীন দণ্ডনির্ণয়/সংস্থাগুলোর তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করছে। এবং এই সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে যে সাহার্দিক জনান্তি অর্জন হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে একটি গাইডবুক তৈরি হবে। যে গাইডবুকটির মাধ্যমে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দণ্ডনির্ণয়/সংস্থাগুলোর এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে সব সরকারি অফিস তাদের তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

এর বাইরে এই কর্মকাণ্ডের আরেকটি অংশে আমরা কাজ করছি। যেটির অংশ হিসেবে আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমাদের তথ্য অধিকার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, তথ্য কমিশনের ক্লানি এবং আমাদের তথ্য অধিকারবিষয়ক যে হেল্পডেক আছে, যেখান থেকে আবেদন করার ফেরে সহায়তা করা হয় সেখানকার বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে। আবেদন এবং আবেদনের জবাবগুলোকে বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পেয়েছি ‘ধারা ৭’ নিয়ে কিছু ধরনের আলোচনা, ব্যবহার, অপব্যবহার বা তুল-বোঝার ব্যক্তির অবকাশ আছে। সেই ব্যবহার, অপব্যবহার বা তুল-বোঝার ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন বা কোনো কিছু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে কি না, সেটি দেখা প্রয়োজন বলে চিন্তা করেছে এমআরডিআই।

সেই উক্তশ্যে এমআরডিআই প্রতিটি বিভাগে এ ব্রহ্ম গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করবে। যেটির প্রথম অনুষ্ঠান আজ খুলনায় হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে আমরা অন্যান্য বিভাগে এই আয়োজন করব। পাশাপাশি আমরা ৫০ জন বিষয়সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার

(Key Informant Interview) এইগ ও ছয়টি বিভাগে ছয়টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করব। সেখানেও আমরা ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনায় যদি ধারা ৭-এর কোনো রকম পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন বলে অনুষ্ঠিত করা হত সেন, তাহলে সেগুলো নিয়ে আমরা আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে উপস্থাপন করব। সেমিনারে উপস্থাপিত মতামতগুলো একত্রিত করে আমরা এটা তথ্য করিশানের মাধ্যমে সরকারের কাছে সুপারিশ আকারে প্রেরণ করব।

এই রাউন্ডটেবিলকে আমরা দৃঢ়ভাগে তাপ করেছি। একটিতে এমআরডিআই এরপক্ষ থেকে একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হবে। মূল প্রবন্ধের ওপর নির্বাচিত আলোচকগণ তাঁদের বক্তব্য রাখবেন এবং মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর মাননীয় বিশেষ অতিথিগণ বক্তব্য প্রদান করবেন। সবশেষে প্রধান অতিথি তার মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন।

আমি এখন অনুরোধ করব মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করার জন্য।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭-ধারার আয়োগিক দিক বিশ্লেষণ

সূচিকা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের দাবি দীঘলিনের। ধারা দুই দশকের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০ অক্টোবর ২০০৮ তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ পাস করে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের সচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃক্ষি, দুর্নীতিত্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা; জনগণের চিজ্ঞা, বিবেক ও বাকবাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে অধ্যাদেশটি সামান্য সংশোধন করে জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালের ২০ নম্বর আইন হিসেবে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস করে।

২০০৮ সালে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ জরি করা হলেও ওই অধ্যাদেশের ৮, ২৪ ও ২৫ নম্বর ধারা তিনটি—যথাক্রমে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ, আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তিসংক্রান্ত বিষয়গুলো অকার্যকর থাকার আইনটি মূলত সুষ্ঠু অবস্থায় ছিল। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জরি করে ১ জুলাই ২০০৯ তারিখ থেকে ওই ধারাগুলোসহ কার্যকর করা হয় এবং আইনটি বাস্তবায়ন করার জন্য ১ জুলাই ২০০৯ তারিখেই তথ্য বিশিষ্ণন গঠন করার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ইতিমধ্যে সাড়ে চার বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে ‘তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯’ এবং তথ্য অধিকারসংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে, যা আইনের অনেক বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করেছে। আইনটিকে আরো পরিষ্কৃত করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সংশোধন প্রয়োজন বলে মনে করছেন অনেকেই।

তথ্য অধিকার আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

এই আইনের বেশ কিছুসংখ্যক ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই আইনের ৩ ধারায় আইনের প্রাধান্য; তথ্য শব্দটির একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যাতে ‘জৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে যে-কোনো তথ্যবহু বস্তু বা এর প্রতিলিপি’ সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; কর্তৃপক্ষ শব্দটিরও বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, যাতে রাষ্ট্রের মূল তিনটি অঙ্গই তথ্য আইনসভা, বিচার বিভাগ ও নির্বাচী বিভাগ তথ্য সরকারের সব মন্ত্রণালয়, অধীনসভা, অফিসগুলো,

তথ্যের সংজ্ঞা : (চ) “তথ্য” অর্থে কোন কার্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাঙ্গরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মালচিত্র, চূক্ষি, তথ্য-উপাস্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাৱ, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অৎকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্ৰনিক প্রক্ৰিয়ায় প্রক্রিয়াজৰ্জ দলিলসাদি এবং তৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহু বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপি ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে :

তবে শৰ্ত থাকে যে, দাঙ্গরিক নেট সিট বা নেট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো, স্বায়ন্ত্রসিত প্রতিষ্ঠানগুলো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো, সরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওডেলো, বিভিন্ন আইনের অধীনে গঠিত সংস্থাগুলো এবং সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত চাকিলবৰ্ক বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো অঙ্গভূত রয়েছে; আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ, আপিল দায়ের ও নিম্পত্তি, অভিযোগ দায়ের ও নিম্পত্তি-সংজ্ঞান সব ফেনে সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে; তথ্য কমিশনকে দেওয়ানি কার্যবিধির আওতায় অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্ব-উদ্যোগে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও নিম্পত্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রীগুলি

একই সঙ্গে এ আইনের বেশ কিছুসংখ্যক দুর্বলতর নিকাশ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— এই আইনের ৭-ধারার তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে, যার ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়েছে, বা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বাধানিষেধ মুক্ত করা হয়েছে কি না, বা আরো বাধানিষেধ মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না, বা কোনো উভারল্যাপিং বা শিপ্পটেড হয়েছে কি না, বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বে উপধারা প্রযোজ্য হয় না তা ব্যবহার করে তথ্য প্রদান না করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না; তথ্য প্রদান না করা হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অতি অল্প জরিমানা করার বিধান ধারকেও সংশ্লিষ্ট আপিল কর্তৃপক্ষকে এর আওতায় না আনা; তথ্য অধিকারবিহুক গণসচেতনতা সৃষ্টির দায়িত্ব এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তাসহ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব এককভাবে তথ্য কমিশনের ওপর অর্পণ, দেওয়ানি কার্যবিধির আওতায় তথ্য কমিশনের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপর্ণাঙ্গতা, ইত্যাদি বিবেচ্য।

ধারা ৭ : অস্পষ্টতা, তুল ধারণা ও অপব্যবহার

বরিশাল জেলার বানারীপাড়ার কৃষি জনাব মোশারেফ হোসেন মাঝি কৃষিসংজ্ঞান নামা তথ্য চেয়ে বানারীপাড়ার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন। কিন্তু কৃষি কর্মকর্তা আবেদন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। এরপর আবেদনকারী বানারীপাড়া উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তার মাধ্যমে কৃষি অফিসে পুনরায় একই আবেদন প্রেরণ করেন। আবেদন পেয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান না করে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরিশাল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কাছে নির্দেশনা চেয়ে পত্র পাঠান। এরপর সিদ্ধান্ত চেয়ে উপপরিচালক টিটি লেখেন অভিযোগ পরিচালকের কাছে এবং অভিযোগ পরিচালক ঢাকার খামারবাড়িতে সরেজমিন উইং পরিচালকের কাছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে জানান, এগুলো রাষ্ট্রীয় গোপনীয় তথ্য, তাই তা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর রক্ষাকর্তা হিসেবে উল্লেখ করেন তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-কে, যে ধারার কতিপয় তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু মোশারেফ হোসেন মাঝি আবেদনে যেসব তথ্য চেয়েছেন (সার, বীজ, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি বরাদ্ব ও বিতরণের হিসাব) তা কোনোভাবেই ধারা ৭ ধারা সুরক্ষিত ‘প্রদান বাধ্যতামূলক নয়’ এমন তথ্যের আওতায় পড়ে না।

এরপর আবেদনকারী বরিশাল জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কাছে আইন অনুসারে আপিল করলে তিনিও ধারা ৭ উল্লেখ করে একই জবাব দেন। পরবর্তী সময়ে জনাব মোশারেফ মাঝি আইন অনুসারে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। তথ্য কমিশনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বক্তব্য ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন তথ্য প্রদান না করার জন্য কৃষি কর্মকর্তাকে ভর্সনা করে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন।

তথ্য কমিশনের কেস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ধারা ৭-এর এই অপব্যবহার তথ্য অধিকার আইন পাসের আগে থেকেই তরু হয়েছে। তথ্য কমিশনে তনানীকৃত ঘূর্ণিয়ে অভিযোগেই দেখা যায়, জনকে এনামূল কবির ১৫.০১.২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮-এর অধীন তথ্য চেয়ে বরিশাল সদর উপজেলার সমবায় অফিসে একটি প্রতিবেদনের কপি চেয়ে আবেদন করেন। এখানেও অধ্যাদেশের ধারা ৭ উল্লেখ করে তথ্য প্রাপ্তি থেকে বিরত রাখা হয় তাকে। এরপর তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হলে ১২.১০.২০০৯ তারিখে তিনি আবার আবেদন করেন। আবেদন ও আপিলে তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন এবং তথ্য কমিশনের নির্দেশে তথ্যগ্রাহণ হন।

এভাবে ধারা ৭-এর উল্লেখ করে তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার অনেক উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধারা ৭-এর অপব্যবহার করা হয়েছে।

এভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতায় এই আইনের ধারা ৭-এ উল্লেখিত তথ্য প্রদানের বাধানিষেধগুলো অন্যতম আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সাড়ে চার বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা, এই ধারার বিষয়ে তুল ধারণা ও নৃত্বিত্বিগত পার্শ্বক্ষয় এবং এর অপব্যবহার ব্যাবরাস আলোচনায় এসেছে।

আমাদের আজকের আলোচনা ৭-ধারার উল্লেখিত যেসব তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এই বিষয়গুলোর ওপর সীমাবদ্ধ রেখে প্রধীন উপধারাগুলো অতি বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত কি না বা সমজাতীয় বিষয় বিভিন্ন ধারায় সংযোজিত হয়েছে কি না। পাশাপাশি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বিভিন্ন দেশের আইন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে এই ধারার উপধারাগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, সে বিষয়গুলোও আলোচিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে ধারা ৭-এর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বাংলাদেশের সংবিধানে অন্যত তথ্য অধিকারবিষয়ক নিচয়তা :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৩৯ অনুচ্ছেদ চিহ্ন, বিবেক ও বাক্যাবীনতাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করে কঠিপৰ্য বাধানিষেধ ঘূর্ণ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ :

“ধারা ৩৯—(১) চিহ্ন ও বিবেকের স্বাধীনতার নিচয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা সৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের ধারা আরোপিত ঘৃত্কিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার

নিচয়তা দান করা হইল।”

তথ্য প্রবেশাধিকারে আঞ্চলিক সংস্থা/জেটিউলোর নিচয়তা

SAARC Charter of Democracy

Reaffirming faith in fundamental human rights and in the dignity of the human person as enunciated in the Universal Declaration of Human Rights and as enshrined in the respective Constitutions of the SAARC Member States

কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালা ১৯৯৯

১৯৯৯ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক প্রতিস্থান নাগরিকদের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে দাঙরিক তথ্য নাগরিকের প্রবেশাধিকারের উন্নত সীকৃতি পায়।
কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালার বলা হয়েছে :

1. Member countries should be encouraged to regard freedom of information as a legal and enforceable right.
2. There should be a presumption in favour of disclosure and Governments should promote a culture of openness.
3. The right of access to information may be subject to limited exemptions but these should be narrowly drawn.
4. Government should maintain and preserve records.
5. In principle, decisions to refuse access to records and information should be subject to independent review.

EU Convention on Human Rights

ARTICLE 10

Freedom of expression

1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority

and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

তথ্য প্রবেশাধিকারে আন্তর্জাতিক নিয়মসত্ত্ব

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের (Universal Declaration of Human Rights—UDHR) ১৯ নথির অনুচ্ছেদে উল্লেখিত তথ্য অধিকারবিহীনক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ :

"Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes their freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

(প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; ইত্তেকেপ ব্যক্তিত মতামত পোষণ এবং বাণিজ্য সীমানা-নিরিশেষে যে-কোনো মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অব্রেষ্ট, ফাইল ও জাত করার স্বাধীনতা এ অধিকারের অঙ্গৃত।)

আন্তর্জাতিক নিয়মসত্ত্ব বিধানকর্মে গৃহীত উক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মত প্রকাশের অন্যতম উপাদান তথ্য অধিকার, যার মাধ্যমে তথ্য চাওয়া, তথ্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তি অন্তে তথ্য এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপর্যুক্ত ১৯ নথির অনুচ্ছেদে কোনো বাধানিষেধ না থাকলেও Universal Declaration of Human Rights-এর ১২ নথির অনুচ্ছেদে ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত সম্মান বজায় রাখার অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ :

"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

(কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পত্রিকা, বস্ত্রবাঢ়ি বা পজিয়োগায়োগের ওপর অব্যাচিত ইত্তেকেপ অথবা তার সম্মান ও সুন্মানের ওপর আক্রমণ করা যাবে না। প্রত্যেকের এ ধরনের ইত্তেকেপ অথবা আক্রমণ থেকে আইনগত সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।)

UDHR সরাসরি কোনো রাষ্ট্রের জন্য বাধাতামূলক না হলেও এর কতিপয় অংশ, যার মধ্যে অনুচ্ছেদ ১৯ ও ১২ অঙ্গৃত, তা সারা বিশ্বে আইনগত স্বীকৃতি পেয়ে প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে ১৯৪৮ সালে এটি ঘোষণের পর থেকে অনুসরিত হচ্ছে।

অন্যদিকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে UN General Assembly Resolution 2200A (XXI) হিসেবে The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি) গৃহীত হয়েছে। গত মে ২০১৩ পর্যন্ত এটি বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্র কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত আইনগত একটি সংক্ষিপ্ত (Treaty), যাতে UDHR-এর ১৯ নথির ধারার প্রায় অনুরূপ তথ্য অধিকার ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কতিপয় বাধানিষেধ সংযোজিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ সালে ICCPR গৃহীত হলেও এর ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুবাদী এটি ২৩ মার্চ ১৯৭৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। বাংলাদেশ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে এই সংক্ষিপ্তের অনুস্বাক্ষর করেছে। এই সংক্ষিপ্তের ১৯ অনুচ্ছেদ নিয়ন্ত্রণ :

Article 19:

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of opinion and expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may, therefore, be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary;

- (a) For respect of the rights or reputations of others;
- (b) For the protection of national security or of public order or of public health or morals.

(ধারা ১৯) :

১. হস্তক্ষেপ ব্যক্তিত নিজের মতামত পোষণের অধিকার প্রত্যক্ষেরই রয়েছে।
২. প্রত্যক্ষেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; হস্তক্ষেপ ব্যক্তিত মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে সকল ধরনের তথ্য ও মতামত মৌখিক বা লিখিত, অথবা শিল্পের আঙিকে ছাপানো বা তার পচলনমত যে কোন মাধ্যমে অব্দেশ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অঙ্গরূপ।
৩. এই ধারার ২ নম্বর অনুজ্ঞে বর্ণিত অধিকার ভোগে ব্যক্তির বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে, যা আইনে সন্তুষ্টিপূর্ণ রয়েছে এবং যার প্রয়োজন রয়েছে—
 - (ক) অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য;
 - (খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা জনজীবনে শৃঙ্খলা অথবা জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য।

সার্ক চার্টারে নিজ দেশের সংবিধান ও UDHR-এর নীতিমালা অনুসরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কমনওরেলথের নীতিমালা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ইইট কমনভেনশনের সংশ্লিষ্ট অনুজ্ঞেন পর্যালোচনার দেখা যায় যে, UDHR ও ICCPR-এর অনুরূপ নীতিমালা অনুসরিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে তথ্য অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুজ্ঞেন ও ৩৯(২) নং উপানুজ্ঞে বিধৃত বাধানিষেধ, UDHR-এর ১৯ নম্বর অনুজ্ঞেন এবং ICCPR-এর ১৯ নম্বর অনুজ্ঞেন ও ১৯(৩) নং নম্বর উপানুজ্ঞে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলো সিদ্ধান্ত ছকের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হলো :

ক্রম	বাংলাদেশের সংবিধান ৩৯ অনুজ্ঞেন	সার্বজনীন মানবাধিকার পোষণাপত্র ১৯৪৮ অনুজ্ঞেন ১৯	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চূক্তি ১৯৬৬ অনুজ্ঞেন ১৯
	ধারা ৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিষ্ঠাতা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানবান্তর বা অপরাধ-সংস্থটনে প্রয়োচনা সম্পর্কে আইনের ধারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিষ্ঠাতা দান করা হইল।	প্রত্যক্ষেরই মতামত পোষণ ও মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে; হস্তক্ষেপ ব্যক্তিত মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমে তথ্য ও মতামত অব্দেশ, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অঙ্গরূপ। (ক) অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য; (খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা জনজীবনে শান্তি অথবা জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য।	এই ধারার ২ নম্বর অনুজ্ঞে বর্ণিত অধিকার ভোগে ব্যক্তির বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে, যা আইনে সন্তুষ্টিপূর্ণ রয়েছে এবং যার প্রয়োজন রয়েছে— (ক) অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য; (খ) জাতীয় নিরাপত্তা বা জনজীবনে শান্তি অথবা জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য।
	প্রযোজ্য বাধানিষেধ		
১	রাষ্ট্রের নিরাপত্তা		

ক্রম	বাংলাদেশের সংবিধান ৩৯ অনুচ্ছেদে	সার্বজনীন মানবাধিকার যোগাপত্র ১৯৪৮ অনুচ্ছেদ ১৯	নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চৃতি ১৯৬৬ অনুচ্ছেদ ১৯
২	বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক		-
৩	জনশৃঙ্খলা		জনশৃঙ্খলা
৪	অপরাধ-সংঘটনে গ্রোচনা		জনশৃঙ্খলা সংশ্লিষ্ট
৫	শালীনতা/নৈতিকতার স্বার্থে		জনস্বাস্থ্য এবং নৈতিকতা
৬	আদালত অবহাননা		অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান
৭	মানবান্তর		অন্যের অধিকার এবং সুনামের প্রতি সম্মান

বাংলাদেশ UDHR ও ICCPR তথ্য উভয় আন্তর্জাতিক দলিলের অনুসূচিতরকারী দেশ বিধায় তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে প্রণীত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের নাগরিকগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার অনুসমর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে ICCPR কর্তৃক প্রণীত সব বাধানিষেধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং আমাদের সংবিধানে অতিরিক্ত তথ্য বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্কের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করণার্থে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন জারি করে ও ধারায় এই আইনের প্রাধান্যাসহ ৪ ধারায় বাংলাদেশের নাগরিকগণকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে যা নিম্নরূপ :

“ধারা ৩। আইনের প্রাধান্য।—প্রচলিত অন্য কোন আইনের —

(ক) তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী ধারা স্ফূর্ত হইবে না; এবং

(খ) তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

ধারা ৪। তথ্য অধিকার।—এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।”

তথ্য অধিকার আইনের ৪-ধারায় প্রদানে কোনো বাধানিষেধ না থাকলেও ৭-ধারায় কর্তৃপক্ষের বাধানিষেধ সন্তুষ্টিপূর্বক আইনের অন্তর্ভুক্ত উপধারাঙ্গলোর কোনটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(২) উপানুচ্ছেদে প্রদত্ত বাধানিষেধগুলোর কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করে এবং বিশেষ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্তুষ্টিপূর্বক বাধানিষেধগুলোর মধ্যে কোনগুলো বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় বাধানিষেধ হিসেবে সন্তুষ্টিপূর্বক হয়েছে, তা উক্ত দেশগুলোর তথ্য অধিকারবিষয়ক আইন পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করে নিচে উপস্থাপন করা হলো :

সাংবিধানিক বাধানিষেধ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	ফেসবুকের আইনে সন্তুষ্টিপূর্বক আছে
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা	(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অব্যুক্তি ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হ্রাস করিবার পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা/বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্ক	(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার ধারা বিদেশী রাষ্ট্রের অধিবাসী আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আন্তর্জাতিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক স্ফূর্ত করিবার পারে এইরূপ তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা/বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্ক	(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;	সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত।

সাংবিধানিক বাধানিষেধ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	বেসর দেশের আইনে সন্তুষ্টিপূর্ণ আছে
-	(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ভূভূতিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বৃক্ষিকৃতিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
-	(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিচ্ছেতু তথ্য, যথা : (অ) আয়কর, শক্ত, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তনসংজ্ঞানক কোন আগাম তথ্য; (আ) মুদ্রার বিনিয়য় ও সুদের হার পরিবর্তনসংজ্ঞিত কোন আগাম তথ্য; (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংজ্ঞানক কোন আগাম তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
জনশৃঙ্খলা/ অপরাধ সংঘটনে প্রোচলনা	(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাপ্রস্তু হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
জনশৃঙ্খলা	(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিপ্লিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
শাস্তিনিকতা বা নৈতিকতা	(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
অনশৃঙ্খলা	(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত।
জনশৃঙ্খলা	(ঝ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
আদালত অবহাননা	(ঝ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা প্রাইভেটদালের নিষেধাজ্ঞা রাখিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবহাননার শায়িল এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি।
-	(ঝ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিষ্য ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাজ্য।
জনশৃঙ্খলা	(ঝ) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর ছেফতার ও শাস্তিকে প্রভূবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত।
-	(ঝ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রাখিয়াছে এইরূপ তথ্য;	-
-	(ঝ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাধ্যনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক পরিষেবালক্ষ কোন তথ্য;	সুইজেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া।
-	(ঝ) কোন জয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘৃণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জয় বা উহার কার্যক্রম সংজ্ঞান কোন তথ্য;	-

সাংবিধানিক বাধানিষেধ	তর্তু অধিকার আইন, ২০০৯	বেসর দেশের আইনে সন্তুষ্টিপূর্ণ আছে
-	(খ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;	যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া।
-	(দ) কোন ব্যক্তির আইন ধারা সত্ত্বকিত গোপনীয় তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া।
জনশৃঙ্খলা/নেতৃত্ব	(খ) পরীক্ষার প্রশ্নগত বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নথর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;	যুক্তরাষ্ট্র।
-	(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক নথিলাই এবং উত্তরণ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহু প্রকাশ করা যাইবে : আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থলিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন এহং করিতে হইবে।	যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া।

সাংবিধানিক বাধানিষেধ, আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধ এবং সুইভেল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানির তথ্য অধিকার-সংক্রান্ত আইনে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলো বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো অধিবেশনে উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থাপন করা হলো—

৬. যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং সাংবিধানিকের সঙ্গে সাংখর্ষিক কোনো আইন প্রণয়ন করা হলে তা বাতিলায়োগ্য, সেহেতু তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় প্রদত্ত ২০টি উপধারার মধ্যে যেগুলো সাংবিধানিক বাধানিষেধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলো বহাল রাখা যেতে পারে।

- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত সুসম্পর্ক সম্পর্কিত উপধারা (ক), (খ) ও (গ) হ্বত্ব বহাল রাখা যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারা (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (বা), (এ) ও (ড) উপধারাগুলো একত্রে সমর্থিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও আদালত অবমাননাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার বিত্তীয় অংশ এবং (ট) উপধারা সমর্থিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে শালীনতা বা নৈতিকতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা-সম্পর্কিত উপধারা (জ) এবং (ন) একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সম্পর্কিত প্রণীত (খ) উপধারায় উল্লেখিত পরীক্ষার প্রশ্নগত ও পরীক্ষায় প্রদত্ত নথরসংক্রান্ত তথ্য আগাম দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় এটা হথারীতি বহাল রাখা সমীক্ষান।

৭. বিশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশ, যেমন—সুইভেল, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানির তথ্য অধিকারবিষয়ক আইনে সন্তুষ্টিপূর্ণ বাধানিষেধগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিম্নোক্ত উপধারাগুলো বহাল রাখা যেতে পারে :

- ধারা ৭-এর (ঘ) উপধারায় উল্লেখিত বৃক্ষবৃত্তিক সম্পদ এবং (গ) উপধারায় উল্লেখিত করিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ তথ্য কপিরাইট ও প্যাটেন্টরাইট আইন অনুযায়ী সত্ত্বক্ষণ করা সমীক্ষান বিধায় সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখিত সহয় পর্যন্ত বহাল রাখা সমীক্ষান।

১০. ধারা ৭-এর (ঙ) উপধারাটি জনস্বার্থ ও সামষিক অধিনাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে সাক্ষাত্বান বা অভিজ্ঞত না হয়, সেজন্য গ্রহণ হয়েছে, যা বহাল রাখা যেতে পারে।

১১. ধারা ৭-এর উপধারা (থ)-তে উল্লেখিত জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে একপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধানিষেধ না ধাকলেও যুক্তরাজ্য, ভারত ও অন্তর্বিলিয়ার তথ্য অধিকার আইনে সন্তুষ্টিপূর্ণ রয়েছে। উক্ত বিবেচনায় এটি বহাল রাখা যেতে পারে।

১২. ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্তকার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় মর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে।

১৩. ধারা ৭-এর উপধারা (ঢ)-তে উল্লেখিত সমাজের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে একপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক সংবলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তবুও এই উপধারাটি ধারা ৩(ক)-এর সঙ্গে সংঘর্ষিক বিধায় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১৪. ধারা ৭-এর উপধারা (ত)-তে উল্লেখিত তদন্তকার্যক্রম সম্পর্ক হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট তথ্য বা এর কার্যক্রম-সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় মর্মে

উল্লেখিত হয়েছে। সরকারের যে-কোনো ক্রয় কার্যক্রম Public Procurement Act, Rules এবং Regulations অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং তদন্তযীর্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের বিধান ধাকায় সেগুলো গোপন রাখার প্রবণতা দেখা দিতে পারে বিধায় এই উপধারাটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১৫. ধারা ৭-এর উপধারা (ন)-তে উল্লেখিত মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপনীয় সারসংক্ষেপসহ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সিদ্ধান্তের কারণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশের বিধান রয়েছে। তবে অতিরিক্ত শর্তে এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বিধান সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে। কলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ অন্য যে-কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন চাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং যে-কোনো কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ না করার কৌশল হিসেবে এটি ব্যবহার করতে পারে। এ ক্ষেত্রে এই উপধারাটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় অতিরিক্ত শর্তটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

অতিরিক্ত এই শর্তটির অস্পষ্টতার সুযোগে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ না করতে কৌশলের অভ্যন্তরে নিজেই। কিন্তু উক্তপূর্ণ কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে কাঞ্চিত তথ্য সরবরাহ না করে এই অতিরিক্ত শর্তের অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে অনুমতি চেয়ে তথ্য কমিশনে আবেদন করেছে।

তথ্য কমিশনের কেস পর্যালোচনার দেখা যায়, ২০.১.২০১৩ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে একটি আবেদনের মাধ্যমে (স্মারক নং- স্বাস্থ্যাধিক্ষ/চিকিৎসা/২-১৩/১৬৪২) তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে তথ্য কমিশনের অনুমোদন চাওয়া হয়। এই আবেদনে তথ্য অধিকার আইন

তথ্য কমিশনের একটি কেস (অভিযোগ নং ৮৮/২-১৩) পর্যালোচনায় দেখা যায়, সিলেটের জনেক বিপ্লব কুমার কর্মকার ১৩.০৫.২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে তিনি ২৯তম বিসিএস পরীক্ষায় নিসিট পরীক্ষার্থীর ভাইভায় প্রাপ্ত নম্বর, নিসিট কয়েকটি ক্যাডারে সুপারিশকৃত মেধাতালিকায় সিদ্ধিত ও ভাইভায় সর্বশেষ প্রাপ্ত নম্বর এবং নিসিট পরীক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য চান।

এরপর আবেদনকারী সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবর ০২.০৭.২০১৩ তারিখে আপিল আবেদন করেন। আপিলে প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে তথ্য কমিশনে মোট তিনটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশনের শুনানিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করার কারণ হিসেবে অভ্যন্তরীণ বিধান, সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা, গোপনীয়তা, দায়িত্বপালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, বোর্ডের দায়িত্ব পালনকারী সাংবিধানিক পদধারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ এবং পরীক্ষকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা তুলে ধরেন। এখানেও রাঙ্কাকৰণ, ধারা ৭।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে তথ্য কমিশন আবেদনকৃত তিনটি তথ্যের মধ্যে দুটির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যতিরেকে অন্য তথ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত দেয় এবং অপরাটির ক্ষেত্রে প্রশ্ন সুন্মিট না হওয়ায় পুনরায় আবেদনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

২০০৯-এর ধারা ৭(ঘ) (ই) (ট) (গ) ও (ধ)-এর উল্লেখ করা হয়। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারী সম্পত্তি হচ্ছে যাত্রা এমবিবিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও Answer key-এর কথি চেয়েছিলেন। এই প্রশ্নপত্রগুলোকে Intellectual Property Right অনুযায়ী প্রদানযোগ্য নয় বলে আবেদনে স্বাক্ষর স্থূল প্রদর্শন করে।

একইভাবে অপর একটি কেস পর্যালোচনায় দেখা যায় ৩১.১০.২০১৩ তারিখে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে ভূমি অধিকারণ/ইকুয়েলথস-সংজ্ঞান তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার্থে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে তথ্য কমিশনের অনুমতি চেয়ে আবেদন (স্মারক নং- ০৫.৪১.২৬০০.০১৯.১৬.০০১.১৩-২৭/১) করা হয়। জনেক ইকবাল হেসেন কোরকান ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমি অধিকারণ/ইকুয়েলথস শাখায় তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান না করে ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখতে তথ্য কমিশনের অনুমতি চেয়ে আবেদন করা হয়।

এভাবে খুব সচেতনভাবে ধারা ৭-এর নামা অপপ্রয়োগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা আবশ্যিক।

বাট্টকে জনগণের জন্য প্রকৃত কল্যাণরাষ্ট্র পরিপন্থ করার জন্যই তথ্য অধিকার আইন। আবার জনগণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থেই কিছু তথ্য প্রকাশের উপর বিধিনিষেধও জঙ্গি। আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা সর্বোপরি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের স্বার্থে কিছু তথ্য গোপন থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের সংবিধান এবং ICCPR-এ প্রকাশযোগ্য নয় বলে যেসব তথ্যের উল্লেখ রয়েছে তা যৌক্তিক। কিন্তু আমাদের বর্তমান আইনে আরো কিছু তথ্য রয়েছে, যেগুলো গোপন থাকা বাস্তুনীয় নয় এবং কিছু তথ্যের সংশোধন বা পুনর্বিন্দ্যাস প্রয়োজন।

এ ছাড়া বিগত পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে ভূল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিত পার্দক্ষ্য এবং এই ধারা অপব্যবহার করে তথ্যবন্ধিত করার হে টেস্ট পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে আশ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক। আশা করি, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পাবে এবং অভিউষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

** সকল বিভাগীয় গোলটেবিল আলোচনায় উঠোধনী বক্তব্য ও মূল প্রবক্ষ একই হওয়ায় তথ্য প্রথমটিতে যুক্ত করা হয়েছে। বাকি পাঁচটি গোলটেবিল আলোচনায় উঠোধনী বক্তব্য ও মূল প্রবক্ষ যুক্ত করা হয়নি।

আন্তর্যাক্ত কানীর

অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

আমরা যে উপস্থাপনা দেখলাম, এই উপস্থাপনাতে কতগুলো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। SAARC Charter-টা যদি আমরা দেখি, সেখানেও বলা হচ্ছে, ‘...as enshrined in the respective Constitutions’ আমাদের constitution-এ যা বলা আছে সেটা। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, ..should promote culture of openness but subject to limited exemptions. এখানেও exception-এর কথা বলা হচ্ছে। যুল প্রবক্তে The International Convention on Civil and Political Rights-এর কথা বলা হয়েছে, সেখানেও বলা আছে ‘certain restrictions’—অর্থাৎ পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় যেমন সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, প্রেট ভিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—সব জায়গাতেই কিন্তু এই restriction-এর কথা বলা আছে। আইনের সঙ্গে ৭-ধারা যথন মুক্ত করা হয়েছে, এই restriction-গুলো মনে রেখেই করা হয়েছে।

এখন আমি সরাসরি ৭-ধারাতে চলে যাইছি। যুল প্রবক্তে উপধারা ক, খ ও গ সম্পর্কে কোনো আপত্তি তোলা হয়নি। আমার নিজেরও কোনো আপত্তি নেই ক, খ ও গ ঠিক রাখা যেতে পারে। ৮-তে ‘বৃক্ষিকৃতিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে’—এই কথাটি যখন বলা হচ্ছে, এই জায়গাটিতে আমাদের একটু ভাববাব ব্যাপার আছে। বাংলাদেশ World Trade Organization-এর সঙ্গে স্বাক্ষরকারী দেশ। WTO-এর নীতিমালায় Intellectual Property Right-এর যে ধারাগুলো আছে সেই ধারাগুলো কিন্তু এখানে Enforceable। যখনই আমরা প্যাটেন্টেইট, কপিরাইট বা IPR-এর কথা বলি, এটা আমরা যখনই তুলব, তখনই ওইটার সঙ্গে সংযুক্ত হয় কि না, তা আমাদের বুবেই কাজ করতে হবে।

চ-তে বলা হচ্ছে যে, ‘প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধ্যাত্মক হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য’ প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এইখানে ধারা-৪টা স্ফুল্প হবে কি না, তা ডেরে দেখতে হবে।

ঝ-তে বলা হচ্ছে ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য’ দেওয়া যাবে না। এই তথ্য কিন্তু দেওয়া যাবে না। ‘ত’-তে, ‘কোন ক্রম কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রম বা উভার কার্যক্রম সংজ্ঞান্ত কোন তথ্য দেওয়া যাবে না।’ ৫ সুপারিশে বলা হয়েছে যে PPR-এর কথা, এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি, এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার দরকার নেই। এটা যা আছে তা ধাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।



উপধারা (ন)-এর শর্তে বলা হয়েছে যে, 'তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপনৈষ্ঠ্য পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুজ্ঞপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে তথা প্রকাশ করা যাইবে।' এই 'করা যাইবে'-এর জায়গায় 'করবে' শব্দটি ব্যবহার করলে এইটা কার্যকর হবে। 'করা যাইবে' বললে সে করতেও পারে, নাও করতে পারে। কিন্তু এখানে যদি mandatory করে দিই, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।

মূল প্রবক্ষের ৮ পৃষ্ঠার সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংষ্টিনে প্রোচেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারা (চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (বা), (এব) ও (ড) উপধারাগুলো একত্রে সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে, বলা হয়েছে। আমি বিহুত পোষণ করিছি; কারণ এটা আলাদা থাকলেই ভালো হয়।

সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা ও আদালত অবমাননাসংক্রান্ত (ছ) উপধারার বিভীতির অংশ এবং (ট) উপধারা একত্রিত করতে বলেছেন। আমি মনে করি, দুটো এক জিনিস নয়। একজিত করলে এটাও clumsy হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। উপধারা (জ) এবং (দ) দুটোকে একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। দুটোকে আলাদা করে রাখা সমীচীন বলে আমার মনে হচ্ছে।

এই পৃষ্ঠার শেষের দিকে ৪ নথর সুপারিশে বলা হয়েছে, উপধারা (চ)-তে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে একপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় যা সন্নিবেশিত হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক দলিলে উল্লেখিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই। তন্মুগ্রি এই উপধারাটি ধারা ৩ (ক)-এর সঙ্গে সাংখর্ষিক বিধার বাদ দেওয়া যেতে পারে। এটাকে ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হতো। ৩-এর (ক)-তে আমরা যেটা পেয়েছি যে 'তথ্য প্রদানসংক্রান্ত বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলী ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে না'। আর এইখানে এইটার সঙ্গে কীভাবে সাংখর্ষিক হলো এটার ব্যাখ্যা নেই। তাই এই জায়গাটা একটু ভাবব্বার ব্যাপার আছে।

আর সবশেষে আরেকটি কথা বলছি যে, বাংলাদেশের মালিক হচ্ছে জনগণ। কিন্তু তথ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে এবং তথ্য প্রাপ্তি করার ক্ষেত্রে সেখা যাব যে তথ্য প্রদানকারীরাই মালিক হয়ে যাচ্ছে। এই মালিকানা যদি এভাবে উল্টে যাব, তাহলে কিন্তু এই কাজগুলো আমরা ঠিককরতো করতে পারব না।

৪. রফিকুল ইসলাম খোকন

নির্বাচী পরিচালক, কৃপাক্ষ

মূল প্রবক্ষে (৭) ধারাকে ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আমি মনে করি যে ব্যবচ্ছেদটা ভালোভাবেই হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন পাসের পাঁচ বছর পূর্ব হবে। প্রথম পাঁচ বছরে আমরা যদি একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করে যেতে পারি, তাহলে আমাদের এগোনো সুবিধা হবে।

আমি তথ্য দুটো বিষয়ে বলব, প্রথমটি Public Procurement ইস্যুতে Public Procurement আইনে যেভাবে আছে সে আইনে সঙ্গে সাংখর্ষিক যাতে না হয়, সেজন্য Public procurement-এর ব্যাপারে তথ্য খোলা থাকতে হবে। Procurement-এর নাম পর্যায় থাকে। একটি পর্যায় থাকে সরপত্র প্রাপ্তির পর্যায়। সে সময় এটা গোপন থাকতে পারে কিন্তু সরপত্রের প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর প্রকাশ হওয়া উচিত।

অথবা আমাদের এই ত্রয় থাকে কত বরাবর আছে, এটা জানানো উচিত। এখানে যদি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা যাব, তাহলে জ্ঞয়ের ক্ষেত্রে বড় যে দুর্নীতিগুলো হয় তা ক্রস পাবে। বড় থেকে মাঝেরি মানের Public procurement-এর ক্ষেত্রে দুর্নীতি ইওয়ার সূযোগ আছে। যেমন, আমাদের বিদ্যুৎ বিভাগ অনেকগুলো খাদ্য কিনবে। অন্যসংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত একনেকের সিদ্ধান্ত। কত টাকায় কতটা খাদ্য কিনবে, সেইটা প্রকাশ হতে হবে। আমরা যদি RTI-কে দুর্নীতিবিরোধী একটা tool হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, তাহলে এই তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মূল প্রবক্ষে আলোচিত একটি কেস স্টাডিতে উল্লেখ রয়েছে, ৭-ধারার প্রয়োগ করা হয়েছে ট্রান্সিভের তথ্য না দেওয়ার জন্য। এটা বোধ যাচ্ছে যে তথ্য অধিকার নিয়ে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। তিমান্ত সাইতের চাপ থাকার কারণে বিভিন্ন সাপ্তাই সাইড থেকে আজ্ঞারক্ষার জন্য তথ্য কমিশনের কাছে আবেদন করছে যে আমি এই তথ্য দেব না, আমি এটা দেব না। আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সাপ্তাই সাইড ও ডিমান্ড সাইডকে সচেতন করার নায়িকাটা তথ্য কমিশনের ওপর। আমার মনে হয় যে এই নায়িকাটা শিফট হওয়া উচিত। এই নায়িকা যাওয়া উচিত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়সহ আরো সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের কাছে। তারা এগুলো প্রচার করবে, তার ওই মন্ত্রণালয়, তার ওই প্রতিষ্ঠান, তার ওই সংস্থার সুলাম রক্ষা করার জন্য। তার কারণ, তথ্য অধিকার আইন কিন্তু সব আইনকে Supersede করেছে। ৭-ধারার সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বা আইনের যে ফাঁকফোকের এগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। সেজন্য সচেতনতা সৃষ্টির

দায়িত্বটা শিখত করতে হবে। তথ্য কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। শক্তিশালী করার অনেকগুলো উপাদান আছে। শক্তিশালী করার এটাও একটা বিষয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ বেতার না বা Department of Information না যে তার কাজ সচেতন করে বেড়ানো। কমিশন মনিটরিং করবে এনজিও তথ্য দিচ্ছে কি না বা সরকারি প্রতিষ্ঠান তথ্য দিচ্ছে কি না এবং আইনের হালনাগাদ এবং ৭-ধারার পরিবর্তন দরকার, সেটা নিয়ে advocacy করবে। তথ্য কমিশন মনিটরিং করবে, গাইড করবে এবং রিপোর্ট প্রকাশ করবে। এই কাজগুলো যদি তথ্য কমিশন করে, তাহলে আমি মনে করি যে তথ্য কমিশন আরো শক্তিশালী হবে। এটা যদি হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষমতাহন হবে এবং এটার যে উদ্দেশ্য ছিল যে জনগণ তাদের তথ্যের অধিকার প্রয়োগ করবে, সেটা বাস্তবায়িত হবে।



মোঃ জাহিদ হোসেন পন্থির

অভিযোগ জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) যশোর

৭-ধারার গুপ্ত অধিকার করেকো বিষয়ে মতামত দিতে চাই। মূল প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, ৭-ধারায় যে ২০টি উপধারা রয়েছে তা খুব বেশি elaborate কি না, বা short কি না, বা কোনো কারণে overlapping হয়েছে কি না, বা কোনো কারণে সংবিধান বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক ডকুমেন্টসের সঙ্গে inconsistent কি না। সেই আলোকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আমরা একটু পেছনে যাইছি যে এ আইনটা কেন হলো এবং ৭-ধারার পেছনে যুক্তিগুলো কোথায়। তথ্য অধিকার আইনের মূল ইস্যু হলো culture of openness to ensure transparency।

ধারা ৭-এর ২০টি উপধারা রয়েছে। এখানে উপধারাগুলো সঠিকভাবে সাজানো নেই, বিক্রিঙ্গভাবে রয়েছে। বিশেষ করে, উপধারাগুলোকে যদি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ—এই তিনটা broad head-এ ভাগ করে দেখা হয়, তাহলে সহজ হতো। আবার, মূলত theme কিন্তু তিন-চারটার বেশি না। একই জিনিস দুরে দুরে এসেছে। কিন্তু তাসাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল বিষয়গুলোকে তুলে আনলে সুব্ল হবে, smart হবে।

আমরা মূল প্রস্তাব হলো, classification of information। আমাদের গ্যাপ হলো আমরা রাষ্ট্রীয় Secrecy-এর তথ্যকেও গোপন তথ্য মনে করছি আবার কৃষিসংক্রান্ত তথ্যকেও গোপন তথ্য মনে করছি। কৃষিসংক্রান্ত তথ্যকে কখনো রাষ্ট্রীয় Secrecy-র সঙ্গে এক করে দেখা যাবে না। এই গ্যাপগুলো হচ্ছে। একটা পরিশিষ্ট দিয়ে যদি আমরা categorization করতে পারি, তাহলে অনেক সহজ হবে। এ-ক্যাটাগরিয়ের তথ্য যিনি দায়িত্ব আছেন তিনিই সেটা দিতে পারবেন, বি-ক্যাটাগরিয়ের তথ্য কর্তৃপক্ষ দেবে, সি-ক্যাটাগরিয়ের তথ্য আপিল কর্তৃপক্ষ দেবে এবং ডি-ক্যাটাগরিয়ের তথ্য হয়তো কেনে দিনই দেওয়া যাবে না। তথ্যকে এভাবে categorization করা সহজ। তথ্য এখন বিক্রিঙ্গভাবে আছে। খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে আবার কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও আছে হেফ্টলো categorize হতে পারে।

প্রাইভেট সেক্টরকে আইনে যুক্ত করার সুযোগ আছে কি না, তা বিবেচনা করতে হবে।

শেষ মোঃ শহিদুজ্জামান

শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা।

৭-ধারার গুরুত্ব পূর্ণ প্রবক্ষে হয়টা সুপারিশ আছে। আমি স্পেসিফিক সুপারিশের গুরুত্ব কথা বলছি। এক নথরে কতগুলো সুপারিশ আছে। প্রথম সুপারিশে উনি (ক), (খ), (গ) উপধারাকে বহাল রাখতে বলেছেন। আমি ও সহমত।

(চ), (ছ) উপধারার প্রথম অংশ, (খ), (ঝ) ও (ভ) উপধারাগুলো একত্র করতে বলা হয়েছে। বাদ দিতে বলা হয়নি, সাংবর্ধিকও নয়। সুতরাং আলাদা থাকলে সুবিধা পাওয়া যাবে।

উপধারা (ছ)-এর ছিতীয় অংশ এবং উপধারা (ট)-কে একত্রিত করার কথা বলা হয়েছে। আলোচনার প্রথমত একই রকম হলেও ভিন্নতা আছে। (ছ)-এর ছিতীয় অংশে বলা হচ্ছে তথ্য প্রকাশ হলে বিচার বিস্তৃত হবে আর (ট)-তে বলা হচ্ছে contempt of court। তাই এ দুটো ভিন্ন জিনিস। এটা আলাদা থাকতে পারে। এটা একত্রিত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

উপধারা (জ) ও (দ)-কে একত্রিত করতে বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে অভিমত হচ্ছে, এখানেও বিস্তারিত থাকলে সুবিধা পাওয়া যাবে। একত্রিত করার কোনো প্রয়োজন নেই। (খ) উপধারা নিয়ে বলা হয়েছে বহাল থাকা সমীক্ষান, আমি সহমত পোষণ করি।

সুপারিশ ২-এ (ঘ) ও (ঝ) ধারা বহাল রাখার বিষয়ে বলা হয়েছে, তাতে আমি সহমত পোষণ করি, এটা বহাল থাকতে পারে। সুপারিশ ৩-এ ধারা ৭-এর উপধারা (খ)-এর সংশোধনী আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কিন্তু একমত। এটি যদি সংশোধনীতে আনা হয়, তাহলে এই আইনটা আরো পূর্ণতা সাপ্ত করবে। সুপারিশ ৪-এ ধারা ৭-এ আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এইরূপ তথ্য প্রকাশ না করা-সংজ্ঞান্ত উপধারা (চ) বাদ দেওয়া কথা বলা হয়েছে। আমি এটি বাদ দেওয়ার বিষয়ে একমত।

সুপারিশ ৫-এ ধারা ৭-এ বর্ণিত 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্ক হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সঠিক্ত ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংজ্ঞান্ত কোন তথ্য প্রকাশ না করাসংজ্ঞান' উপধারা (ত) বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকারের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান শুধু জন্মই করে না, বিজ্ঞান ও করে। যেমন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনায় উপপরিচালকের পুরোনো বিভিন্ন ভেঙে নতুন বিভিন্ন করা হচ্ছে। পুরোনো বিভিন্নটা আমরা বিজ্ঞ করলাম। আমরা গণপূর্ণ বিভাগ থেকে যে দর করিয়ে আলোচনা তা আমরা গোপন রাখলাম। আমরা দর করলাম ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮৬০ টাকা। কিন্তু এ দরটা গোপন থাকায় ঐ টেক্সার ৩ লাখ ২৩ হাজার ৮৯২ টাকায় বিক্রি হলো। সরকার যেহেতু শুধু জন্ম করে না বিজ্ঞান ও করে, সেহেতু শুই জায়গাটা এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে—'কোন ক্রয় বা বিজ্ঞ কার্যক্রম পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সঠিক্ত ক্রয় বা বিজ্ঞ কার্যক্রম সংজ্ঞান তথ্য'।

সুপারিশ-৬-এর ৭-ধারার অতিরিক্ত শর্তটি শুধু (ন) অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনার সংশোধন করা প্রয়োজন। আমি একমত।

আলবন্দ কুমার বিশ্বাস

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নড়াইল

উপধারা (চ)-তে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে একুশ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, মূল প্রবক্ষে এটি বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি এটার সঙ্গে একমত।

৭-ধারা নিয়ে এখানে একটা বিষয় বলা দরকার যে ৭-ধারায় যে বিষয়গুলো বলা আছে এটা কি public interest না protected interest রাষ্ট্রের কাঠামোতে কিছু কিছু আইন আছে, যা protect করার জন্য, সেই protected interest-এর জায়গাটাই আইনের ৭-ধারাতে তুলে ধরা হয়েছে। আমার মনে হয়, এগুলোর ঠিক আছে। যদি সমস্যা হয়, তখন আমরা আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে যিলিয়ে নেব। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, public interest সব সময় supersede করবে protected interest-কে। সরকারের লক্ষ্য থাকবে public interest-এর প্রয়োজনীয়তাই বলে দেবে যে তথ্য প্রকাশ করবে কি করবে না।



যোগাযোগ হোসেন

সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, সৈনিক আহমেদ কাগজ এবং উপজেলা প্রতিনিধি, সমকাল, কেশবপুর, বাংলাদেশ

আমাদের দেশের অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তাদের ৪-ধারাকে আড়াল করার জন্য এই ৭-ধারাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার যে প্রবণতা, এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমাদের বোৰ্ড দরকার। আমরা যারা তৃপ্তি কাজ করি, আহমেদ সাধারণ মানুষ, ৭-ধারা দূরে থাক ৪-ধারা সম্পর্কেই তারা কভার কৰুন জানে? বিভিন্ন অফিসে যখন তথ্য চাওয়া হয়, তখন শুধু ৭-ধারা না, দেখা যাচ্ছে ১৯২৩ সালের সরকারের দাঙ্গরিক গোপনীয়তা আইন বা ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালাকেও তারা হাজির করে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে এটা যে অকার্যকর হয়ে গেছে, সেটাও তারা মানতে চায় না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, কোনো অফিসে যখন সাধারণভাবে গিয়ে তথ্য চাই, সে তখন দিতে চায়, কিন্তু যখন আবেদন করা হয় তখন সেই একই তথ্য তারা দিতে চায় না।

মইমুল হোসেন মিলন

নির্বাচী পরিচালক, বাংলা, বাগেরহাট

ধারা ৭-এ (ত) উপধারা বাদ দেওয়া উচিত বলে আহি মনে করি। যেহেতু এটা আমাদের সংবিধানেও নেই বা অন্য কোনো দেশেও নেই। আরেকটি ধারা হলো ৭-এর (জ)-'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে' এইরপ তথ্য। এখানে কোনো ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়নি। তার মানে, সব ধরনের ব্যক্তি—অস্থ্যাত হতে পারেন আবার বিস্থ্যাত হতে পারেন। এখানে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। কোন ধরনের গোপনীয়তা?

(দ)-এর সঙ্গে (জ) সামঞ্জস্য আছে। (দ)-তে আছে কোনো ব্যক্তির আইন ধারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য। (দ) যেহেতু আছে সে কারণে আমার মনে হয় যে (জ)-টা রাখার প্রয়োজন নেই। (জ) একেবারে বাদ দেওয়া উচিত, তা না হলে (জ)-টা আরো একটু বিশ্বেষণ করা যেতে পারে। যে ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে সেটা কোন ধরনের ব্যক্তি? সব ব্যক্তি কি না। ব্যক্তির বর্ণনা নেই এবং গোপনীয়তারও বর্ণনা নেই। সুতরাং এটাকে হয় বর্ণনা করা দরকার, না হয় বাদ দেওয়া দরকার। আমার মনে হয়, এটা সাংবিধিক হচ্ছে (দ)-এর সঙ্গে।

আকবুল্লাহ আল আমিন

সহকারী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ

অন্যান্য দেশের আইনে কিছু বাধানিষেধ আছে। সেটা ধারার কথা। কারণ একটা রাষ্ট্রের অবগতা, সার্বভৌমত্ব, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এটা অবগত্য বিবেচনা করা উচিত। আজকে আবক্ষিক যে উপস্থাপনা করেছেন তাঁর সব সুপারিশের সঙ্গেই আহি সহজত পোষণ করছি। কারণ তিনি এত নিখৃতভাবে এটার বিশ্বেষণ করেছেন, তাঁর প্রস্তাবগুলো দিয়েছেন, সেখানে বিতর্ক থাকার কথা নয়।

জাহিদ হোসেন পনিকের সঙ্গে একমত পোষণ করে আহি বলি যে, উপধারাগুলোকে যদি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ—এই তিনটা ভাগে আলাদা আলাদা করার জন্য আহি প্রস্তাব রাখছি।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে নেটুশিট মানুষকে জানানোর অধিকার দেওয়া দরকার। উপধারা (জ), যেখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলা হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যা করা উচিত। আসলে কানের বিষয়ে তথ্য গোপনীয় রাখা উচিত। কেউ যদি কোনো দুর্কর্মে লিঙ্গ থাকে তার বিষয়টা ফাঁস করা উচিত কি না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন হয়তো গোপন রাখা উচিত। কিন্তু এখানেও একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।

(ত) উপধারা সম্পর্কে আমার আপত্তি। এটা সংশোধন নয়, বাদ দেওয়া প্রয়োজন। উপধারা (ত) সংবিধানের Article-7-এর সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক বিধায় এটা বাদ দেওয়া দরকার। কারণ, বাদ না দিলে দুর্বীলি উৎসাহিত হবে। তথ্য অধিকার আইন আনার একটাই লক্ষ্য, সেটা হলো—বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সুশাসিত রাষ্ট্র, কল্যাণকর রাষ্ট্র পরিপন্থ করার জন্য। এই তথ্য অধিকার আইন এসেছে। বাংলাদেশের আমলাত্ত্বকে জেতুর থেকে এবং বাইরে থেকে চাপের মধ্যে রেখে একটা জন্মাবনিহিন্মূলক আমলাত্ত্ব বা প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য তথ্য অধিকার আইন। আমার মনে হয়, এসব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ একটি সার্বিক রাষ্ট্র পরিপন্থ হবে।

জিনাত আরা আহমেদ

উপপরিচালক, বিজ্ঞানীয় তথ্য অফিস খুলনা

আমাদের ৭-ধারার প্রথম ধারাতে যেটা বলা হচ্ছে যে 'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হৃষি হইতে পারে'। এখানে একটা বিষয় যোগ করা দরকার, সেটা হলো আর্থিক বিষয়টা। কারণ আর্থিক বিষয় একটি রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর্থিক বিষয়টাকে যদি এখানে স্থূল করা হয়, তাহলে অনেকগুলো বিষয় কিন্তু এখানে ঢেকে আসতে পারে। এখানে আর্থিক বিষয়টাকে জরুরি বিষয় হিসেবেই আমি মনে করছি, যেটা স্থূল করা দরকার।

অ্যাক্টোকেট এনাহেত আলি

খুলনা

মূল প্রবন্ধের শেষের দিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে, আইনের সঙ্গে বাংলাদেশের আইনের ৭-ধারাকে খুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা বিষয় ভাববার আছে, সেটা হচ্ছে সেইসব দেশের আর্থসামাজিক, সৈতিকতা, শিক্ষা—সবকিছু যিলিয়ে সেই দেশের মানুষের যে অবস্থান, বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন যখন ব্যাখ্যা করতে যাইছি তখন আমাদের সামরিকভাবে সেই সম অবস্থানে আছি কি না। যদি না থাকি, অর্থ এবং শব্দগতভাবে আমরা যদি এই আইনকে আমরা প্রয়োগ করতে চাই, তাহলে এই একই আইনকে সংক্ষেপ প্রয়োগ করা যায়, বিপক্ষেও প্রয়োগ করা যায়। এটা নির্ভর করে এই এ দেশের মানুষের অবস্থানটা কোথায়। আমাদেরও আইনটি নিয়ে ভাবতে হবে এই অবস্থানের দিকে দৃষ্টি রেখে। আর তা যদি না ভাবি, তাহলে কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। যাকে সুফল ভাবছি তাতে কুফল অর্জনের পথ উন্মুখ হয়ে পড়বে।

এই ৭-ধারাতে অনেকগুলো বিষয় না দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কী জন্য তা—আইনের যে ধারা, যে ধারাগুলো নিয়ে যথেষ্ট বিভক্তির সুযোগ থাকতে পারে, সেই ধরনের ধারাগুলোর শেষে যদি ১, ২, ৩, ৪ করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়, যা দেখলে যে-কেউ বুঝতে পারে—ও আছা, এই জিনিসটা এই—তখন সেটা বোধার জন্য সহজ হয়। যেমন, বলা হয়েছে যে কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হৃষি হইতে পারে এইরূপ তথ্য। এটাতে অনেক আলোচনা করা যাবে। কিন্তু একই হলো এখানে এমন কোনো দিকনির্দেশনা নেই যে এটা এমন হতে পারে। যেহেতু এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, জনগণ ক্ষমতার উৎস, জনগণ ক্ষমতার মালিক। যদি এটা সাংবিধানিকভাবে আমরা স্বীকার করি, তাহলে জনগণের সবকিছু জনবাব অধিকার থাকা দরকার।

শামীমা সুলতানা শিল্প

প্রধান নির্বাহী, মানব সেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাস), খুলনা

৭-ধারার উপর বিশ্বেষণাত্মক অনেক কিছুই এখানে এসেছে। আর এখানে যেইসব রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে এর সব কটিই উন্নত রাষ্ট্র। আমরা উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্র হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির দিকে যেতে চাইছি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি, এই আইন সাধারণ মানুষের কাছে কীভাবে পৌছাবে, আমজনতার কাছে কীভাবে জনস্থিতা আনতে পারবে, আইনের প্রয়োগ কীভাবে হবে। এই বিষয়গুলো আরো স্পেসিফিক-ভাবে এটাকে আরো বিশ্বেষণ করে, আরো সুলভভাবে, খুবই সাধারণ ভাষায় করতে হবে, আমরা হেন সহজভাবে সম্ভব বিষয় বুঝতে পারি এবং প্রয়োগ করতে পারি।

শৌরাজ নন্দী

বুরো চিকিৎসক, কালের কর্তা, খুলনা

ধারা (৩) ও (৪) এবং ৭-ধারার (চ)। (চ)-এ বলা হচ্ছে যে 'অচলিত আইনের প্রয়োগ বাধ্যাত্ম হইতে পারে'। এখানে প্রকারাঙ্গে ওই অচলিত আইনগুলোর প্রাধান্য স্বীকার করে দেওয়া হয়। যদি আপনি এই আইনটির প্রাধান্য বজায় রাখতে চান, তাহলে এটা অকার্যকর

করা বা সাংবর্ধিক যে অবস্থা আছে তা দূর হওয়া উচিত। অনেক দেশেই আছে, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে সব তথ্য Disclose করে দেওয়া হয়। মানে ২৫ বা ৩০ বছর পরে। তখ্য অধিকার আইনে এমন একটি ধারা থাকা উচিত, যেন আমাদের সব বিষয় ২০ বা ৩০ বছর পরে প্রকাশ করতে হবে।

কামরূপ হাসান

উপজেলা নির্বাচী অফিসার, দীঘণিয়া, খুলনা

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষায় প্রদত্ত নথি—এ বিষয়ক একটি বিধিমালা রয়েছে। আবার এটিকে কেন এখানে আনা হলো তা আমার বোধগম্য নয়।

৭-ধারায় বলা আছে ‘নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না’। তাহলে কেউ হয়তো তথ্য দেবে কেউ দেবে না। এটা সুনির্দিষ্ট ধারা উচিত। এ ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

আর একেবারে শেষে যে কথাটি বলা আছে যে, এই ধারার অধীনে তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্ণানুমোদন এবং করিতে হইবে। এখানে তো একবার বলা হয়েছে দেওয়া যাইবে না। আবার বলছে কমিশনকে এটার জন্য লিখতে হবে।

বিশেষ অতিথির বঙ্গব্য

মোঃ মাহবুব হাকিম

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ

ধারা ৭-এর (ঠ) উপধারায় বলা হয়েছে তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্তকাজে বিষ্ণু ঘটাতে পারে এক্ষেত্রে তথ্য। এই ধারাটি শুধুই স্পষ্ট। কিন্তু মূল প্রবক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে ‘উল্লিখিত তদন্ত কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত এবং দেশের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয়’ মর্দে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে। এখানে একটু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুলিশ যে তদন্তকাজ করে সেটাই কিন্তু আমার কাছে তদন্ত। পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ তদন্তকাজ করলে সেটা কিন্তু তদন্ত নয়, এই আইন অনুযায়ী। কাজেই এখানে Differentiate করার প্রয়োজন আছে। কৃষি বিভাগ ধানের রোগ নিয়ে যে তদন্ত করে, সেটাও তদন্ত আবার কলেরার প্রাদুর্ভাব নিয়ে যে তদন্ত হয় সেটাও তদন্ত। তদন্ত শব্দটার যথেষ্ট ব্যবহারের কারণে একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। তাই তদন্ত শব্দটাকে specific করা উচিত।

আমি পুলিশ। আমি যে তদন্ত করব সেটা আমার কাছে তদন্ত। যদি একটা মামলার তদন্ত হয়, তদন্ত করে আমি কারো কারো বিকল্পে চার্জশিপ দিয়ে দিলাম। তাহলে আইন অনুযায়ী একজন সাংবাদিক এসে আমার কাছে চাইল আর আমি বলে দিলাম কাদের বিকল্পে চার্জশিপ হচ্ছে। সেটা কিন্তু আইনের পরিপন্থ হতে পারে। কিন্তু স্পষ্ট না করে যদি সংশোধন করা হয়, তাহলে কেউ কেউ, কোনো কোনো বিভাগ এ ব্যাপারে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। এজন্য এটাকে স্পষ্ট করা উচিত বলেই আমি মত প্রকাশ করছি।

ধারা ৭-এর (চ)-তে বলা হয়েছে ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধ্যতামূলক হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে’। এটা ধারকতে পারে, তবে যে অস্পষ্টতা আছে তা দূর করতে হবে।

একজন উপধারা (এ) পরিবর্তনের কথা বলেছেন। (এ)-তে বলেছে, ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য’। আমার মতে, এটা ধারকতে পারে। সোর্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

মোঃ ফরহাদ হোসেন

সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার আইনের মূল কথা হচ্ছে জনগণের তথ্য সাক্ষের অধিকার থাকলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য থাকবে। এটাই কিন্তু আসলে তথ্য অধিকার আইন। বাকি সবকিছুই হচ্ছে জনগণের এই অধিকার এবং কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য। তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় বলা আছে যে, ২০ ধরনের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এখানে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কাজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যগুলো প্রকাশ করেও ফেলতে পারে আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ। মূলত তথ্য প্রদান করার কথা কর্তৃপক্ষে। কর্তৃপক্ষের পক্ষে তথ্য দেন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। এই যে তথ্য অধিকার আইনে ৭-ধারায় ২০টি ক্ষেত্র আছে, আমি অনে করি যে, অনেক চিন্তাভাবনা করে এই উপধারাগুলো সংযোজন করা হয়েছে যে এই তথ্যগুলো দেওয়া বাধ্যতামূলক না।

আমাদের সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৬ অনুচ্ছেদ পুরোটাই আমাদের মৌলিক অধিকার। এখানে যতগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে এগুলো আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। এখন সংবিধানের উপর তো আমাদের দেশে কোনো আইন নেই। এই সংবিধানের প্রত্যেকটি মৌলিক অধিকারের শেষে লেখা আছে যে, যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে এই মৌলিক অধিকারটি ভোগ করবে। সংবিধানের মধ্যেও যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ দিয়েছে। এই যুক্তিসংগত বিধিনিষেধটি কে আরোপ করবে? অবশ্যই রাষ্ট্র আরোপ করবে। এই যুক্তিসংগত বিধিনিষেধটি যদি আমরা প্রত্যেকে ব্যাখ্যা করতে যাই, তাহলে দেখা যাবে যে সংবিধানকে কার্যকর করা যাচ্ছে না।

তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার যে ২০টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যে প্রদান বাধ্যতামূলক না, আমার মনে হয় যে এগুলো যুক্তিসংগতভাবে সংযোজন করা হয়েছে। এগুলো এই মূহূর্তে সংশোধনের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। একটিমাত্র ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে সবচেয়ে শেষের উপধারাটি (ন), এখানে মন্ত্রিপরিষিদ বা উপদেষ্টা পরিষদ-সংক্রান্ত। সেখানে সবশেষ যে অতিরিক্ত শর্তটি রয়েছে, ‘আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন...’ এই ‘ধারা’ শব্দটি তখন তুল হয়েছে। এখানে ‘ধারা’ নর ‘উপধারা’ হবে। আর কোনো কিছুরই পরিবর্তন করার প্রয়োজন এই মূহূর্তে নেই।

আমি আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই যে, কোনো আইনে সবকিছু পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে দেওয়া কোনোভাবেই সত্ত্ব না। পৃথিবীতে এমন কোনো আইন নেই যে সবকিছু সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। এজনই আইনের আরেকটি ধারা আছে, যেখানে বিধি তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া আছে, যেখানে প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া আছে। আমাদের ক্ষেত্রে ধারা ৭-এ বিধিনিষেধগুলো আছে, এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে অপব্যাখ্যা করি, অপপ্রয়োগ করি, সেগুলো থাকে না করা হয়, সেজন্য আইনের পরিবর্তন না করে, বিধি ধারা বা প্রবিধান ধারা এটিকে আমরা বিজ্ঞাপিত করতে পারি। সেটিই মনে হয় আমাদের করা উচিত হবে। এখন এই মূহূর্তে আইনের ধারাগুলো পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই।

মোঃ আব্দুল জলিল

বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশ

আমরা আজকে কথা বলছি তথ্য অধিকারের একটি সুনির্দিষ্ট ধারা সম্পর্কে। মূল প্রবক্ষটি একটি চহৎকার উপস্থাপন। বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত চিন্তাভাবনা করেই এই পেপারটা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি ধারাকে তুলে ধরেছে। এই পেপার এই মূহূর্তে কমিশন এহণ এহণ করবে, এয়নটা নয়। এই আইনটাকে যদি সংশোধন করতে হয়, তাহলে সবার হতাহত নিয়ে সংশোধনটা করতে হবে।

আমাদের তথ্য অধিকার আইন পৃথিবীর অন্যতম উন্নত আইনের একটা। এত সহজে ধারা ৭-কে এই আইনের দুর্বল দিক বলছি। আমার মনে হয়, এটা এই আইনের সবচেয়ে সবলতম দিক।

এই আইন বাস্তবায়নের যে দুর্বলতা আছে সেটা হলো কোন তথ্য কীভাবে প্রচার করবে। ৬-ধারায় এই কথাটা মূলত বলা আছে। ‘সকল সরকারি-বেসরকারি দণ্ডের Standard Operating Procedure—SOP থাকতে হবে।’ আমি একবার আলোচনার টেবিলে বলেছিলাম। আপনি কর্মকর্তাদের শাস্তি দেবেন না। এটা চৰম অন্যায় হবে। কারণ আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে শাস্তি দেবেন, কিন্তু তাঁর অফিসে কোন তথ্যটি কীভাবে প্রদান করা হবে তার কোনো নীতিমালা নেই। তাঁর কর্তৃপক্ষই তাঁর SOP তৈরি করে দেয়ানি। সব অফিসে SOP-টা তৈরি হবে। আরো করতে হবে Information Delivery Facts। কোনো সংশোধনের দরকার নেই। SOP আর Facts, এটা প্রশংসন সম্পন্ন হওয়ার পরে যদি এটার প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়, তাহলে বোঝা যাবে, কত উন্নত একটা আইন আমরা প্রণয়ন করেছি। প্রত্যেক অফিসে কর্তৃপক্ষ ৬-ধারা অনুযায়ী তাঁর তথ্য অবমুক্তকরণ বা Standard Operating procedure প্রয়োগ করবার পরে তথ্য কমিশন এই আইনের প্রয়োগ ঘটাতে পারবে।

মোহাম্মদ ফারুক

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এখন বিহুটা আমরা সুচি ভাগে ভাগ করব। একটা হলো ধারা ৭ এবং অন্যটা এর বাইরে অন্যান্য ধারা এবং অন্যান্য আলোচনা। এ বিষয়ে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলবার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে সবাই বোটায়ুটি জেনে ফেলেছেন। এখন এটার সূক্ষ্ম পেতে হলে এটাকে ব্যোগ করতে হবে। আইনটা খুবই ভালো এবং এই আইনটি জনগণের শক্তি। এই শক্তিটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং কাজে লাগিয়ে জনগণ তার নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে। এটা শুধু মুখে বললে হবে না, আইনটা জানতে হবে, এর ব্যবহারটা সঠিকভাবে করতে হবে।

তথ্য কমিশন গঠন হয়েছে দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। আইনের ধারা পরিবর্তনের এই কাজটি তথ্য কমিশনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ। আইনটি মানুষের মঙ্গলের জন্য। তাই মানুষের মঙ্গলের স্বার্থেই আইনটির পরিবর্তন করতে হবে। আজকের গোলটৈবিল থেকে অনেক আলোচনা ও সুপারিশ এসেছে। আরো পোচাটি বিভাগে এরকম আলোচনা হবে। সকল আলোচনা থেকে যা উঠে আসবে তার একটা প্রতিবেদন এমআরডিআই তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবে এবং তথ্য কমিশন অন্যান্য দেশের আইন, মানবাধিকার ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে সেটাকে সংশোধন করবে। তারপর আমরা এটা সরকারের কাছে পাঠাব।

সুপারিশসমূহ

- ক, খ ও গ ঠিক রাখা যেতে পারে।
- চ-তে বলা হচ্ছে যে, 'প্রাচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইসপ তথ্য' প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। এইখনে ধারা ৪টা ক্ষুণ্ণ হবে কি না তা ভেবে দেখতে হবে। আমার মনে হয় না যে এই 'চ'টা এখানে রাখা উচিত। ধারা ৪-কে যদি প্রধান্য দিতে হয়, তাহলে এই উপধারাটি এখানে রাখা ঠিক হবে বলে মনে করি না।
- ঝ-তে বলা হচ্ছে 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পোশনে প্রদত্ত কোন তথ্য' দেওয়া যাবে না। এই তথ্য কিন্তু দেওয়া যাবে না।
- 'ত'-তে 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃ বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য দেওয়া যাবে না'—এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমি মনে করি, এই উপধারাটি বাদ দেওয়ার দরকার নেই। এটা যা আছে তা ধাকলেও কোনো অসুবিধা নেই।
- উপধারা (ন)-এর শর্তে বলা হয়েছে যে, 'তবে শর্ত থাকে যে, মঞ্চপত্রিদ বা, ক্ষেত্রমত, উপনেষ্ঠা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে।' এই 'করা যাইবে'র জায়গায় 'করবে' এই শব্দটি ব্যবহার করলে এইটা কার্যকর হয়। 'করা যাইবে' বললে সে করতেও পারে, নাও করতে পারে। কিন্তু এখানে যদি mandatory করে দিই, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।
- মূল প্রবক্ষে সাধারণিক বাধানিষেধ হিসেবে অনশ্বালা বা অপরাধ সংঘটনে প্রয়োচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপধারা (চ), (ঝ) উপধারার প্রথম অংশ, (বা), (ঝ) ও (ড) উপধারাগুলো একত্রে সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে বলা হয়েছে। আমি বিহুত পোষণ করেছি এ কারণে এটা আলাদা ধাকলেই ভালো হয়। এটা একত্রিত করে পড়লে একটু clumsy হয়ে যায়।
- সাধারণিক বাধানিষেধ হিসেবে অনশ্বালা ও আদালত অবহানলা-সংক্রান্ত (ঝ) উপধারার বিত্তীয় অংশ এবং (ট) উপধারা একত্রিত করতে বলা হয়েছে। দুটো এক জিনিস না। একত্রিত করলে এটাও clumsy হয়ে যাবে। তাই দুটোকে আলাদা রাখা সমীচীন।



- উপধারা (জ) এবং (ন) দুটোকে একত্তিত করার কথা বলা হয়েছে, এখানেও আমি মনে করছি, দুটো এক নয়। দুটোকে আলাদা করে রাখা সমীচীন।
- Public procurement ইস্যুতে Public procurement আইনে যেভাবে আছে, সে আইনে সঙ্গে সাংবিধিক যাতে না হয়, সেজন্য Public procurement ব্যাপারে তথ্য খোলা থাকতে হবে।
- ধারা ৭-এর ২০টি উপধারা রয়েছে। উপধারাগুলোকে যদি বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ—এই তিনটা broad head-এ ভাগ করে দেখা হয়, তাহলে সহজ হবে।
- মূল theame তিন-চারটার বেশি না। একই জিনিস মূরে মূরে এসেছে। কিন্তু ভাষাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে মূল বিষয়গুলোকে তুলে আনলে ভালো হবে।
- উপধারা (জ) এবং (ন)-কে একত্তিত করতে বলা হয়েছে। এখানেও বিস্তারিত ধারণে সুবিধা পাওয়া যাবে। একত্তিত করার কোনো প্রয়োজন নেই।
- (খ), (ঘ) ও (ঞ) উপধারা বহাল থাকা সমীচীন।

- উপধারা (খ)-এর সংশোধনী আমার প্রস্তাবে একমত। যদি এটির সংশোধনী আমা হয়, তাহলে এই আইনটা আরো পূর্ণতা লাভ করবে।
- ধারা ৭-এ আইন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সহয়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে—এইরপ তথ্য প্রকাশ না-করা সংক্রান্ত উপধারা (চ) বাদ দেওয়া উচিত।
 - উপধারা (ত) বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকারের সম্মতি বা প্রতিষ্ঠান শুধু করেই করে না, বিক্রয় ও করে। ওই জায়গাটা এভাবে সংশোধন করা যেতে পারে—'কোন ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য'।
 - অতিয়িক শতটি শত (ন) অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিবেচনায় সংশোধন করা প্রয়োজন।
 - Public interest সব সময় supersede করবে protected interest-কে। সরকারের লক্ষ্য থাকবে public interest-এর প্রয়োজনীয়তাই বলে দেবে যে তথ্য প্রকাশ করবে কি করবে না।
 - ধারা ৭-এ (ত) উপধারা বাদ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। যেহেতু এটা আমাদের সংবিধানেও নেই বা অন্য কোনো দেশেও নেই।

- (দ)-এর সঙ্গে (জ) সামঞ্জস্য আছে। (দ) যেহেতু আছে সে কারণে (জ)-টা রাখার প্রয়োজন নেই। (জ) একেবারে বাদ দেওয়া উচিত, তা না হলে (জ)-টা আরো একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।
- উপধারা (জ) হেখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলা হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যা করা উচিত। কানের বিষয়ে তথ্য গোপন রাখা উচিত। কেউ যদি কোনো দুর্ভুল শিখ থাকে তার বিষয়টা ফাঁস করা উচিত কি না। এখানে একটা ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।
- (ত) উপধারা সংশোধন নয়, বাদ দেওয়া প্রয়োজন।
- এই ৭-ধারাতে উপধারাঙ্গলোর শেষে যদি ১, ২, ৩, ৪ করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়, তখন সেটা বোকার জন্য সহজ হয়।
- উপধারা (চ)—‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাপ্রস্ত হইতে পারে’, তারপরে বলা হচ্ছে ‘বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য’। দ্বিতীয় অংশটায় আমি একমত, কিন্তু প্রথম অংশে বলা হয়েছে ‘প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাপ্রস্ত হবে’ এটা বাদ দিতে হবে।
- এই বিষয়গুলো আরো স্পেসিফিক ভাবে, আরো বিশ্লেষণ করে, আরো সুন্দরভাবে, খুবই সাধারণ ভাষায় করতে হবে আমরা যেন সহজভাবে বিষয়গুলো বুঝতে পারি এবং প্রয়োগ করতে পারি।
- (চ)-এ বলা হচ্ছে যে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাপ্রস্ত হইতে পারে। এখানে প্রকারান্তরে ওই প্রচলিত আইনগুলোর প্রাথম্য স্থাকার করে দেওয়া হয়। এই আইনটির প্রাথম্য বজায় রাখতে এটা অকার্যকর করা বা সাংবর্ধিক যে অবস্থা আছে তা দূর হওয়া উচিত।
- অনেক দেশেই আছে, একটি নিয়ন্ত্রিত সময় পরে সব তথ্য Disclose করে দেওয়া হয়। মানে ২৫ বা ৩০ বছর পরে। তথ্য অধিকার আইনে এমন একটি ধারা থাকা উচিত, যেন আমাদের সব বিষয়ে ২০ বা ৩০ বছর পরে প্রকাশ করতে হবে।
- ধারা ৭-এর (ঠ) উপধারায় বলা হয়েছে, ‘তদস্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিলু ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য’। ধারাটা খুবই স্পষ্ট। এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মূল প্রবক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে ধারা ৭-এর উপধারা (ঠ)-তে উল্লেখিত তদন্ত কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তদন্ত সমাপ্তির পর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক নয় যর্মে (ঠ) উপধারা সংশোধন করা যেতে পারে। এখানে একটু অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে। স্পষ্ট না করে যদি সংশোধন করা হয়, তাহলে কেউ কেউ, কোনো কোনো বিভাগ এ ব্যাপারে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। এজন্য এটাকে স্পষ্ট করা উচিত।
- ধারা ৭-এর (চ)-তে বলেছে ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাপ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে’। এটা ধাকতে পারে, তবে যে অস্পষ্টতা আছে তা দূর করতে হবে।
- উপধারা (ঝ)-তে বলেছে যে, ‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন বাকি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য’। এটা বহাল থাকতে পারে। কারণ সোর্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- সবশেষ যে অতিরিক্ত শর্তটি রয়েছে, ‘আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন...’ এই ‘ধারা’ শর্তটি শুধু ভুল রয়েছে। এখানে ‘ধারা’ নয় ‘উপধারা’ হবে। আর কোনো কিছুরই পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন এই মুহূর্তে নেই।
- মূল প্রবক্ষে ধারা ৭-এর (চ) এবং (ত) এ দুটি বাদ দিতে বলা হয়েছে। আমি মনে করি, এটি বাদ দেওয়ার মতো এখনো পর্যাপ্ত আসেনি। কারণ হচ্ছে, আইনের সেকশন-৩-এ বলা হয়েছে, ‘প্রচলিত অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদানসংক্রান্ত কোন কিছু এই আইনের ঘারা স্ফুল হইবে না’। আমাদের Public procurement act-এ কিন্তু বলা আছে কোন পর্যাপ্তে কোন তথ্য প্রকাশ করতে হবে। যেহেতু ধারা ৩-এ বলাই আছে, ‘প্রচলিত তথ্য প্রদানসংক্রান্ত প্রচলিত কোন আইনই এই আইনের ঘারা স্ফুল হইবে না’। তাতে তথ্য অধিকার আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন procurement-এর ঐ তথ্যটি প্রকাশ করার কোনো বাধা নেই। ধারা-৩ আমাকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছে।
- ধারা ৭-এ বিধিনিষেধগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা যে অপব্যাখ্যা করি, অপপ্রয়োগ করি, সেগুলো যাতে না করা হয়, সেজন্য আইনের পরিবর্তন না করে, বিধি ঘারা বা প্রবিধান ঘারা এটিকে আমরা বিস্তারিত করতে পারি।
- কোন তথ্যটি কীভাবে প্রদান করা হবে তার কোনো নীতিমালা নেই। তাই সব সরকারি-বেসরকারি দণ্ডে Standard Operating Procedure—SOP থাকতে হবে।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ

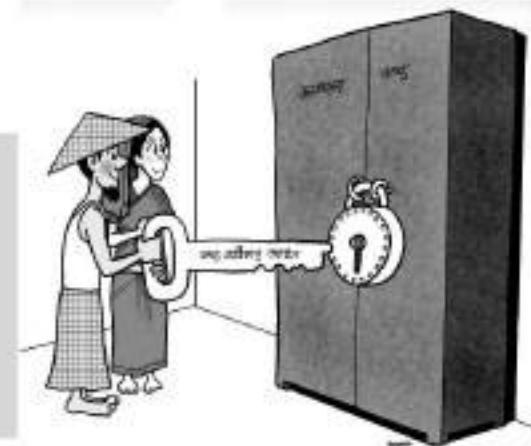
ধারা ৭ বিষয়ে তুল ধারণা ও সৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ আইনের মূল উক্তেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা।
- ধারা অপব্যবহার করে তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা।
- আইনটি জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- অস্পষ্ট বচন্য প্রত্যাহার, যেমন—‘তথ্য প্রদান করা যাইবে’-এর পরিবর্তে ‘তথ্য প্রদান করিতে হইবে’ সংযোজন।
- তথ্য কর্মশনের অনুমতি ছাড়া কোনো তথ্য প্রদানে বিরত থাকা যাবে না।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম এহেণ
- বিধি প্রণয়ন করে ধারার অস্পষ্টতা দূর করা।
- তথ্যলক্ষ্য সম্পর্কে দাখিলিক প্রজ্ঞাপন জারি।
- প্রতিটি দণ্ড, অধিদণ্ড, সংস্থার প্রধান বা সদর দণ্ডের কর্মকর্তাদেরকে তরুত সহকারে শরিয়েন্টেশন করা। দণ্ডরগুলোর কোন কোন তথ্য ৭-ধারায় পড়তে পারে বা পড়বে তা অবহিত করার ব্যবস্থা নেওয়া।
- আদালত অবমাননা ও তদন্তাধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তদন্ত সময়সীমা, নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা কানের জন্য, এটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।
- কোনো ব্যক্তি আইন ধারা সংরক্ষিত গোপনীয়তা তথ্য বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।
- ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন।
- তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক হারে ক্যাম্পেইন।
- সরকারি/বেসরকারি দণ্ড-প্রধানদের সচেতন করা।
- প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কাজের ধারা অনুযায়ী জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং সেবা জনগণের জ্ঞাতার্থে তৃণমূল পর্যবেক্ষণের জন্য দণ্ডরগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা এবং সম্মেহ সৃষ্টি হলে যথাযথ অথবা প্রয়োজনীয় নির্দেশনার মাধ্যমে সমাধান করা।
- আইন সহজ ভাষায় জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করা এবং আইনের প্রয়োগের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- রাজনৈতিক দলকে এ কাজে অবশ্যই হৃক্ষ করা দরকার।
- Clarify the designated and appellate authority.
- Give all the information i.e. not barred in RTI act. Train and make designated officer to provide information without any delay.
- Change the mindset of the official by—
 - Increasing awareness.
 - Service delivery attitude.
 - Treat people as client some as toy authority.

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা



১৯ মার্চ ২০১৪
বিডিএস ক্লাব মিলনায়তন, বরিশাল

প্রধান অতিথি : অধ্যাপক ড. সাদেকা হাতিম
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : মোঃ গাউস
বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল

সঞ্চালক : হাসিনুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই



বহিমা সুলতানা কাজল নির্ধারিত পরিচালক, আভাস

আজকের মূল প্রবন্ধটি অভ্যন্তর চমৎকার এবং আইন সম্পর্কে ধারণা নেই তারাও ধারণা পেয়ে যাবেন। আমরা যে ৭-ধারা নিয়ে কথা বলছি সেই ৭-ধারা এই প্রবন্ধের ভেতরে কোন-কোনটা বাঞ্ছিল করা উচিত, কোনটা ধারা উচিত এবং কোনটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিত সবকিছুই সূলরভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। তথ্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আইনে আছে—‘তবে শর্ত ধাকে যে নাগরিক নেটশোট বা নেটশোটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না’। এই জায়গাটায় আমাদের বিমত আছে। আমরা যেহেতু মাঝ পর্যায়ে কাজ করি, এটা তথ্যের অন্তর্ভুক্ত না ধারার জন্য অনেক জায়গায় তাদের নেট চালাচালির পরিপ্রেক্ষিতে ডিসিশন হয়ে যায়, পরে তারা বলে এটা নেটের মাধ্যমে আসছে। নেটটা দেখতে চাওয়া হলে তারা বলে দেখানো যাবে না। একজনের লেখার জন্য সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে। সেখানে যদি এটা ও তথ্যের সংজ্ঞার মধ্যে থাকত, তাহলে তারা লেখার সময় চিন্তা করে লিখত। সেজন্য আমি মনে করি যে, এই তথ্যের সংজ্ঞার ভেতরে এটাকে নেওয়া উচিত।

৭-ধারায় এই যে অনেকগুলো উপধারা আছে, এত বেশি উপধারা! সে ক্ষেত্রে যানুষ কিন্তু বিরক্ত হয়ে যায়। ৭-এর যে অনেকগুলো উপধারা আছে যেগুলোকে এক করা যায়। এই ধারা পড়তে পিয়ে দেখেছি, কিছু কিছু জায়গায় ফাঁকফোকর রাখে গিয়েছে। সেই ধারাগুলোর বিশ্লেষণ ধারা দরকার। যেমন (ঘ) উপধারায় যে বিষয়টা আছে, সেটা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার যে কী কী বৃক্ষবৃক্ষিক বিষয় এখানে থাকবে। আরো করেকটা জায়গার ব্যাখ্যা দরকার। যেমন, আয়কর, ভ্যাটের যে বিষয়টা, (ঝ-অ)। ব্যাখ্যা ধারালৈ এই জায়গাগুলো স্পষ্ট হবে। ব্যাখ্যা না থাকার ফলে আসলে যানের কাছে আমরা তথ্য চাই, তারা এই সুবিধাটা ভোগ করে।

আরেকটা জায়গায় যেমন বলা আছে যে, বাঞ্ছির নিরাপত্তার ব্যাপারে। সেখানে একজন আলোচনা করছিলেন যে, পরীক্ষার খাতা কে দেখেছে তার নাম বলা যাবে না। নামটা না দেওয়ার কথাই আইনে বলা আছে। কিন্তু আইনে যদি ধাকত যে নাম দিতে পারবে, তাহলে সে বাতাটা দেখার সময় নিজে দেখবে এবং ভালোভাবে দেখবে। নাম জানার যদি অধিকার থাকে, তাহলে তার ভেতরে একটা ভয় থাকবে। সেই হিসেবে সে সঠিকভাবে কাজটা করবে।

তারপর উপধারা (ন)-এর একেবারে শেষে দেখবেন, বলা আছে—‘আরো শর্ত ধাকে যে এই ধারার অধীনে...’। এখানে ধারা বললে কিন্তু পুরো ধারাটাকে বলা হয়। এখানে আসলে উপধারা কথাটা বলা থাকতে হবে। কারণ এখানে উপধারাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য বলা হয়েছে।

আমরা মনে করি যে, কিছু কিছু clause আছে একেবারেই সঠিকভাবে আছে, আর কিছু জায়গা আছে পরিবর্তন করা দরকার। আর কিছু জায়গা আছে দুইটা-তিনটা উপধারা মিলিয়ে একটা উপধারা করলেই যথেষ্ট।

আমিনুল রসূল সদস্যসচিব, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট

আইনের ধারা ৭-এর সীমাবদ্ধতা আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপব্যবহারের উদাহরণ তৈরি হয়েছে। ধারা ৭-এর একগুলো উপধারা (ক-ন) যে রয়েছে, এটার আলো কেনেন প্রয়োজন আছে কি না এবং এটাকে সংযোগ আকারে প্রকাশ করলে— মানুষের সহজে বোঝার যে উপলক্ষ সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা এখানে ধারা উচিত। এই তালিকা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। এ কারণেই তথ্য চেয়ে আবেদনকে উপেক্ষা করার নানা রকম উদাহরণ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা আজকের কাছে তেলেছি। যদিও ৯-ধারাতে আর্থিক প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ৭ ধারার কথা বলে পুরোটা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কিন্তু contradiction-টা রয়েই গেছে।

আমরা যদি আন্তর্জাতিক আইনকে সুস্পষ্টভাবে বলি, তাহলে শুধু যে কোনো ধরনের শর্তের মাঝাঝক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, কেবল সেসব খাতে তথ্য প্রদানে অপারগতা দেওয়া হয়েছে। যেটা ‘জনস্বার্থহানি হতে পারে’ বিষয়টাই শুধু অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাকি বিষয়টা একটু ছাড় দেওয়ার দরকার। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনে ক্ষতির মাঝার ধারাৰাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ উপধারা (ক)—‘সার্বভৌমত্বের প্রতি হমকি, ধারা ৭-এর (ঘ) — বৃক্ষবৃক্ষিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, উপরে উপধারা (জ)-তে বলা আছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ (ঠ)-তে বলা আছে ‘তদস্বাধীন কোন বিষয়’ সম্পর্কে। এইক্ষণ বিভিন্ন ক্ষতির কথা উল্লেখ করা



ফলে মানুষকে তথ্য না দেওয়ার নাম ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। মূল প্রবক্ষে তিনি-চারটা কেস তুলে ধরা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আরো নতুন নতুন কেস যদি আমরা নিয়ে আসি, তাহলে দেখব, এই কথাগুলো বলা হয়েছে এবং একই সঙ্গে Intellectual Property Right acts-এর কথা বলে মানুষকে তথ্য না দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। আমি বলতে চাই, এই জারগাগুলো রহিত করা উচিত।

তব্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির কারণে আমাদের Procurement-এর যে সিস্টেম, সেটা এই গোপনীয়তার বিষয়টা ধাক্কা প্রয়োজন নেই। যেটা পারিলিকের ইন্টারেস্ট এবং পারিলিকের বিষয়, সেটা অকাশ হতে পারে।

আমি পুরো প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হয়ে দু-চারটা আমার নিজস্ব প্রস্তাব দিতে চাই। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রাপ্ত্য উচিত। তথ্য প্রাপ্ত্যার ব্যাপারে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেলে এটা দেবে কি দেবে না তা নির্ধারণ করা খুব সহজ। দুই নথর হেটা বলতে চাই, অব্যাহতির ক্ষতির মাঝার একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে এবং মানদণ্ডকে ঠিক করার মাধ্যমেই বিশেষ প্রার্থে মারাত্মক ক্ষতির বিষয়টি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে জনস্বার্থটাই মুখ্য বলে আমি মনে করি। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যে বিশেষ অপারেটার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমাদের জনস্বার্থের বিষয়টার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

(চ) ধারায় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন ও নিরীক্ষা প্রতিমাকে আইনের তথ্য প্রকাশের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার কথা বলা হয়েছে, যা জনস্বার্থবিবোধী। এটাকে প্রত্যাহার করা উচিত। আর দায়মূক্তির ধারাগুলোকে পুনরায় বিবেচনা করা উচিত। এবং নিচিত হওয়া উচিত যে সেগুলো তথ্য আইনগতভাবে বৈধ গোপনীয়তার বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মানবেন্দ্র বটব্যাল

আইনজীবী, জাজকোর্ট বরিশাল

একটি আইন পূর্ণতা পেতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। একটি আইন ধারাকেই শুধু সেটি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আছে, তার পরিবর্তন, পরিবর্ধন সংযোজন, বিবোজন করার সুযোগ থাকে।

সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় Official Secrecy Act। তথ্য অধিকার আইন শেখানো এখনো পর্যন্ত হয়নি। তাদের কাছ থেকে কীভাবে এই আইনের প্রয়োগ পাব? মাইক সেটআপ বাস্তানোর দরকার আছে। জিএস এবং এনজিএস উভয়েই কিন্ত এই আইনের দ্বারা উপকৃত হতে পারে, আবার জনগণও উপকৃত হতে পারে, সবাই।

আরেকটি বিষয় আছে। আইনটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে। এখন এই আইনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা তথ্য কমিশন পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়ে গেছে। আমাদের দুর্বল্য যে এখনো পর্যন্ত এটি নিয়ে যদি আমরা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারিনি। যদি যেতে পারতাহলে কিন্তু অনেক রকমের ব্যাখ্যা সেখানে আমরা পেতাম। কোনো সিদ্ধান্তের বিলক্ষে যে রিট হবে সেই রিট কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি। এই আইনের আগতার আদালতে যাওয়া যাবে না। যেতে হবে সংবিধানের আগতার। সংবিধানের আগতার যদি কেউ সুবিধ কোর্টে রিট করেন, তাহলে কিন্তু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। সেখানে স্বত্ত্বাদিত হয়ে আমাদের এনজিওর হাঁরা আছেন তাঁরা যদি এই উদ্যোগটি নেন, তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাখ্যা এসে যাবে।

এখন এই বাক্তব্যকাশ আর ভাবগ্রহণকাশের স্থায়ীনতা, সংবাদপত্রের স্থায়ীনতা—আমরা সেখানেও বলি with some limitations. There must be some limitations. আমি সবকিছু বলতেও পারব না আবার সবকিছু জানতেও পারব না। এগুলো হয়তো বা ঠিক। বাংলাদেশ সেলাবাহিনীতে কয়টি প্রেমেড আছে, কয়টি ট্যাঙ্ক আছে, এগুলো যদি সেলাবাহিনী প্রকাশে বলে তাহলে জানব, কিন্তু এ ছাড়া আমার আসলে জানার অধিকার নেই।

কিন্তু ৭-ধারার ভেতর কিছু কিছু বিষয়কে অক্তর্কৃত করা হয়েছে। যেমন, (৭-ই)—ব্যাকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকিসহস্ত্র কোনো আগাম তথ্য না দিলেও পারবে। বলেন, এই তথ্য দিলে রাত্রে কী ক্ষতি হবে? এখানেই আছে গোপনীয়তার সংস্কৃতি। ব্যাকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি-সংজ্ঞেষ্ট কোনো আগাম তথ্য আমি পাব না। কেন পাব না? এই বিষয়ে আমাদের একটু দেখা উচিত।

রাস্তার পর্যায়ে দুর্নীতির সর্বোচ্চ খাতটি হচ্ছে Public Procurement। এই Public Procurement নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন মত রয়েছে। এখন Public Procurement-এ আমাদের সমস্যাটা কী? আর্মস যদি কিনি, তাহলে গোপনীয় হতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া কোনো ক্ষয় কার্যক্রম সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার আগে একেবারে কিছুই দেওয়া যাবে না। দুর্নীতিটা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর, তারপরে আমরা জানতে পারব তার আগে নয়।

জাতীয় সংসদের ‘বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে’ এইরূপ তথ্য। This is a 100% vague term. যানহানি তো একেক জনের কাছে এক এক রকম। এটির ব্যাখ্যা নরকার আছে।

তারপরে আছে, ‘মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উভয়প বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংজ্ঞেষ্ট কোন তথ্য : তবে শর্ত থাকে যে মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহু প্রকাশ করা যাইবে।’ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার আগে যদি জনগণ জানতে না পারে কী হচ্ছে, গৃহীত হওয়ার পরে জেনে কী লাভ? কোনো লাভ আছে? কোনো লাভ নেই। কারণ কাজটি তো শেষ।

আরেকটি হচ্ছে, ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হ্রাস হইতে পারে এইরূপ তথ্য’। অবশ্যই আমি এতে একমত।

তথ্য কমিশনে যাওয়ার কথা আপিল সেখানে চাচ্ছে অনুমতি। বিষয়টাই তো উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।

শামীমা ফেরদৌস

উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তা, ঝালকাটি সদর, ঝালকাটি

আমি মনে করি, আমাদের সবার আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো Positive attitude। আমাদের যে-কোনো আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে উক্তপূর্ণ। আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের attitude-টা Positive হতে হবে। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের কাজই হলো জনগণের সেবা দেওয়া। আমরা যখন চেয়ারের ওপাশে থাকব, আমাদের ফোকাস থাকবে জনগণ। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমাদের Positive attitude-টা অনেক বড় একটি বিষয়। আইনে যা-ই ধারুক না কেন, যত জটিলতাই ধারুক না কেন।

মূল প্রবক্ষের সঙ্গে আমি মোটাঘুটি একমত। তবে ধারা ৭-এ যে উপধারাগুলো আছে, এগুলো আসলে বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয়। আর কিছু কিছু আয়গায় একটু clarification থাকলে ভালো হয়। যেমন, আমরা আসলে পর্যবেক্ষণীয়ির বিষয়ে বা বিনেশি সরকারের প্রাণ গোপনীয় কোন কোন তথ্য? একটু clarification হলে আমাদের জন্য ভালো হয়। আরেকটু সহজ ভাষায় এটাকে যদি করা যেত, যে user friendly কীভাবে। এই ব্যাপারটা কীভাবে বুঝবে জনগণ। এই বিষয়টাকে একটু দেখা নরকার।

আমাদের মুখ্য আলোচক যেটা বলেছেন, এই ধারাগুলো মোটামুটি যুক্ত করলে ভালো হবে। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন আমাদের Positive attitude। আমাদের দুই পক্ষেরই। আমরা কেউ কাজে প্রতিপক্ষ নই। যিনি তথ্য নিতে আসবেন তিনি আমাদের প্রতিপক্ষ নন এবং যার কাছে আসবেন সেই সরকারি কর্মকর্তারাও কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ নন। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মূল লক্ষ্য জনস্বার্থে দেশের উন্নয়ন। Attitude Positive থাকলে আমার মনে হয়, আইনে যা-ই ধারুক না কেন এবং আইনে যা-ই সংযোজন-বিয়োজন হোক না কেন, আমরা এই আইনকে আরো শক্তিশালী এবং অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পারব।

যুক্ত আলোচনা

মজিবুল হক হিয়া

উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কালকাটা

উপজেলা পর্যায় থেকে তর করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রতিটি কর্মকর্তারই তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ডিটেইলস জানা উচিত এবং সেই জানার ব্যবস্থাটা করিশন যদি করে, সবচেয়ে ভালো হয়। একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমি যদি না-ই জানি যে আমি কতটুকু দিতে পারব, কত দূর যেতে পারব, তাহলে নেতৃত্বাচক মনোভাব চলে আসবে। তার জীতি চলে আসবে যে এটা নিলে আবার কোন বিপদে পড়ি। কতটুকু দেওয়া যাবে আর কতটুকু দেওয়া যাবে না তা স্পষ্ট জানা থাকলে দিতে কোনো সমস্যা হবে না।

এই হে যোশাবেক মাঝির ঘটনা আমি জানি। সেখানে তথ্য চেয়েছিল বিগত ১০ বছরের। ১০ বছরের তথ্য অনেক অফিসেই সর্বাধিক নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের অফিসগুলো, বিশেষ করে উপজেলা অফিসগুলো কিন্তু তেজেলগত হয়নি। কাজেই এখানে একটি লিমিটেশন দিয়ে দেওয়া সরকার যে কত দিন আগ পর্যন্ত সে তথ্য চাইতে পারবে। যদি লিমিটেশন দেওয়া না থাকে, আর সে চাইবে ১৫ বছরের, আমি দেব না তখন সে অভিযোগ আকারে তথ্য অধিকার করিশনে চলে যাবে। কাজেই আমার একটা সাজেশন থাকবে যে তিনি বছরের যে তথ্য সেটা সে চাইতে পারে।

আর তথ্যের যে অবাধ প্রবাহ সেটা ঠিক আছে। কিন্তু যদি একেবারে সাগামহীনভাবে হেডে দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু সরকারি পর্যায়ে কোনো কাজ হবে না। কেউই তথ্য কাজ করবে না। কারণ সে মনে করবে যে একটা কাজ করতে গেলেই বিপদ আসবে, তার চেয়ে আমি আজ্ঞানয়েত করে যাই। একটা অফিসের নোটিশ চাইবে, ভাউচার চাইবে, এঙ্গলো করলে কিন্তু দেখা যাবে কাজ করার জীতিটা চলে আসছে।

তত্ত্ববর চক্রবর্তী

নির্বাহী পরিচালক, ম্যাপ

৭-ধারায় ২০টি উপধারা রয়েছে। সেই উপধারাগুলোতে এত বেশি তথ্য যুক্ত করা হয়েছে, সে কারণে আমি মনে করি, এগুলোকে একটু সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন এবং স্পেসিফিক করা উচিত।

জাকির হোসেন অপু

পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, বরিশাল

সুনির্দিষ্ট ধারা নিয়েই আমি কর করি, সেখানে প্রথমেই আছে ব্যক্তিগত পোপলীয়তা বনাম ব্যক্তি। এমন অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে যে তিনি তখন আর নিজের একার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। ব্যক্তি যখন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন হন বা ব্যক্তি যখন একটা সিদ্ধল হন যে তাঁকে অনুসরণ করেই সবাই জীবন গড়বেন। তখন তিনি যে দায়িত্বেই ধারুন না কেন, তাঁর বিষয়টা ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কি না,

বিষয়টা একটু স্পষ্টি করার প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো ব্যক্তি কিন্তু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি যদি জনগণের দায়িত্বে থাকেন, তার কিছু কিছু জিনিস জনগণের জন্মার অধিকার থাকে। তিনি তখন কিন্তু জনগণের একটা অংশ হয়ে যান।

তারপর ‘বিদেশী বাট্টা হইতে প্রাণ গোপনীয় তথ্য’ উপধারা (গ)। বিদেশি বাট্টা থেকে প্রাণ এমন অনেক তথ্য থাকতে পারে, যেটা বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য গোপনীয় থাকা ভালো হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য সেটা গোপনীয় নাও হতে পারে। যেহেন, কোনো একটা তথ্য গোপন থাকলে ওই দেশের স্বার্থ রক্ষা হবে কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের স্বার্থহালি ঘটবে। সেই তথ্য মানুষ জনসে হয়তো প্রতিবাদ করে দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। এমন তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত। এতএব এ ফেজে আরো clarification দরকার।

উপধারা ‘ত’-তে আছে, ‘অন্য কার্যক্রম সম্পর্ক হইবার পূর্বে কোন বিষয় প্রকাশ করা হাইবে না।’ দেখা গেল, অন্যের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার, টেলাবের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। দেখা গেল এই ব্যক্তি বা এই প্রতিষ্ঠান তারা এর আওতায় পাঠাকেও বলতে পারে যে কার্যক্রম সম্পর্ক হওয়ার আগে আমি কিছু বলব না। আমাকে সরকার টাকা দিয়েছে, আমি ইচ্ছামতো কিন্ব তারপর জানাব। এটাও তো হতে পারে। কাজেই ওখানে কিছু clarification-এর প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

যদি আন্তরিকভা থাকে, আমার যদি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আমি খুঁজে খুঁজে বের করে যতটুকু দেওয়া যায় না ততটুকু দেব না। এখানে স্পষ্ট বলা আছে, যতটুকু দেওয়া যায় না ততটুকু ছাড়া বাকিটুকু আমি দিতে পারি। কিন্তু আমার যদি ইচ্ছা থাকে আমি দেব না, তাহলে এই (ত)-এর মতো আমরা বলব যে এই কার্যক্রম সম্পর্ক না হওয়ার আগে আমি কিছুই বলব না বা এই যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আছে, আমি তা দেব না। আমার দেওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে, আর আমি যদি না দিতে চাই তাহলে নানা যুক্তি দিয়ে তথ্য দেব না। ইচ্ছা থাকলে ওখান থেকে কিছু খুঁজে বের করে হয়তো দেওয়া যাবে।

জিয়াউল আহসান

মির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, পিরোজপুর

প্রথমেই প্রশ্ন থাকে যে, তথ্য ধারা ৭-এর কারণে কী পরিমাণ তথ্য অবযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বা কী ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়েছে এই বিদ্যমান ৭-ধারার আলোকে। তার কোনো উপায় আমরা মূল প্রবক্ষে পাইনি।

(খ) ধারায় যেখানে বলা আছে ‘কৌশলগত ও বাণিজ্যিক’, এই ‘কৌশলগত’ ও ‘বাণিজ্যিক’ ইলাবোরেট করলে অনেক বড় করা যায়, এটাকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার যে কৌশলগত বলতে কী বোঝায়। আরেকটা বিষয় এটা হচ্ছে বাণিজ্যিক। বাট্টা কী? তাকে বাণিজ্য বলে কি না? যদি ধরে নেওয়া হয়, সরকার এবং এনজিও কর্তৃপক্ষ তথ্য দেবে। এই দুইটাকেই বড় ধারণা করা হয়। তাহলে এর সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক আছে কি না। রাষ্ট্রের কোনো বাণিজ্যের সম্পর্ক আছে কি না, রাষ্ট্র ব্যবসা করে কি না, রাষ্ট্র লাভ করে কি না, বেসরকারি সংগঠন লাভ করে কি না, বাণিজ্য করে কি না। তাহলে এই প্রশ্নটি এর সঙ্গে জড়িত। আমার মনে হয়, এই শব্দটি পরিবর্তন করা উচিত অব্ধবা এই শব্দটি ধাকাই উচিত নয়। অথবা থাকলে অন্য কোনো ভাষায় অন্য কোনোভাবে সুনির্দিষ্টভাবে থাকা উচিত।



সুকুমার মিত্র

নাগরিক উদ্যোগ বরিশাল

আমি এই সেখাটি পেয়েছি আজ থেকে সাত-আট দিন আগে। আমি এটা অনেকবার পড়েছি এবং এটা আমার কাছে অনেক সমৃদ্ধ একটা লেখা মনে হয়েছে। মনে হচ্ছিল এটা অনেক ভালো এবং এটা সিজে অনেক কাজ করা যাবে।

ড. ইত্তাহীম খলিল

সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ

আইনের কিছু জায়গায় স্পষ্টীকরণ সরকার, ধেমন—প্রক্রিটোরমেন্ট। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কনফিডেনশিয়াল রাখব সেগুলোকে স্পেসিফিক করা যায় কি না। বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করা করা যায় কি না। আর বিভিন্নটি হলো, প্রত্যেকটা পর্যায়ে বিশেষ করে প্রাস কুট লেভেলে মানুষ তথ্য দেয়। প্রাস কুট লেভেলে যে কর্মকর্তা রয়েছেন তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না, তা ভেবে দেখতে হবে।

কফিকুল ইসলাম

জেলা প্রতিনিধি, কালের কঠি, বরিশাল

সরকারি ক্রয়নীতির একটা বিষয় আছে, ২ কোটি টাকার নিচে যদি হয় তাহলে ঐ ক্রটা হবে ৫% কমে। সে ক্ষেত্রে তা থেকেই কিন্তু সরকারি ক্রয়নীতিকে পুরোটাই গুপ্ত করা যায়। ২ কোটি টাকার গুপ্তে হলে একটা বিষয় আছে, এ ক্ষেত্রে আকলন ব্যয় যে যত কম দেবে সে তত কাজটা পাবে। তা আমি দর দিলাম ৫% কমে, আরেকজন দিল ৭% কমে, সে ক্ষেত্রে যদি আমি আগে জানতে পারি যে অন্যেরা কত কমে দিয়েছে তাহলে আমি তার চেয়ে কম দিয়ে কাজটা পেয়ে যাব। সুতরাং এই উপধারাটির ক্লারেফিকেশনটা থাকা উচিত।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, শিক্ষা ও উন্নয়ন

এখানে বানারীপাড়ার বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তখন আমি সেখানকার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমি কৃতি কর্মকর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে ভেকে এনে নিজে বলেছি, যেহেতু সরকার আইন করেছে সেহেতু আইনের প্রতি আমাদের শক্তা দেখাতে হবে। তাই যে তথ্য চেয়েছে সব দিয়ে দিতে হবে। তারপরে হয়তো সে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পিয়োছে। আমার মতে, এ ধরনের কোনো তথ্য দিলে আমাদের আইনগত কোনো সমস্যাও নেই। আবার আমার মনে হয়, কাজের প্রচলন কিন্তু আসবে এবং নিজেদের জবাবদিহিও আসবে। এবং আমি তাকে বলেছি, আমার অফিসে যে তথ্য আছে আমি তা দিতে বাধ্য এবং আমি তা দিয়ে দেব। আমার কাছে কিন্তু মোশারেফ আমি এ কথা বলার পরে সে কোনো তথ্য চায়নি।

ইউএনও হিসেবে যখন দায়িত্ব পালন করতাম, আমাকে একসময় বলা হয়েছে, আপনার এলাকার '৯০ সাল থেকে কী কী কাজ হয়েছে সে তথ্যগুলো আপনি আমাকে দেন। আমাদের উপজেলায় কিছু কাজ করা হয় বছর মেয়াদে। বছর মেয়াদে কাজের তথ্যের কোনো প্রয়োজনই হয় না। এগুলো সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পুঁতিয়ে দেওয়া হয়। আর যেগুলো স্থায়ী তথ্য, সেগুলো আমাদের অবশ্যই আছে। যে তথ্য আমার এখানে স্বত্ত্বাল্প আছে, আর যে তথ্যগুলো দিতে বাধ্য নই, সে তথ্যগুলো বাদে আপনি চান, আমি তথ্য দিয়ে দেব।



বিশেষ অতিথির বক্তব্য

মোঃ গাউস

বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল

আমরা মনে করি, এই যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়েছে, যেই আইনের মধ্য দিয়ে সরকার আশা করেছিল, সব জ্ঞানে স্বাক্ষর, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দুর্বীলি ও দুঃখাসনের লাঘব হবে। এই তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে সুশাসনের বড় একটি অঙ্গ। এই তথ্য অধিকার আইনটা সব দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

এ তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আইনে আমাদের অফিসে হেভাবে তথ্য রাখার কথা বলা আছে আমাদের অফিসের তথ্য সেভাবে নেই। না দেওয়ার প্রবণতা এখান থেকেও কাজ করে। কারণ আমি যখন ডিপার্টমেন্টে হেড, আমি যখন নিচের দিকে বলি যে সে তথ্য চাইছে, তখ্যটা দিয়ে দিন। তারপর যে চিত্র আমার সামনে আসে, সে চিত্র অনুযায়ী সেই তথ্য দেওয়ার মতো থাকে না। আপনার জানেন। এটা নীর্ধানের নজর। তথ্যের নথি পুরাতন হয়ে গেছে, সংরক্ষণ করা হয়নি বা যে তথ্য দিয়েছেন সে তথ্য ছেঁড়া, কাটা, বা যে-কোনোভাবেই হোক তথ্য নষ্ট হয়ে গেছে। তখন আমি না দেওয়ার একটি পথ বের করি। এটি একটি কারণ।

তারপর তথ্য প্রকাশের কথা বলেছে। প্রতিটি অফিস তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করল যে, এই তথ্য আমি দেব। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি অফিসে তথ্য প্রকাশের জন্য এসওপি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এসওপি মা ধাকার কারণেও আমরা অনেক সময় তথ্য দিতে অপ্রয়োগত প্রকাশ করছি।

এই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যদি নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রশিক্ষণ, যেহেন—বুলনা ডিভিশনে আপনি এক দিন বা দুই দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ করতে পারেন, তথ্য অধিকারের ৭-ধারার ওপর প্রশিক্ষণ হতে পারে। এ রকম যদি উয়ার্কশপ করা যাব, তাহলে যে কেস স্টাডিওভে দেওয়া হয়েছে, যেখানে তথ্য প্রকাশের বিষয় ছিল, কিন্তু যে-কোনো কারণে হোক, না জানার কারণে এটি দেওয়া হয়নি বলে আমি মনে করি। এরপরে এখানে তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার বিধিশালাও করা হয়েছে। আমার মনে হয়, যেহেতু এখানে আপিলের বিধান আছে, কাজেই ইনিশিয়াল স্টেজে আবেদনের পরে তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে, আমার মনে হয় Case Start করে যদি তথ্য দেওয়া হয়, তাহলে যিনি তথ্য দেবেন তাঁর কোথায় ফল্ট আছে এই মামলার নথিতে মধ্যে সব উচ্চে আসবে এবং আপিলে গেলে আপিলেট অ্যারিটি সুনির্দিষ্টভাবে তাঁকে ধরতে পারবে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিযন্ত।

আমরা তথ্য দেব। আমাদের সংবিধানেও এ অধিকার দেওয়া আছে যে তথ্য প্রকাশের অধিকার স্বার আছে। তাই যদি হয়, আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন শুধু একটি ধারাই ধাকবে। রান্টের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্বের রূপকি হতে পারে, এবন তথ্য বাসে সব তথ্য দিতে আমরা বাধ্য থাকব। যেদিন এই জিনিস আসবে, হয়তো শক্তবর্ষ পর আসবে, সেদিনই এই তথ্য অধিকার পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সেই দিনের অপেক্ষায় আমি ধাকলাব।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

অধ্যাপক ড. সাদেক হালিম

তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

২০০৯ সালে কমিশন হওয়ার পর ৬ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের কমিশনে মোট অভিযোগের সংখ্যা ৫৫৭টি এবং আমরা আমালে গৃহীত করেছি, আমালে গৃহীত মানে এটা কিন্তু ধারা ৭-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ধারা ৭ বিষয়ে আলোচনা করতে আপনি শুধু ধারা ৭-এর ওপর আলোচনা করতে পারেন না। কারণ আইনের মোট ৩৭টি ধারা আছে এবং ধারা ৭-এর প্রত্যেকটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখন আমালে গৃহীত, এটা কীসের ভিত্তিতে আমরা গ্রহণ করছি। আমাদের তথ্য অধিকার আইনে এ বিষয়ে কোনো নিকলনির্দেশনা নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের তিনজন কমিশনারের ওপর বর্তায়। অভিযোগ আসলে আমরা জুটিনি করি যে এই অভিযোগগুলোকে আমরা সমন দেব কি দেব ন। সে ক্ষেত্রে আমাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা হচ্ছে ২৬৫টি।

২০১৩ পর্যন্ত গৃহীত অভিযোগের মধ্যে ভূমিবিষয়ক সরবচেয়ে বেশি অভিযোগ, এটা ২০%; গভর্নমেন্ট-ননগভর্নমেন্ট সার্টিস থেকে আসে ১৩% অভিযোগ; পাবলিক ডেভেলপমেন্ট এলাকেশন অঞ্জেষ্ট থেকে ধারা ২০%; উপজেলা, মিউনিসিপালিটি, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি করপোরেশন থেকে ৭%; এভুকেশন ইনসিটিউশন ১১%; মাইক্রোফ্রেডিট কো-অপারেটিভ ৮%; হেল্থ সেক্টর ৫%; ইন্ডাস্ট্রি, ফ্যাব্রিক, শিপ ইন্ডাস্ট্রি ৩%; ওমেল অপারেশন অ্যান্ড আদার ওমেল ইন্ডু ০.৭৪%; Law and court issues আছে ৪%, Economic Organizations ৩%; অন্যান্য ৮%।

আরেকটা বিষয় ইন্টারেস্টিং। যেহেতু ধারা ৭ নিয়ে কথা হচ্ছে যেটা একটা খুবই রিলেটেড। আমি নিজে আমার অফিসে বসে টেলিফোনে একটা জরিপ চালিয়েছি। আমি ল্যাভ কেসগুলোকে আলাদা করেছি। টোটাল টেস্ট ছিল আমাদের ৫০টি। ৫০টা কেসের মধ্যে পরিপূর্ণ তথ্য পেয়েছে ৪৬%; আংশিক তথ্য পেয়েছে ১০%; কোনো তথ্য পায়নি ২৬%। বাকিরা বিজ্ঞিকর তথ্য নিয়েছে বা কথা বলতে চায়নি।

সরকারি কর্মকর্তার প্রশ্ন করেন, আপা কেন তথ্য দেব, এ তথ্য নিয়ে কী করবে। এ বিষয়গুলি সরকারি কর্মকর্তাদের খুবই বেশি করেন। তখুন সরকারি কর্মকর্তার ধারা ৭-এর অপব্যবহার করে না, বেসরকারি সংস্থারাও করে। যদি আপনি জানতে চান, বেসরকারি সংস্থার কর্মটা প্রট আছে, কত টাকা নিয়ে কিনলেন। অঙ্গুকে বিদেশে গিয়ে কোন হোটেলে থাকে। তখন এটা ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য—দেওয়া যাবে না। আমাদের এই পটুয়াখালী বিষয়বিন্দুসমূহ একজন তার ভিসি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল যে মাননীয় উপাচার্য করবার বিদেশ গেছেন, কার টাকায় গেছেন, কোন হোটেলে ছিলেন। পটুয়াখালীর রেজিস্ট্রি এসে বলেন, এটা তো ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য, এটা তো দেওয়া যাবে না। আমি বললাম মোটেই না। তিনি একজন চালেলের, তিনি এই ইনসিটিউশনের প্রধান। সুতরাং এটা পাবলিক ইনফরমেশন।

মূল প্রবক্তে খুব সুন্দরভাবে universal declaration of human rights-এর article-12, article-14-এর কথা বলা হয়েছে। International Covenant on Civil and Political Rights-এর কথাও বলা হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, দু-একটা তুলন থাব। একটা হচ্ছে absolute exemption, এটা হচ্ছে যে exceptions are not subject to public interested test। আরেকটা হচ্ছে qualified exemptions, which are subject to public interest অর্থাৎ জনস্বার্থ। আরেকটা হচ্ছে class exemptions। যেমন, আমাদের ২০টা বিষয়ে exemptions আছে। অনেক উন্নত দেশে আমাদের এই ২২টা বিষয়কে ওরা আটটি বিষয় বানিয়েছি। কিন্তু ওদের এই আটটির মধ্যে আমাদের ২২টা বিষয় শুরূয়িত আছে। সে কারণে আমরা classter করে নিয়ে আসতে পারি, আর করেকটা জায়গায় অবশ্যই আমরা বাদ দিতে পারি।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ধারা ৭-এ সাংস্থিকভাবে অপব্যবহার হচ্ছে। গ্রেডেনসিয়াল মডেল স্কুলে একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা হয়েছে। পাবলিক সার্টিস কমিশনে একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিনিরাপত্তির কথা বলে তথ্য দেওয়া হয়নি। কুমিল্লা বোর্ডে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলে এক্সিমিনারের নাম দেওয়া হয়নি।

আরেকটা চাকচ্চকর কেস আমরা ডিল করেছি, যেখানে বিডিউল আলম মজুমদার সাহেব নির্বাচন করিশনে ২০০৮ সালে নিরবন্ধিত দলগুলোর অভিট রিপোর্ট চেয়েছিলেন। সেদিন অনেক উন্নতপূর্ণ ব্যক্তি কমিশন আলোকিত করেছেন। নির্বাচন কমিশন বলল, এটা তো ব্যক্তির ব্যক্তিগত। আমরা বললাম, এটা পলিটিক্যাল পার্টির তথ্য। তারা যখন এটা কমিশনে জয়া দিয়েছে তখন এটা পাবলিক ডকুমেন্ট। কিন্তু এখন এখন ওদের এই তথ্য দেওয়া হয়নি।

বানারীপাড়ার মোশারেক মারিক কথা বলেছেন, সাতক্ষীরার আশাতনি উপজেলার একজন শিক্ষা অফিসার বলেছিলেন, তথ্য দিলে সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্র হবে। আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। বরগুনায় একজন কারারক্ষক, তাকে কেন ট্রাইব্যাক্ট করা হয়েছিল সে জানতে চেয়েছিল। তিআইজি প্রিজন আমাকে ফোন করে বলল যে, মাডাম এটা দেওয়া যাবে না। এতে আমাদের সার্বভৌমত্ব ক্ষেত্র হবে। তারপর তিনি তথ্য দিলেন কিন্তু অন্য কারণ দিয়ে এই বেচারার বিকলে বিভাগীয় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। হয়তো তার চাকরিটাই চলে যাবে। যেখানে ভারতে ৮০% সরকারি কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করছে, সেখানে আমাদের দেশে তার বিকলে বিভাগীয় শাস্তি গ্রহণ করা হচ্ছে। তাহলে কেহন করে আপনার মধ্যে উদ্যোগ আসবে। কীসের ধারা ৭, আমাদের Mindset-এর মধ্যেই তো ধারা ৭।

ধারা ৭-এর পাশাপাশি তথ্য প্রাপ্তিতে আরো বাধা আছে। আপনি যদি আইসিটি আর্টের ধারা ৫২ থেকে ৫৯ পর্যন্ত দেখেন, আপনার বক্তব্যের জন্য একজন সাব-ইনপোর্ট আপনাকে আরেস্ট করতে পারবে এবং এটা জামিন-অবোগ্য। তথ্য অধিকার আইনে তথ্যের অবাধ বিচরণের কথা বলেছেন আবার অন্যদিকে বলেছেন কিছু তথ্য দিলে সাব-ইনপোর্ট আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমরা চিন্তা করছি যে, আমরা তিনটা আর্ট পাশাপাশি রাখতে চাই। একটা হচ্ছে আরটিআই, আরেকটা ব্রডকাস্টিং নৈতিমালা, আরেকটা হচ্ছে আইসিটি আর্ট। তিনটার যাত্রিক স্টাডি করে দেখানো উচিত যে তিনটা কীভাবে তিনটার সঙ্গে সাংস্থর্মিক হয়ে যাচ্ছে।

আপনারা জনস্বার্থে তথ্য প্রাপ্তির কথা বলেছেন। অবশ্যই আমি মনে করি জনস্বার্থে যে তথ্যগুলো দেওয়ার স্টোক দিতেই হবে। আর আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে তথ্য দেওয়া যাবে না, এটা ঠিক। আপনারা অনেকেই বলেছেন যে তথ্য জানতে চায় না। অনেক জায়গায় কে আপিল কর্তৃপক্ষ তা আমি নিজেও জানি না। Who is responsible for what. এটা জানানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

- ৭-ধারায় যে উপধারাগুলোকে একত্তির করা থাক সেগুলোকে একত্তির করে উপধারাসংখ্যা করিয়ে আনতে হবে।
- (ঘ) উপধারার কী কী বৃক্ষিক বিষয় এবং অন্তর্ভুক্ত তার ব্যাখ্যা করা দরকার।
- আয়কর, ভ্যাটের যে বিষয়টা (ড-অ) রয়েছে তার ব্যাখ্যা থাকলে এই জায়গাগুলো স্পষ্ট হবে।
- ব্যক্তির নিরাপত্তার বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে।
- উপধারা (ন)-এর শেষে অভিযন্ত শক্তিতে ‘ধারা’ শব্দটি ‘উপধারা’ শব্দ ধারা প্রতিস্থাপন করতে হবে।
- কেবল যেটা প্রকাশ পেলে জনস্বার্থহানি হতে পারে তখুন সেটার ক্ষেত্রেই তথ্য প্রদানে অপারগতা দেওয়া যেতে পারে। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আশঙ্কা থাকলে সেসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সর্বোচ্চ উরণ্ডু দিতে হবে। তথ্য দেবে কি দেবে না তা নির্ধারণ করা হবে জনস্বার্থ বিবেচনায়।
- অব্যাহতির ক্ষতির মাঝায় একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে এবং মানদণ্ডকে ঠিক করার মাধ্যমেই বিশেষ স্বার্থে মারাত্মক ক্ষতির বিষয়টি এখানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের হে বিশেষ অপারগতার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমাদের জনস্বার্থের বিষয়টার সর্বোচ্চ উরণ্ডু দিতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের মাইক সেট বনলানোর জন্য তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণব্যবস্থা করতে হবে।
- আইনটির কিছু ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ব্যাখ্যার প্রয়োজন।
- ৭-ধারার (ঙ-ই)- ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা ও তদারকি-সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য না দেওয়ার বিধান আছে। এই তথ্য দিলে রাষ্ট্রীয় কোনো ক্ষতি নেই।
- আর্মস কেনার তথ্য বা এ ধরনের তথ্য ছাড়া Public Procurement-এর তথ্য গোপনীয় নয়। কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার আগে একেবারে কিছুই দেওয়া থাবে না। এটা ঠিক নয়।
- ‘জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে, এইরপ তথ্য’। হানহানি তো একেক জনের কাছে একেক রকম। এটির ব্যাখ্যা দরকার আছে।
- ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অবস্থা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হামকি হইতে পারে এইরপ তথ্য’। এটি বহাল থাকবে।
- আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের attitude-টা Positive হতে হবে।
- যেমন, পরৱর্তনীতির বিষয়ে বা বিদেশি সরকারের কাছ থেকে প্রাণ গোপনীয় কোন কোন তথ্য? একটু clarification হলে ভালো হয়।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিষয়টা একটু স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। কোনো কোনো ব্যক্তি কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। তিনি যদি জনগণের দায়িত্বে থাকেন, তাঁর কিছু কিছু জিনিস জনগণের জ্ঞানের অধিকার থাকে।
- বিদেশি রাষ্ট্র থেকে প্রাণ গোপনীয় তথ্য, উপধারা (গ)। বিদেশি রাষ্ট্র থেকে প্রাণ গোপনীয় তথ্য দেশের স্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ পাওয়া উচিত। অতএব এ ক্ষেত্রে আরো clarification দরকার।
- উপধারা-ত তে আছে, ‘অন্য কার্যক্রম সম্পর্ক হইবার পূর্বে কোন বিষয় প্রকাশ করা হাইবে না। অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা আছে।’ তাই এখানে কিছু clarification-এর প্রয়োজন আছে বলে আশাৰ মনে হচ্ছে।
- (খ) ধারায় যেখানে বলা আছে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণ, এই ‘কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণ’ এটাকে সুনির্দিষ্ট করা দরকার।

- তদন্তক্রমে উপধারাটির ক্লারেফিকেশন থাকা উচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কনফিডেনশিয়াল রাখব সেগুলোকে স্পেসিফিক করা যায় কি না। বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট করা যায় কি না।
- আজ পর্যন্ত কোনো সরকারি অফিসে তথ্য প্রকাশের জন্য এসওপি হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এসওপি না থাকার কারণেও আমরা অনেক সময় তথ্য দিতে অপরাপত্তি প্রকাশ করতেছি। এসওপি প্রণয়ন করতে হবে।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দিষ্ট মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৭-ধারার ওপর প্রশিক্ষণ হতে পারে।
- যেমন, আমাদের ২০টা বিষয়ে exemptions আছে। অনেক উন্নত দেশে আমাদের ২২টা বিষয়কে আটটি বিষয় বানিয়েছি। সে কারণে আমরা classes করে নিয়ে আসতে পারি, আর কয়েকটা জারগায় অবশ্যই আমরা বাদ দিতে পারি।
- অবশ্যই আমি মনে করি, জনস্বার্থে যে তথ্যগুলো দেওয়ার সেটুকু দিতেই হবে।
- আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে তথ্য দেওয়া যাবে না।

ডিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ

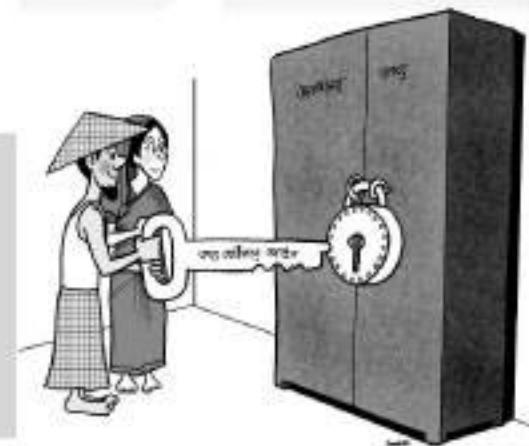
ধারা ৭ বিষয়ে কৃত ধারণা ও দৃঢ়ভবিত্ব পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- গ্রাম্য চৃক্ষগুলো সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। প্রকিউরমেন্ট পলিসি আরো সহজ হতে হবে।
- ৭-এর উপধারাগুলো কমিয়ে সহজ অর্থবোধক করা প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এর উপধারাগুলোর স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এর কিছু উপধারা বিলুপ্ত হওয়া উচিত, তবে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করে।
- যিনি তথ্য প্রদান করবেন এবং যিনি তথ্য চেয়ে আবেদন করবেন, উভয়কেই ধারা ৭ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এবং উপধারাগুলোর ব্যাখ্যা স্পষ্ট হতে হবে।
- বিশেষ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।
- উপধারা কমিয়ে আনা।
- সহজে বোকার জন্য আইনের ধারাগুলো প্রাঙ্গন ভাষায় করা।
- সব তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাকে ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- উপধারাগুলো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমার্জিন ও স্পষ্টীকরণ দরকার।
- বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু উপধারা ও অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হওয়ার সেগুলো বাদ দেওয়া যেতে পারে। ভাষার ব্যবহার আরো সহজ, সরল ও বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন। কিছু উপধারার সংশোধন হওয়া দরকার।
- উপধারা-ঘ, ঠ, ত, ন সংশোধন করা দরকার। ধারা কমানো দরকার।
- ঘ-এর ব্যাখ্যা, ঠ-এর অ ব্যাখ্যা, 'ন' বাদ, 'ত'-এর ব্যাখ্যা, কিছু শব্দ প্রয়োগ ও বাতিল করা প্রয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইনে Public Interest-কে প্রথমত ক্রমত্ব দিতে হবে।
- তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সে ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়া উচিত।

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক
গোলটেবিল আলোচনা



২৪ এপ্রিল ২০১৪
কনফারেন্স রুম, ওয়ারিসান রেস্টুরেণ্ট, রাজশাহী

প্রধান অতিথি : অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : হেলালুকীন আহমদ
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
মো. মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী
জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

সঞ্চালক : হাসিনুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই



সারণ্যার-ই-কামাল

প্রধান নির্বাহী, সিসিবিডিও, রাজশাহী

সবাইকে আঙ্গুরিক উভয়েছে। আমরা জানি যে গণতন্ত্র শাসনতন্ত্রে জবাবদিহির যে সংস্কৃতি, সেটি আমাদের জাতির জন্মাপ্ত থেকেই আমরা অনুসরণ করার, অনুকরণ করার এবং অনুশীলন করার চেষ্টা করেছি। আমরা যাঁরা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করি এবং যাঁরা প্রশাসনের সঙ্গে আছেন তাঁরা প্রতিনিয়তই এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করেন যে, জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা জনগণের যা আহোজন তা পরিপূর্ণভাবে বা অনেক ক্ষেত্রে আংশিকভাবেও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। জনগণ প্রতিনিয়ত সেগুলো পূরণ করার জন্য তার জীবিকার ক্ষেত্রে, তার জীবনধারণের ক্ষেত্রে সহায় করছে। এই জাতিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন হয়েছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে যে এখনে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে যে সুপারিশগুলো আছে সেগুলোর সঙ্গে আমাদের মোটা দাগে কোনো হত্তপার্থক্য নেই। আমি মনে করি যে জিনিসটির অভাব আমাদের রয়েছে তা হলো বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, প্রশাসনের বিভিন্ন দণ্ডের এবনকি যাঁরা বেসরকারি কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে তথ্য প্রকাশে এখনো কোনো নীতিমালা নেই। আমরা কঠটুকু তথ্য দিতে পারি, কঠটুকু দিতে পারি না। কঠটুকু দেওয়া প্রাসঙ্গিক কঠটুকু প্রাসঙ্গিক নয়। কঠটুকু সহবিধানে বাধা দেয় কঠটুকু দেয় না। আমাদের জন্য এই ধরনের কোনো নীতিমালা এখনো সব প্রতিষ্ঠানে নেই। এটা হওয়া দরকার।

বিভিন্ন যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি। যে প্রশাসন আমাদের দেশে আছে, সে প্রশাসনের যে সংস্কৃতি তা নীর্ধারিতে। তার প্রতিফলনস্বরূপ প্রতিনিয়ত আমরা বাধ্যতামূলক হচ্ছি। আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেটিকে কীভাবে জনমুখী করতে হবে। জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার যে সরকারি প্রচেষ্টা, উদ্যোগ এবং যে কর্মসূচি আছে সেটা আরো জোরদার হওয়ার দরকার। জোরদার করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা এই প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

তথ্য অধিকার আইনকে যত বেশি জনগণের কাছে নিয়ে যেতে পারব জনগণ তত বেশি এই আইনে প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং সেটা প্রহণ করতে পারবে।

মোঃ রাজেকুল ইসলাম

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পৰা উপজেলা, রাজশাহী

ধন্যবাদ। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছি। এই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি নববাবীর উন্নয়ন করেছে বর্তমান সরকার। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইনটি প্রণয়ন করে এবং একটি শক্তিশালী স্বাধীন তথ্য কামিশন গঠন করে। যার ফলে সরকারি কার্যক্রমে একটি ফুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। যার হৌয়া আমরা এখন অফিস-আদালতের কার্যক্রমে দেখতে পাইছি।

আজকের আলোচনার যে বিষয়— তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭। যেহেতু প্রথমবারের মতো আইনটি আসছে সেহেতু প্রয়োগ করতে গেলে কিছু সমস্যা আসবে। মূল প্রবক্ষটি চমৎকার একটি প্রবন্ধ এবং প্রবক্ষকার দেশ-বিদেশের বিভিন্ন আইনের সঙ্গে কম্পারেটিভ স্টাডি করে চমৎকার একটি পেপার প্রেজেন্ট করেছেন।

এই ধারার যে উপধারার বলা হয়েছে যে ‘তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদ্ধাপন্ন হইতে পারে’— এই বিষয়গুলো পরিকার না। আমি এটা ব্যাখ্যা করে অনেক দূর নিতে পারি। তাই ধারাটির ব্যাখ্যা থাকলে ভালো হতো।

আর উপধারা-(ত)-তে কয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে খুব পরিকারভাবে। কিন্তু কয় ছাড়াও সরকারি কার্যক্রমের কিছু সেনসিটিভ বিষয় রয়েছে যেমন, লিজ প্রতিনিয়া। আমরা বিভিন্ন জলাশয় ইজারা দিই। খাসজরিমির বন্দোবস্ত প্রদান করি। এগুলো আসলে মাঠ পর্যায়ে খুব স্পর্শক্রিয়, খুব কৌশলের সঙ্গে এগুলো হ্যাতেল করতে হয়। এখনে স্বাধীনেব্যৱ এক্ষণ থাকে এবং পক্ষ-বিপক্ষ থাকে। এখন ইজারা-প্রতিনিয়া চলাকালীন যদি ইজারাসক্রমে কোনো বিষয়ে তারা আবেদন করে, সেই বিষয়ে ধারা ৭-এ কিন্তু কিছু উল্লেখ নেই। উপধারা-(ত)-তে যদি কুরের সঙ্গে ইজারা কিংবা বন্দোবস্তের বিষয়গুলো থাকত, তাহলে আমাদের জন্য কাজ করতে সুবিধা হতো।



আরো কিছু জটিল বিষয় রয়েছে, যেমন আমাদের অফিসিয়াল ডিপিঃসের ক্ষেত্রে যারা আমরা ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করি—ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেক জটিল সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বিশেষ করে, ভূমি অধিগ্রহণ এবং ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে। এখানে কিছু কৌশলগত কারণেই বলি, আর সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসাৰণ কৰাৰ স্বার্থেই বলি, আমাদেৱ কাজেৰ একটা পৰ্যায় পৰ্যন্ত সিঙ্কেন্স মেনটেইন কৰতেই হয় কাজ না হওয়া পৰ্যন্ত। এই ধৰনেৰ জটিল বিষয়ৰ ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ৰ সঙ্গে বসে যদি এ ধৰনেৰ একটা ফ্ৰেম সোড় কৰাতে পাৰে এবং মন্ত্রণালয় থেকে যদি একটা নিৰ্দেশনা আসত যে এই পৰ্যন্ত ভূমি তথ্য দিবা না, এৰ পৰে ভূমি ওপেন কৰবা। ৭-ধাৰাৰ বিষয়ে যদি মন্ত্রণালয় থেকে নিৰ্দেশনা থাকত, তাহলে সরকারি কৰ্মকৰ্ত্তাদেৱ অনেক দিখাবন্ধ নিৰসন হতো।

আরো একটি বিষয় হচ্ছে নিয়োগ-প্ৰতিক্রিয়া এবং পদোন্নতি-প্ৰতিক্রিয়া। এই বিষয়তলো খুব স্পৰ্শকাতৰ। এই বিষয়েও অনেক ক্ষতিজনক ফল থাকতে পাৰে। কাৰণ সবাইকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভৱ নয়, সবাইকে পদোন্নতি দেওয়াও সম্ভৱ নয়। এই বিষয়তলো যদি একটু পৰিকাৰ থাকত, তাহলে আৱেকটু ভালো হতো। পৰীক্ষায় প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা বলা হয়েছে। এটি আসলে কী পৰীক্ষা? এটি কি পাবলিক পৰীক্ষা, নিয়োগ পৰীক্ষা, পদোন্নতি পৰীক্ষা? এই বিষয়তলো একটু পৰিকাৰ হলে ভালো হতো। ধাৰা ৭-এ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়তলোকে যদি ব্যাৰ্থ্যা কৰা হতো কিংবা মন্ত্রণালয় যদি আইনেৰ আলোকে ব্যাৰ্থ্যা কৰে নিত, তাহলে ভালো হতো।

আমৰা জানি যে, বাংলাদেশে যে সরকারি অফিসতলো পৰিচালিত হচ্ছে সেখাৰে ২০০ বছৰ ত্ৰিতীয় শাসনেৰ প্ৰজাৰ বিদ্যমান। একটা কলোনিয়াল ইনফ্লুয়েন্স রাখে গেছে। বিশেষ কৰে, অফিসিয়াল সিঙ্কেন্স আঞ্চলিক প্ৰভাৱ আমাদেৱ এখানে পুৱো হাৱায় রায়ে গেছে। তথ্য অধিকাৰ আইন এই জায়গাখনেতোতে আঘাত কৰেছে। আঘাতে আঘাতে বৰক গলানো তৰু হয়েছে। এখনো কিছু আইনটা (অফিসিয়াল সিঙ্কেন্স আঞ্চলিক পুৰোপুৰি কাৰ্যকৰ) রাখেছে। তথ্য অধিকাৰ আইনেৰ ধাৰা-৩ অনুবাদী যেহেতু এটাকে অন্যান্য আইনেৰ ওপৰ ভিন্নভিন্ন কৰাৰ অধিকাৰ দেওয়া হয়েছে এবং এটা যেহেতু লেটেস্ট আইন, স্বাভাৱিক নিয়মেই তথ্য অধিকাৰ আইন ভিন্নভিন্ন কৰাৰ কথা। তাহলে তথ্য কমিশনেৰ কাছে আমাৰ নিবেদন হচ্ছে, তথ্য অধিকাৰ আইন যেহেতু লেটেস্ট আইন এবং অনেক পৰ্যালোচনা কৰে এটাকে কৰা হয়েছে, তাহলে অফিসিয়াল সিঙ্কেন্স আঞ্চলিক কেন মুৰোপযোগী কৰা হবে না। কাজেৰ স্বার্থেই হোক, প্ৰেজেন্ট সিচুয়েশনেৰ স্বার্থেই হোক বা সরকাৰি কাজে স্বাচ্ছতা ও প্ৰশাসনিক সুশাসনেৰ স্বার্থেই হোক, অফিসিয়াল সিঙ্কেন্স আঞ্চলিক কিষ্ট সরকাৰি কৰ্মকৰ্ত্তাদেৱ মধ্যে রায়ে গেছে এবং আমৰা আসলে দিখাবন্ধে ভূগি যে আমৰা নিজেদেৱ কতটুকু ওপেন কৰাৰ। তাই তথ্য কমিশন উদ্যোগ নিতে পাৰে, সরকাৰেৰ সঙ্গে কথা বলে অফিসিয়াল সিঙ্কেন্স আঞ্চলিক কেন সময়োপযোগী কৰাৰ বিষয়ে।

সরকাৰি কৰ্মকৰ্ত্তাৰা নিজেৰাই তথ্য অধিকাৰ আইন সম্পর্কে সচেতন নন, মাটিভেটেড নন। আমাৰ উপজেলাৰ অনেক কৰ্মকৰ্ত্তা আমাকে জিজ্ঞেস কৰে, স্বার দেব কি না। এই ক্ষেত্রে আমাদেৱ জানেৰ এবং প্ৰশিক্ষণেৰ ঘাটতি রায়ে গেছে। আজন্য স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় থেকে যদি প্ৰশিক্ষণেৰ আয়োজন কৰা হয় কিংবা মন্ত্রণালয় থেকে যদি কোনো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় যে তোমৰা তথ্য অধিকাৰ আইনেৰ আলোকে তথ্য নিতে বাধা। এবং কয়েকটা ধাৰা স্মাৰণ কৰিয়ে দেওয়া যে তথ্য নিতে যাকে গতিমনি না কৰা হয়। মন্ত্রণালয় থেকে এ ধৰনেৰ নিৰ্দেশনা থাকলে কৰ্মকৰ্ত্তাৰা বেশি ভুলতু দেন।

তথ্য অধিকার আইনটার এমনভাবে প্রচারণা চলছে যানে হয় যে এটা শুধু সরকারি অফিসগুলোর জন্য। আসলে তো এটা সরকারি বেসরকারি হে-কোনো দণ্ডের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এইখানে আমি জাবহীন ভাষায় বলতে চাই, এখানে বেসব এনজিও কাজ করে, বেশিরভাগই কিন্তু এই তথ্য অধিকার আইনকে কেয়ার করছে না। তারা এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নিতে আসছে, কিন্তু তাদের নিজস্ব তিসপ্রে বোর্ড নেই, সিটিজেন চার্টার নেই। আমার মনে হয়, মানসিকভাবে তারা প্রস্তুত নয় যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তারা পড়বে। মন্ত্রণালয়ের বিভাগের মাধ্যমে আমাদের যেহেন নির্দেশনা জারি করার ব্যবস্থা করা হবে একইভাবে এনজিও ব্যারো থেকে যখন ফান্ডটা রিলিজ করা হয় তখন এনজিওগুলোকে কিছু শর্ত দিয়ে দেয়, এই শর্তগুলোর মধ্যে দেন থাকে যে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তাকে তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং জনপথ চাহিবামাত্র সে তথ্য নিতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনটা তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য — এই বিষয়টা কোনোভাবে এই শর্তের মধ্যে মুক্ত করে দেওয়া অর্থাৎ এর ব্যত্যয় ঘটলে এনজিও ব্যারো যেন প্রয়োজনীয় আকশন নিতে পারে।

আমরা যারা সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা আছি, এটা আমাদের জন্য বিরাট একটা সুযোগ — আমাদের দণ্ডগুলোতে সুশাসন ও ব্রহ্মতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, বক্তব্যের সুযোগ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অস্থ্য ধন্যবাদ।

দুলাল চন্দ্র বিহাস

অধ্যাপক, গণহোপায়োগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

যে প্রবক্ষটি আজকে এখানে উপস্থাপিত হলো সেখানে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ নিয়ে সবগুলো বিষয় আলোচনা হয়েছে। প্রবক্ষে মূল সমস্যাটা কোথায় তা উপস্থাপিত হয়েছে। আমার মনে হয়েছে যে, তথ্য না দেওয়ার ক্ষেত্রে অনুভূত তৈরির সুযোগ আছে। তথ্য অধিকার আইনের কিছু জায়গার অস্পষ্টতা অথবা বোঝার অসুবিধা এই প্রতিবন্ধকর্তা তৈরি করছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এটি একেবারে গুরুরের একটি কারণ, দৃশ্যমান একটি কারণ। বেসব সরকারি কর্মকর্তা অথবা বেসরকারি কর্মকর্তা তথ্য নিচেছেন না, তার মূল শেকড় বা কারণ কী? এর কারণটা কি প্রশাসনিক সংস্কৃতি, নাকি এটা মননাত্মিক, নাকি এটা রাজনৈতিক কোনো কারণ।

৭-ধারার মধ্যে যে ২০টি উপধারা, এগুলো কোন ধরনের তথ্য, তা বুঁজে বের করা কঠিন। তাই সাধারণ জনগণের কাছে সহজ ভাষায়, সাধারণ ভাষায় আইনটাকে নিয়ে যেতে হবে।

কেউ একজন তথ্য চাইল, দারিদ্র্যাঙ্ক কর্মকর্তা ৭-ধারা দেবিয়ে বললেন যে আমি তথ্য দেব না। সাধারণ জনগণ সকলে যদি এ বিষয়ে সচেতন থাকে, তাহলে তারা এটা করার সাহস পাবে না। আমরা একটা জান্তির মধ্যে আছি, একটা পরিবর্তনশীলতার মধ্যে আছি। আমরা একটি অবাধ তথ্যপ্রবাহ — তথ্যসমাজের দিকে যাচ্ছি। এই সমাজটা হচ্ছে একটা আয়নাঘর। আমি হেবানে থাকি না কেন, যে কাজই করি না কেন, সবকিছুই পর্যবেক্ষণ হবে। যদি এ পরিবর্তনটুকু আমরা উপলক্ষ করি, তাহলে আমরা ক্রমাগত এগিয়ে যাব।

আমাদের সবার প্রচেষ্টায় সাধারণ জনগণ সত্ত্বিয় হোক। জনগণ সত্ত্বিয় হলে ৭-ধারার অপর্যাবহার আমরা রোধ করতে পারব। আমাকে এখানে কথা বলার সুযোগ নানের জন্য ধন্যবাদ।

মুক্ত আলোচনা

মোঃ আমিনুল ইসলাম

পরিচালক, হানীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ

ধন্যবাদ। আমরা খুব ভালো লেগেছে আজকের আলোচনা। খুব সমৃদ্ধ একটি প্রবক্ষ উপস্থাপন করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের গোলটেবিল বৈঠকের লক্ষ্য খুব সুন্দর যে, তথ্য পেতে গেলে আইনে যে ব্যাবিকেতগুলো তৈরি করা হয়েছে সেই ব্যাবিকেত তুলে নিতে হবে। তার জন্য আমাদের কী চিন্তা সেই বিষয়গুলো নিয়েই আজকের আলোচনা।

সাংবিধানিক বাধা হিসেবে বলা হয়েছে, (জ) এবং (দ)-কে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে। সুন্দর প্রয়োজন, এটির সঙ্গে আমি একমত।

প্রবন্দের সুপারিশ ৫-এ পাবলিক প্রকিউরমেন্টের বিষয়টা বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট নিয়ে এমনিতেই কিন্তু অনেক ঘালা-ঘন্টা আছে। এটা একেবারে সরাসরি এভাবে না বলে এটা নিয়ে সীর্ব সময় নিতে হবে। এটির ক্ষেত্রে স্টেজ করা যেতে পারে। প্রি-টেক্সারিং স্টেজ, টেক্সারিং স্টেজ এবং ডিসিশন মেকিঙের ফেজে। এই তিনিও কাঠুকু দেওয়া যেতে পারে, কাঠুকু দেওয়া যেতে পারে না—এই বিষয়গুলো এখানে আসা উচিত।

সুপারিশ ৬-এ কেবিনেট ডিভিশনের কথা বলা রয়েছে। কোনো কর্মকর্তা যদি এরকম অনুমোদন চেয়ে থাকেন যে আমি এই তথ্য নিতে চাই না, তো এটা তাঁর অদ্যক্ষতা। আমার মনে হয় যে বিষয়টার প্রয়োজন নেই।

গভর্নমেন্ট যে সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেমের কিন্তু পরিবর্তন করতে হবে। যদি আমরা ভালো কিছু পেতে চাই, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তাহলে সিস্টেমে আমাদের চেজ করতে হবে। প্রয়োজন আমাদের মাইন্ড সেট পরিবর্তনের। আমরা যারা সরকারি চাকরি করি, সার্ভিস ভেঙিভাবি নিই, আমাদের মাইন্ড সেট পরিবর্তনের জন্য আমাদের ক্লিনিসে পরিবর্তন করা দরকার।

আমি চাই, বাংলাদেশে এই তথ্য অধিকার আইন আলোর মুখ পাক। তথ্য অধিকার আইন সুন্দরভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছ, জবাবদিহি এবং আমাদের দুর্বীতিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

রহিমা রাজিব

নির্বাহী পরিচালক, মহিলা সংহতি পরিষদ, রাজশাহী

আইনের ধারাগুলো সুস্পষ্ট নয়। আমার মনে হয় এই আইনটা বাস্তবায়নে সুবিধা-অসুবিধা দুটোই আছে। অসুবিধাগুলো দূর করে যাতে জনগণ বেশি উপকৃত হতে পারে, আবার বাস্তবায়নকারী সংস্থা বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা ক্ষতিহাত না হয়ে যাতে জনগণের সেবা বেশি বেশি দেওয়া যায়, সেজন্য একেবারে ওপর আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

মোঃ মোজাম্বেল হক

পিপিএম, পুলিশ সুপার, বগুড়া

এই আইনটির আসল যে উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি গণহৃতী প্রশাসন গড়ে তোলা। অর্থাৎ প্রতিটো প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং সুশাসন নিশ্চিত করা, দুর্বীতি রোধ করা। আমি মনে করি যে এই আইনের পাঁচ বছরের পরিকল্পনা যে পরিবর্তন কাঞ্চিত হিল সেভাবে না হলেও কিন্তু বড় একটি পরিবর্তন হয়েছে।

আজকে আইনের ৭-ধারার বিষয়টি নিয়েই আলোচনা। কিছু কিছু বিষয় আছে, যেমন—৭-ধারার (চ) থেকে (ড) পর্যন্ত, যেমন তদন্তকালীন সময় দেখা যায় যে অনেকে আমাদের বলেন, আসামি ১৬৪-এ কী বক্তব্য দিয়েছেন তা আমাদের বলেন। ১৬৪-এ কী বলেছে সংক্ষেপে বলা সম্ভব কিন্তু কানের নাম বলেছে, কীভাবে বলেছে সেটি যদি বলি, তাহলে তদন্ত প্রক্রিয়া ক্ষতিহাত হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমাদের মিডিয়ার অনেক বক্তৃই বা অনেকেই এই বিষয়গুলো মানতে চান না। মনে করেন, আমি হয়তো গোপন করতেছি এবং আমার মধ্যে অসং উদ্দেশ্য আছে। (চ) থেকে (ড) পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আছে, পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশেও এই বিষয়গুলো বাবণ করা আছে। যাতে ক্লিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত না করে।



আরেকটি হচ্ছে যে মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য। এ ব্যাপারটাও কিন্তু সংরক্ষণ করতে হবে। এখন এই ব্যক্তিগত গোপনীয় অনেক বিষয় কিন্তু আমরা জানি। এই বিষয়েও অনেক সময় অনেকে জানতে চায়। আরেকটা হলো সোর্স ডিস্ট্রিবিউশন না করার বিষয়টা। এটা আরি পৃথিবীর প্রায় ৮০-৯০টি দেশে দেখেছি এবং আমাদের দেশে সাক্ষ্য আইনে বলা আছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রাণ তথ্য কার কাছ থেকে পাবে এই তথ্য নিতে কিন্তু আমরা বাধ্য নই। এই সোর্স সংস্করণে অনেক তথ্য আমাদের কাছে যখন জানতে চান, যখন আমরা না বলি; তখন কিন্তু রিডিয়ার বক্সের সঙ্গে একটা তুল-বোকাবুর্বি এবং যারা সার্ভিস নিতে আসেন তারাও খুব অসম্ভব হয়ে যান।

মীর আক্ষুর রাজ্ঞাক

পরিচালন (কার্যক্রম), আলো, নাটোর

আমার একটি সুনিষ্ঠ প্রস্তাৱ, তা হচ্ছে—বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি কৰা। এই প্রস্তাৱ বিবেচনা কৰা যাব কি না যে প্রত্যেক বিভাগে একটা সেক্ট্রাল ইনফোর্মেশন ইউনিট থাকবে, যেখান থেকে মাঠ পর্যায়ে তথ্য দেবেন কি দেবেন না ইয়েইলের বাধ্যমে এই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে ত্যারিফিকেশন নেবেন। মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা যদি কানফিউশনে থাকে যে এই তথ্যটা আমরা দেব কি দেব না, তারা সেক্ট্রাল ইনফোর্মেশন ইউনিটকে বলবে, এই তথ্যটা দেওয়া যাবে কি যাবে না। বা তথ্য কমিশন নিজে এই দায়িত্বটা নিতে পারে কি না, অর্থাৎ তথ্য না দেওয়ার অভ্যহাত হেন সৃষ্টি না করতে পারে, এই জন্য তাকে এইভাৱে বাধিত কৰা যায় কি না।

আরেকটি বিষয়, বালোদেশের একটি বড় ট্র্যাজেডি হলো অনেক যেধাজী ছাত্রছাত্রী পৰীক্ষা দিয়ে চাকৰি পাচ্ছে না, রাতারাতি পৰীক্ষার খাতা বদল হয়ে যাচ্ছে। তাই পৰীক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতার ফটোকপি আমাকে দিয়ে দাও। এতে গরিব মানুষের কিন্তু হেলে চাকৰি পাবে।

হাসান মিস্ত্রী

নির্বাচী সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী

ধারা ৭-এর ওপর অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি জানি না, আমার আলোচনা কোন ধারার ওপর পড়বে। ২০০৯ সালে আমাদের বিজ্ঞাপন নীতিমালা যেটা আছে সেখানে বলা আছে একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক এবং একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক পত্ৰিকায় বিজ্ঞাপন নিতে হবে। আর স্থানীয় পত্ৰিকার ক্ষেত্ৰে বলা আছে প্ৰয়োজন ঘনে কৰলৈ দিতে পাৰেন।

আমার বাস্তু একটি অভিজ্ঞতা বলব। আমাদের একটি বড় বিজ্ঞাপনদাতা প্রতিষ্ঠানে আমাদের এক সাংবাদিক বক্স তথ্য অধিকার আইনে আবেদন কৰলেন যে, আপনি ২০১২-১৩ সালে কত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এবং কোন কোন পত্ৰিকায় বিজ্ঞাপন, কবে কবে। আবেদনটি দেওয়ার পৰে ওখান থেকে স্থানীয় পত্ৰিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বক্স করে দেওয়া হলো। পৰে ঘটনা বৃক্ষলাঘ, আ্যাপ্রিকেশন কৰার ফল। একটি আইন দিয়ে আরেকটি আইনকে কীভাৱে জিয়ি কৰে ফেলছে। এখানে কিন্তু সম্পাদকৰা পৰ্যন্ত ঘাৰড়ে পিয়েছিলেন। যিনি আবেদন কৰেছিলেন তাৰ কাছে ধৰনা দিলেন যে তাই তাড়াতাড়ি আবেদনটা তুলে নেন। কাৰণ পত্ৰিকা অফিসেও তো কৰ্মকর্তা-কৰ্মচাৰী আছে। বিজ্ঞাপনের প্ৰয়োজন। এই জাহাগৰ্জলো আ্যান্টেন্স কৰা দৱকাৰ বলে আমি মনে কৰি।

হাসিমুর রহমান বিলু

বুরো টিফ, ইভিপেডেট টিপ্পি, বঙ্গভা

সম্প্রতি যে নির্বাচনটা হলো, তখন সেনাবাহিনী মোতাবেল কৰা হয়েছিল। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, বঙ্গভাৱ কত সেনাসদস্য মোতাবেল কৰা হয়েছিল। তখন তাৰা বলল যে সেনাবাহিনীৰ গোপন তথ্য, এটা দেওয়া যাবে না। অৰ্থাৎ তাৰা বাস্তুয় চলাকৈৰা কৰবে। কিন্তু ক্যাম্প কৰা হয়েছিল বাস্তুয়। সেগুলোৱে ছবি তাঁৰা আমাদের তুলতে দিতেন না। একজন মেজুৰ বলেছেন যে, সাধাৰণ নাগৰিকের এটা জানাৰ দৱকাৰ নেই—কতজন সেনাসদস্য নির্বাচনী নিৱাপনার অংশ নিজেছে। এই বিষয়গুলো নিয়ে সেনাবাহিনীৰ সঙ্গে কমিশনেৰ কথনো বসা যাব কি না—তথ্য অধিকাৰ নিয়ে। আসলে আইনেৰ চেয়ে বেধহয় মানসিকতাটা বেশি জৰুৰি। আগে যিনি ডেপুটি কমিশনাৰ হিলেন, ওনাৰ দৱকাৰ খোলা থাকত ফকিৰ থেকে তুক কৰে সৰাৰ জন্য। এখন দৱজাটা এহন বক্স হয়ে গৈছে যে ওখানে ভদ্ৰলোকেৰও যাওয়াৰ সুযোগ নেই। এটা আসলে মানসিকতাৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰে।

গোলাম মোস্তফা জীবন স্টাফ রিপোর্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সিরাজপুর

আমি ধারা ৭ নিয়ে একটু বলতে চাই। উপধারা (চ), (ছ) এবং (ব) নিয়ে আমার নিজের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা তৈরি হয়েছে। আমার এ ক্ষেত্রে এই (চ), (ছ) এবং (ব) উপধারাকে অপব্যবহার করা হয়েছে। আমি সিরাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এলও শাখার কিছু তথ্য চেয়েছিলাম। কৃমি অধিবাসের ক্ষতিপূরণের টাকা চেয়ে যারা আবেদন করেছে তার একটি তালিকা চেয়ে আবেদন করেছিলাম। তাদের নাম-ঠিকানা চেয়েছিলাম, ফোন নাম্বার চেয়েছিলাম। তারা (চ), (ছ) ও (ব)—এই উপধারাগুলো উল্লেখ করে অপারগতা জানিয়েছেন। পরে আমি যখন করিশনে অভিযোগ করি, ফোন নাম্বারটা বাদে বাকি তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য করিশন নির্দেশ দেয়। তারপর তারা এই তথ্যটা দিয়েছে। এই তথ্যগুলো যে নিতে হবে, এটা জেলা প্রশাসকের সংশ্লিষ্ট যে কর্মকর্তা ছিলেন তারাও জানতেন। কিন্তু তার পরও এটা নিয়ে আমাকে করিশন পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আমার এই ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, আসলে কেউ কেউ ইঞ্জেক্ষন করেই অপব্যবহার করে থাকে। আমরা যারা তথ্য নিতে চাই তাদের কোনোভাবে প্রতিহত করা যায় কি না তার চেষ্টা করে। এর মাঝখানে যে সময়টা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে অন্য কোনো উপায়ে তথ্য না দেওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করতে থাকে। আমার ক্ষেত্রেও তথ্য না দেওয়ার জন্য বা সময় ক্ষেপণ করার জন্য অনেকগুলো পছন্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আমাকে ঠিকানা জন্য আমার বিলক্ষে হয়েরানিমূলক নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আমাকে বিপন্ন ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে যে, এই জিলাগুলো এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো অপব্যবহার হচ্ছে, হয়তো তারা একটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। রাজ্যকুল সাহেব—উনি বলেছিলেন আইনটা আবেক্ষণ্য ব্যাখ্যা করা দরকার, একটু উচিয়ে বলা যেন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। আমি মাননীয় তথ্য করিশনের মাহোদয়কে অনুরোধ করছি সেই পদক্ষেপটা নেওয়া যাব কি না।

আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে, যদি কোনো তথ্য কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা ঐ ডিপার্টমেন্টের কেউ তথ্য নিতে না চায়, সে ক্ষেত্রে যে-কেউ আবেদন করুক না কেন তারা হয়েরানি করতে পারে। আর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য উনি হয়তো পরে তথ্য নিচ্ছেন, উনি ভাবছেন ‘তথ্য দিব তার আগে ঢাকা পর্যন্ত ফুরাই নিয়ে আসি’। তার তো পীচ হ্যাজার টাকা খরচ করাতে পারব, উনি তো যাবেন অফিসের খরচ দিয়ে, এ রকম মানসিকতা কিন্তু তাদের মধ্যে আছে। সে ক্ষেত্রে যদি তথ্য করিশন এখন একটা ব্যবস্থা রাখে, যিনি তথ্যাধীনী, যিনি ঢাকা পর্যন্ত গেলেন তার জন্য যদি এই খরচটা রাখেন সঙ্গে ইন্ট্রুড করে দিত, তাহলে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে একটু সহযোগিতা পাওয়া হবে।

মোঃ সাজদার রহমান শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী

এখানে মূল প্রবক্ষে যে ঘটনা ভুলে ধরা হয়েছে তাতে আমাদের কৃষি বিভাগের দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বলি, গত পরও দিন আমাকে ডিজি সাহেব বললেন যে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে একটা গোলটেবিল আলোচনা হবে কৃমি যাও। এ সময় স্যারকে বললাম, এ আইন সম্পর্কে বই বা কিছু একটা দিন, না হলে গিয়ে শব্দব কী আর বলব কী। কুঁজাতে গিয়ে দেখা গেল, তথ্য অধিকার আইনের বই ডিজি অফিসের কোথাও নেই। পরে অন্য একটা ডিপার্টমেন্টের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে, তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমি ৭-ধারাটা একটু পড়ার চেষ্টা করলাম। আইনে যাদের কর্তৃপক্ষ হিসেবে বলা হচ্ছে এ বিষয়ে তাদেরও তো জানার ঘাটতি আছে। আমাকে দিয়েই আমি বলি, এ বিষয়ে যদি আমি না জানি, তাহলে আমি কীভাবে কাজ করব। সরকারি কর্মকর্তা যারা কর্তৃপক্ষ তাদের বিষয়টি পুরোপুরিভাবে জানা দরকার। কোন তথ্য দেবে, কোনটা দেবে না, কী ধরনের আইন আছে।

রাজকুমার শাও নির্বাহী পরিচালক, আসুস, রাজশাহী

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আদিবাসী যারা আছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে যখন তাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আসে, তারা তা পায় না। আমাদের সংগঠনের সহায়তায় আদিবাসীরা যখনই এ বিষয়ে তথ্য চেয়ে আবেদন করতে যাচ্ছে তখনই তাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। আদিবাসীদের সহায়তা করার কারণে তারা আমাদের ওপর স্ফুর হচ্ছে। তারা বলছে, এই সংগঠনটিকে কোনোভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না। আদিবাসীদের সহযোগিতা করতে গেলে তারা আমাদের উল্টো বামেলায় ফেলছে।

মো. মেজবাহ উদ্দীন চৌধুরী

জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

আমাদের মেশে তথ্য নিয়ে যখনই আমরা কথা বলি যখন তথ্য মেওয়া-না-মেওয়া নিয়ে টানাপোড়েন কর হয়, তখন ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল পিত্রেট অ্যাস্টে আমাদের চোখ চলে যায়। কারণ আমাদের মাইন্ড সেট। আজকে এখানে বারবার এই কথাটাই এই শব্দটাই উচ্চারিত হয়েছে—মহিন্দ সেট। সরকারি কর্মকর্তাদের এক দিনের চৰ্তা হলো, অফিসিয়াল তথ্য কাউকে দেওয়া যাবে না, এগুলো সব গোপন এবং দিলেই, যিনি দেবেন তার একটা সহস্য তৈরি হবে। তার জন্য আচরণবিধি, শৃঙ্খলাবিধি অনেক কিছু আছে। তো আমাদের জন্ম হয়েছে এই বাতাবরণের মধ্যে, ঘেরাটোপের মধ্যে। আমরা বেড়ে উঠেছি এর মধ্যে এবং আমাদের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী কেউই এর খেকে বাইরে নই। এই প্রজন্ম এখন যারা চাকরিতে যোগদান করছে তারা হয়তো সম্পূর্ণভাবে মুক্ত অবস্থায় কাজ করতে পারবে, এটাই আমার বিশ্বাস হয়।

এটি একটি আইন। এটিকে বাইপাস করার কোনো সুযোগ নেই, এটিকে অমান্য করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যারা আইন অমান্য করছি, তারা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকর্তা তৈরি করার কোনো সুযোগ আমাদের নেই। যারা প্রতিবন্ধকর্তা তৈরি করছেন তারা না জেনে করছেন।

উপরাং (ই) নিয়ে কথা বলেছেন সিরাজগঞ্জের সাংবাদিক। (ই)-এর ক্ষেত্রে, এখানে প্রিজামশনের একটা ব্যাপার আছে। আমি যদি আনে করি যে, এখানে সহস্য হতে পারে, তাহলে আমি এই তথ্য দেব না। কারণ, এ ক্ষেত্রে দেশের বা কোনো বিষয়ে নিরাপত্তা বিপ্লিত হতে পারে। যেমন কে কে আয়োন্ট হবে, এটা আগাম প্রকাশ করা যাবে না। আয়োন্ট করার পরে কে কে আয়োন্ট হলো তা জানা যেতে পারে। সূতরাং এখানে প্রিজামশনের কোনো বিষয় নেই। কিন্তু আমাদের এখানে এই প্র্যাকটিসটা করছি। আমি ভাবছি যে এটা করলে সরকারের এই ফাঁকিটা হবে। সূতরাং এই বিষয়গুলো আরেকটু ভালোভাবে স্পষ্ট করে এলে ভালো হয়।

এ ক্ষেত্রে শুধু আমরা নই, যারা তথ্য চান তাদের মধ্যেও পারস্পরিক শ্রীকাবোধের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা সবাই সুশাসনের জন্য কাজ করছি, দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছি। সে ক্ষেত্রে আমার বজ্রটুকু করা সরকার আমি স্টেটকু সঠিকভাবে করব। প্রত্যেকে তার মতো করে কাজ করে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যটা আমরা অর্জন করতে পারব।

আরেকটা বিষয় আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা বিষয়ে আইনের একটা সংজ্ঞা থাকে, আইনের ফ্রজ থাকে এখানেও আছে। সংজ্ঞায় কিন্তু তথ্য প্রক্ষেপকারী বা তথ্য আবেদনকারীর সংজ্ঞাটা নেই, এটা বোধহয় থাকা দরকার। সংজ্ঞার মধ্যে এটা এলো ভালো হয়। এক সাংবাদিক আমার সব কাবিথা এবং সব টিআর-এর তালিকা তেয়েছিলেন, এ ক্ষেত্রে যে কাজটা আমি এখনো করিনি, এটা এখন অন স্য প্রসেস, ইন দ্য প্রসেস অব মেকিং, সেটা কি উনি পাবেন? এটা এখনো অনুমোদন হয়নি, এটা তো প্রসেস অব মেকিং। এর সঙ্গে ছ-এর একটা সম্পর্ক আছে। যখন তিনি এটা আবেদন করলেন তখন থেকে ২৪ দিনের মধ্যে বা ২০ দিনের মধ্যেও অনুমোদনটা হবে না। অনুমোদনটা তার পরে হবে। এখানেও একটা বিষয় থেকে যাচ্ছে। আমি একটা উদাহরণের কথা বললাম। এটা একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস, যিনি তথ্যটা দেবেন তিনি ভাবছেন যে এই লোকটা সাধুকরণের উদ্দেশ্যে তালিকাটা চালনি। সমস্ত জেলার সব টিআর সব কাবিথার তালিকা উনি কেন চাচ্ছেন? এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিরাপত্তার একটা বিষয় জড়িত আছে। তিনি যদি তালিকাটা আগেই পেয়ে যান আর তিনি যদি এটা ম্যানুপ্লেট করেন। আবার পরবর্তী সময়ে যারা এই তালিকার কাজটা বাস্তবায়ন করবেন তারা, যদি ধরেন প্রকল্পটা যদি ১ লাখ টাকার হয়, যদি সেখান থেকে ১০ হাজার টাকা আগেই খরচ করতে হয়, বাকি ৯০ হাজার টাকার মধ্যে থেকে প্রকল্পটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। এই কারণে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্য লিঙ্গে গঢ়িমসি করেন। এটাও হতে পারে। যেহেতু আমরা জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করছি, আমরা সকলেই আমাদের সঠিক দায়িত্বটা পালন করব।

আজকে আমরা এখানে তথ্যের মূল বিষয়টা ৭-ধারা নিয়ে আলোচনা করেছি, কিন্তু আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এবং আমার একটা আবেদন থাকবে, ৮-ধারাটাও আপনারা আলোচনা করবেন। যাতে করে কীভাবে আবেদন করতে হবে, আবেদন করার বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়। যখন আমরা আইনের ধারাগুলো পড়ি তখন কি ধারাগুলো পর পর পড়ি, যাকে কলা হয় রিং উইথ ন্যাট সেকশন; এ ধারাটা পড়লে এই ধারাটাও পড়তে হবে। আমি মনে করি, ৭-এর সঙ্গে ৮-ধারাটাও আলোচনা করলে এটা অনেক ফ্রাউল হবে। আমার বোর্ডের মধ্যে ভুল থাকতে পারে, আমি মনে করি, আমরা সবাই একটা ভালো উদ্দেশ্যে কাজ করছি, আমাদের বোর্ডের মধ্যে যদি আরেকটু আলোকপাত হয়, আমরা যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি আমরাও কৃতৃর্থ হব আমাদের দায়িত্বটাও আমরা সঠিকভাবে

পালন করতে পারব। আমরা প্রস্তুত আছি আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য, আমরা কাউকেই কোনোভাবে ভোগান্তি করতে চাই না, কাউকেই বাদ দিতে চাই না, কাউকেই বাধা দিতে চাই না, আমরা সেবা করার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। ধন্যবাদ স্বাইকে।

হেলাশুমীন আহমেদ বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

২০০৯ সালে এই আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং এর আগে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এটাকে অধ্যাদেশ আকারে প্রকাশ করে। তথ্য অধিকার আইন হওয়ার ফলে আমাদের একটি বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেমন, এই আইনটা পাস হওয়ার আগে আমাদের সরকারি কর্মকর্তারা বলতেন, এটা গোপনীয় বিষয় এটা দেওয়া যাবে না। কিন্তু এখন সে অবস্থা কিন্তু নেই। দেশের একজন নাগরিক তথ্য চাইলে তা পাওয়ার অধিকার আছে।

নাগরিক হিসেবে আমার তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে। তথ্য দেবে না কেন, যারা তথ্য দেবে না তাদের আইন লঙ্ঘনের দায়ে সুস্পষ্টভাবে অভিযুক্ত করা হোক। কিন্তু কিছু তথ্য আছে, যেগুলো বলা যাবে না। যেমন আমাদের বঙ্গভার এসপি সাহেবকে যদি বলা হয় আগামীকাল কাকে কাকে আরেকটি করবেন, বলেন। তথ্যটি যদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে না হয় এবং ৭-ধারায় হেঞ্জলো দিতে বাধা নয় বলেছে, তা বাদে জন্য সব তথ্য দিতে বাধ্য। আমি এটা করার জন্য সব জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেব। সব জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে যে খিটকলো হয় এই মিটিংটাতে জেলা প্রশাসক যদি দিকনির্দেশনা দিয়ে দেন যে ধারা ৭-এর যে উপধারাগুলো আছে, এগুলো ছাড়া বাকি সব তথ্য হেন জনগণ পেতে পাবে। একই সঙ্গে আমাদের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কিছু প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন—সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ। এখানেও যাতে এই তথ্যগুলো দেওয়া হয়। আর এনজিওরা যেন তথ্য দেয়, তারাও যাতে জবাবদিহির বাইরে না থাকে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

অধ্যাপক ড. সাদেক হালিম তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

প্রবক্ষকার খুব সুন্দরভাবে প্রবক্ষটি উপস্থাপনা করেছেন এবং আপনারা খুবই প্রাপ্যবন্ধভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আপনাদের মতভঙ্গগুলো দিয়েছেন। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ বিষয়টি আমার মনে হয় খুবই বৈষম্যিকভাবে আলোচনা হয়েছে। আপনারা যদি দেখেন যে, উপধারা ৯-এ উল্লেখ করে দেওয়া আছে যে, ‘ধারা ৭-এ যা কিছু ধারুক না কেন তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং তথ্যের সহিত সম্পর্ক যুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না। এটা খুব জরুরি একটা জায়গা এবং অনুরোধের যত্নটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যত্নটুকু অংশ যৌক্তিক ভাবে পৃথক করা সম্ভব তত্ত্বটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে’। তবে আমার অভিজ্ঞতায় যেটা দেখছি, যৌক্তিকভাবে যত্নটুকু প্রকাশ করা যায়, তত্ত্বটুকু প্রকাশ করা হচ্ছে না। আমি বিনয়ের সঙ্গে বলছি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা যিনি আপিল কর্তৃপক্ষ, তাদের এই যৌক্তিকতা উপলক্ষ্যে করার মতো ক্যাপসিটি ডেভেলপমেন্ট করোনি।

অনেক সময় অনেক ফেস্টে একটা বিষয় উঠে আসে যে, যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তিনি তাঁর মতো করে ভাবছেন। এটা নিলে এটা হবে কি না। কিন্তু আমি একজন আবেদনকারী, আমি আমার মতো করে ভাবছি যে আমি এই তথ্যটা পাওয়ার অধিকার রাখি। তথ্য অধিকার আইনের যে জারিগাটি সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সেটা হলো ধারা ৪। এই ধারার বলা হয়েছে, ‘যে কোন নাগরিক তথ্য জানতে চাইতে পারবেন।’ যে-কোনো নাগরিক—মুঠি থেকে রিকশাওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, যিনি রাস্তা ঝাড় দিচ্ছেন, হরিজন, আদিবাসী, উচ্চপদস্থজন, বিচারপতি থেকে শুরু করে যে-কোনো নাগরিক তথ্য চাইতে পারবে। তবে আমি খেয়াল করছি, কেন জানি গত চার বছর যাবৎ সরকারি কর্মকর্তাদের সবচেয়ে প্রিয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে, আবেদনকারী কেন এই তথ্যটা জানতে চাচ্ছে। এর পেছনে কোনো একটা মোটিভ আছে। অবশ্যই মোটিভ ধারুবে, মোটিভলেস কেট তো তথ্য জানতে চাচ্ছে না। আবার অনেক সরকারি কর্মকর্তা যানে করেন, আসলে সে কি জানতে চায়, মাকি এর পেছনে দশজন আছে? সেটাও আমি উড়িয়ে দিছি না।



বাংলাদেশে অনেক আইন আছে। সেখানে যখন তথ্য অধিকার আইন এসে হাজির হলো তখন কিন্তু সবার ছাড়া খালাপ। এ আবার কী আইন? আমরা তো ১৯২৩ অফিসিয়াল সিঙ্কেসি অ্যাটে শিরে আসছি কোনো তথ্য দেব না। তথ্য অধিকার আইন হয়েছে এবং একই সময়ে সরকারি কর্মকর্তারা ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিঙ্কেসি অ্যাটে শিখছেন। আমাদের এখন লড়তে হবে ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিঙ্কেসি অ্যাট, '৭৯-এর যে বিজনেস রুলস এবং অফিসিয়াল কন্ট্রাক্ট রুলসের যে ধারাগুলো সাহার্থিক সেগুলোকে রদ করতে হবে। তবে কেউ তথ্য জানতে চাইলে তথ্য অধিকার আইনটাই প্রাথান্য পাবে, কারণ হচ্ছে ধারা ৩। যদি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কেউ তথ্য জানতে চায় সে কেবলে অন্য যে আইনটি ধাক না কেন, তথ্য অধিকার আইনটি প্রাথান্য পাবে।

মূল প্রবক্ষে যেভাবে দেখানো হয়েছে, উপর্যুক্ত (চ) থেকে (ড) অবধাই এটা ক্রিয়াল জানিতের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত, তদন্তাধীন বিষয় আমি কোনোভাবেই তথ্য দেব না। আরেকটা বিষয় এখানে খুব বেশি জোর দেওয়া হয়েছে সেটা হলো—'কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ্ণ হইতে পারে'—এ ধরনের তথ্যও প্রকাশ হবে না।

ধারা ৭ বিষয়ে মূল প্রবক্ষে যে বিষয়গুলো আছে তাৰ সঙ্গে আমি একমত। আমি মনে কৰি, মূল প্রবক্ষটি আপনি আরো ইলাবৱেট কৰতে পারেন। বিশেষ কৱে, উপর্যুক্ত (ত) বিষয়টি নিয়ে। টেক্সার কার্যক্রম, হইজ ইজ বিকাম এজেন্টেবলি হোৱাৰ ইন বাংলাদেশ। আমাদেৱ পুলিশ ফোর্স নিয়ে এসে টেক্সার বক্স ওপেন কৰতে হয়, সে কেবলে আমি মনে কৰি যে অ্যামেন্ডমেন্টের সহয় যদি স্টেপিস্টেটা কৰে দেওয়া যায় প্রি-টেক্সারিং, পোস্ট-টেক্সারিং ইত্যাদি। কিন্তু আমি এই ধারাটা বাদ দেওৱার পক্ষে না। এই ধারাটা ধাকা উচিত, যেটা কিনা আরেকটু ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এখন আপনারা বলছেন এটাৰ ব্যাখ্যা দৰকার, ঘটার ব্যাখ্যা দৰকার। আইনেৰ কিন্তু এত ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। তাহলে একটা আইনেৰ বই আৱৰ্য উপন্যাস হয়ে যাবে। সে কাৰণে এত ব্যাখ্যা আমাৰ দেওয়া সহজ নৰ।

আরেকটা বিষয় আমাৰ না বললেই চলে না, এখন পৰ্যন্ত আমাদেৱ মোট অভিযোগ এসেছে ৫৭২টি, আমরা আমলে নিয়েছি ২৮৬টি, গুলানিৰ মাধ্যমে আমরা নিষ্পত্তি কৰে নিয়েছি ২৭৩টি। আমরা প্রায় ২৬৩টি অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিলি। কমিশনে ইন হাউস মিটিংয়ে কাৰণ দেখানো হয়, এটাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কৰ্মকৰ্তাৰ নাম ঠিক নেই বা আপিল কৰ্তৃপক্ষৰ নাম ঠিক নেই বা ফৰম্যাট একটু এদিক-সেদিক। এসব কাৰণ দেখিয়ে আমরা অভিযোগ বাদ কৰে দিচ্ছি। এটাতে আমি একেবাৰেই একমত নই। আপনারা দেখবেন যে অ্যানুযাল রিপোর্টে আমি এটাৰ ব্যাখ্যা দিয়েছি। ২৬৩টা মানে কী? ৫০% অভিযোগ তথ্য কমিশন নিচে না। এবং যাৰ ফলে তথ্য কমিশনে যে ধৰনেৰ পাৰফৰম্যাল হিল ২০১২-তে, ২০১২ থেকে দেখবেন অভিযোগেৰ সংখ্যা ক্ৰমশ কমে আসছে। যদি ৫০% অভিযোগ আমি গ্ৰহণ না কৰে ফেৰত দিয়ে নিই এবং এটাৰ মধ্যে কিন্তু ১০%ও ব্যাক কৰছে না। পুনৰায় আবেদনেৰ মতো টাকাপৰসা, দৈৰ্ঘ্য—এটা কাৰো নেই। বেমন ধৰেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কৰ্মকৰ্তা হয় একটা ইউনিয়ন, উপজেলায় বা জেলায়; আপিল কৰ্তৃপক্ষ হয় জেলায় বা বিভাগে। একজন গৱৰ্ণমেন্ট মানুষ কেমল কৰে এতবাৰ আসবে। সেজন্য আমাৰ মনে হয়, এটা নিয়ে একটা বড় রিপোর্ট আমাদেৱ কৰা উচিত। এখানে বৃত্তোক্তেসিৰ মধ্যে তথ্য কমিশন পড়ে গৈছে। ভাৱতে কিন্তু এগুলো ফেৰত পাঠানো হয় না। যেভাবেই অভিযোগ আসুক তা গ্ৰহণ কৰা হয়। এ জাহাগীটা আমি হতক্কে ঠিক কৰতে না পাৰিব, ততক্কে আইনেৰ সুষ্ঠুল জনগণ পাৰে না। সে কাৰণে বলি, আপনারা যাবা সিভিল সোসাইটিৰা আছেন, তাঁৰা এটা নিয়ে শব্দ কৰোন, একটু লেখাপেঞ্চি কৰোন, যেন কমিশন আৰো বেশি কৰে জনগণকে সাৰ্ক কৰতে পাৰে।

আমাৰ বকলব্য দৈৰ্ঘ্য ধৰে শোনাৰ জন্য ধন্যবাদ।

- বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, প্রশাসনের বিভিন্ন দণ্ডের এবং নকি ধারা বেসরকারি কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রেও তথ্য প্রকাশের নীতিমালা প্রয়োজন।
- জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার সরকারি প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও কর্মপর্ক্ষতি আরো জোরদার করা এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণা এই প্রচেষ্টার অঙ্গৰূপ করা।
- তথ্য অধিকার আইনকে বেশি বেশি জনগণের কাছে পৌছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া।
- তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে। বিষয়টি পরিষ্কার না। ব্যাখ্যা থাকলে তালো হতো।
- উপর্যুক্ত-(ত)-তে ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্য ছাড়াও লিজ-প্রতিক্রিয়া, খাসজনিয় বন্দোবস্ত প্রদান বিষয়গুলো উপর্যুক্ত-(ত)-তে যুক্ত করলে সুবিধা হবে।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে ভূমি অধিকার এবং ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কৌশলগত কারণে বা সরকারি কার্যক্রম সৃষ্টিভাবে সম্পন্ন করার স্বার্থে কাজের একটা পর্যব্রত গোপনীয়তা বজায় রাখতে হয়। এই ধরনের জাতিল বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সময়সিত ক্ষেত্র সোজ করানো।
- ৭-ধারার বিষয়ে মন্ত্রণালয় নির্দেশনা থাকা। তাহলে সরকারি কর্মকর্তাদের অনেক বিধাবন্দ নিরসন হবে।
- ধারা ৭-এ অঙ্গৰূপ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করে দেওয়া হলে তালো হবে।
- অফিসিয়াল সিঙ্কেন্সি আর্ট যেহেতু বাতিল হয়নি, সুতরাং অফিসিয়াল সিঙ্কেন্সি আর্টকে যুগোপযোগী করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষ-ক্ষ মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণের আরোজন করা এবং মন্ত্রণালয় থেকে ‘তথ্য অধিকার আইনের আলোকে তথ্য দিতে বাধ্য’ এই মর্মে নির্দেশনা জারি করা। একইভাবে এনজিও ব্যৱৰ্তো থেকে এনজিওগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা।
- আইনটাকে সাধারণ জনগণের কাছে সহজ জানায়, সাবলীল জানায় নিয়ে যেতে হবে।
- সাংবিধানিক বাধা হিসেবে উপর্যুক্ত-(জ) এবং -(ল)-তে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে চিহ্নিত করে দিতে হবে।
- প্রবন্ধের সুপারিশে পাবলিক প্রক্রিয়ামেটের বিষয়টা বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা বাদ না দিয়ে বিভিন্ন স্টেজে তথ্য প্রদান করার বিধান যুক্ত করা যেতে পারে। প্রি-টেক্সারিং স্টেজ, টেক্সারিং স্টেজ এবং ডিসিশন মেকিঙের ক্ষেত্রে। এই তথ্যগুলো কঠটুকু দেওয়া যেতে পারে, কঠটুকু দেওয়া যেতে পারে না। এই বিষয়গুলোও এখানে আসা উচিত।
- মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- সোর্সের তথ্য ডিসক্লোস করা যাবে না।
- প্রত্যেক বিভাগে একটা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ইউনিট থাকবে। মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তার যদি কম্ফিউশনে থাকে যে এই তথ্যটা নেব কি নেব না, তাঁরা ইমেইলের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন ইউনিট থেকে ক্ল্যারিফিকেশন নেবেন। তথ্য কমিশন নিজে এই দায়িত্বটা নিতে পারে।
- কর্মকর্তাদের মানসিকতা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- উপর্যুক্তগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা দরকার, যেন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে।
- যদি এমন মনে হয় যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে বা উদ্দেশ্যপ্রোদ্দিত হয়ে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করেননি, সে ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন থেকে এমন একটা ব্যবস্থা রাখা, যাতে তথ্যপ্রাপ্তী, যিনি ঢাকা (কমিশন) পর্যব্রত গোলেন তার খরচটা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বহন করবেন। এটা রাবের সঙ্গে ইনকুড করে দিতে হবে।
- ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিঙ্কেন্সি আর্ট, '৭৯-এর যে বিজনেস রুলস এবং অফিসিয়াল কনভার্ট রুলসের যে ধারাগুলো সাংবর্ধিক সেওগুলোকে বাদ করতে হবে।

- মূল প্রবক্ষে যেভাবে দেখানো হয়েছে, উপধারা (চ) থেকে (ড) ক্লিমাল জাস্টিজের সঙ্গে খুবই সম্পৃক্ত তাই অবশ্যই বহাল থাকতে হবে।
- তদন্তাধীন বিষয়ে কোনোভাবেই তথ্য দেওয়া যাবে না।
- ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ হইতে পারে’—এটি বহাল থাকতে হবে।
- ধারা ৭-বিষয়ে মূল প্রবক্ষে যেসব বিষয় আছে তার সঙ্গে একইস্তে থাকতে হবে।

ডিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশ

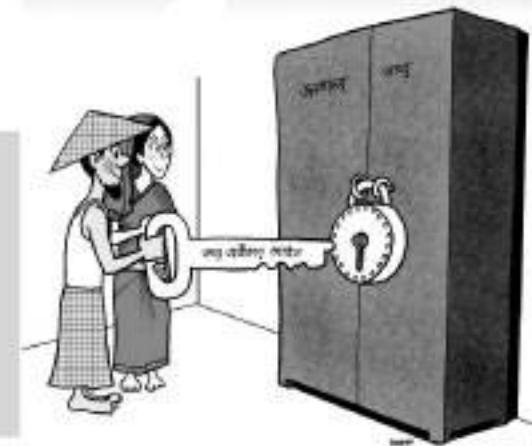
ধারা ৭ বিষয়ে কূল ধারণা ও সৃষ্টিতত্ত্বগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- এই ধারার সব উপধারা সম্পর্কে জনগণকে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা।
- ধারাবাহিকভাবে ইলেক্ট্রনিক ইডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা।
- আইনটি সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করা।
- তথ্য প্রদানের বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার মনে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে স্বীকৃত সময়ের মধ্যে তিনি সে বিষয়ে তথ্য কমিশন/বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে ইমেইল-বার্তার মাধ্যমে কোনো তথ্য জেনে নিতে পারবেন, এমন ব্যবস্থা রাখা।
- ধারাটির আরো সহজীকরণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন এবং ক্ষেত্রগতে অধিকতর সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।
- অসৎ উদ্দেশ্য পোছগকারী তথ্যদাতা ও হাইতাদের বিষয়ে পাত্রদের পাত্রতাক ব্যবহার আওতায় আনা।
- তথ্য প্রদানকারী ‘কর্তৃপক্ষ’কে ধারা ৭ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে।
- আরা ৭-কে আরো স্পষ্ট করা ও সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান।
- সেবাদানকারী ও প্রযুক্তিগত মাধ্যে তথ্য আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণার উদ্দেশ্য।
- সরকারি চাকরি বিধিমালাগুলো পরিবর্তন করে ৭-ধারার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।
- একেবারে যা পোপনীয়, প্রকাশ হলে ক্ষতি হবে তা বাদ দিয়ে বাকিগুলোর প্রকাশ করতে হবে।
- ধারায় যেসব ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আছে, সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা দরকার।
- অফিসিয়াল সিঙ্কেন্সি অ্যাপ্ট হালনাগাদ করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ট্রেনিং দেওয়া প্রয়োজন।

রংপুর বিভাগ

রংপুর বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা



২৫ মে ২০১৪

বেগম রোকেয়া অডিটোরিয়াম, আরডিআরএস, রংপুর

প্রধান অতিথি : মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : মুহাম্মদ দিলোয়ার বখত
বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন

সভাপতি : ফরিদ আহাম্মদ
জেলা প্রশাসক, রংপুর

সঞ্চালক : হাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই



আকবর হোসেন

সভাপতি, সুজন, রংপুর

তথ্য দেওয়া এবং নেওয়া এটা একধরনের কামেলা মনে করা হচ্ছে। যিনি দেবেন উনিও মনে করছেন এই তথ্যটা দিয়ে কোন জায়গায় কোন কামেলায় পড়ব। অ্যাকচুয়েলি আমাদের অফিসারদের মধ্যে ঘোষণার বলতে দিখা নেই, সচেতন এবং জবাবদিহির ঘোষণাটি ঘটতি রয়েছে। এই ঘটতির জন্য আমরা যার কাছে তথ্য নিতে যাব, উনি মনে করছেন এই তথ্যটা যদি আমি দিই, তাহলে আমাকেই কামেলায় পড়তে হবে।

আমাদের দেশে তথ্য দেওয়ার কাজ প্রাথমিকভাবেই তত্ত্ব হয়নি। মূল প্রবক্ষে উচ্চবিদ্যুৎ ঘটনাগুলোতে যে কৃষকদের কথা বলা হলো, আমি মনে করি, এই কৃষকদের গোপনীয় মেডেল দেওয়া দরকার যে সাহস করে সে এত দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছে।

তথ্য অধিকার নিয়ে আপনারা যারা কাজ করছেন এবং তথ্য কর্মশালায় যারা আছেন, এই তথ্যকে সহজলভ্য করার জন্য, তথ্য আদান-প্রদানের সুব্ল সংস্কৃতি তৈরির জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। ধন্যবাদ।

মোঃ আবদুল মোতালেব সরকার

উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তা, কাউন্সিল উপজেলা, রংপুর

মূল প্রবক্ষে যে সুপারিশগুলো করা হচ্ছে আমি সেগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করছি। আমি এই প্রোগ্রামে আসার আগে আমার কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটু মন্তব্যনির্ময় করেছিলাম, তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণাটা কী তা জানার জন্য। সেখানে যে ৫০% জানে তথ্য অধিকার নিয়ে একটি আইন রয়েছে। তবে তথ্য অধিকার আইনে কোনো নাগরিক কী ধরনের তথ্য পেতে পারে বা কী ধরনের তথ্য তারা (সরকারি কর্মকর্তা) নিতে পারে, এ ধরনের স্পষ্ট ধারণা কারোরই নেই। আর বাকি ৫০% তখুনেছে যে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে।

আপনারা জানেন যে আমরা প্রশাসনের সর্বনিম্ন তরে কাজ করি। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্ত্ব হয় না। সরকারি অফিসগুলোতে যেমন সিটিজেল চার্টার আছে, তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রত্যোক্তা ইউনিটের যদি সুস্পষ্ট চার্টার থাকে যে কোন তথ্যগুলো আমি নিতে পারব আর কোনগুলো নিতে পারব না, তাহলে কর্মকর্তাদের পক্ষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং সহজেই তথ্যগুলো দেওয়া সত্ত্ব হবে। আমরা যারা উপজেলা পর্যায়ে কাজ করি, তাদের সবার মধ্যে একটা প্রবণতা আছে, কেউ যদি কোনো তথ্য চায় সবার আগে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই যে আমি তথ্যটা নিতে পারব, নাকি পারব না। কিন্তু এ কক্ষ যদি একটি মিনিস্ট্রি চার্টার থাকে যে কোন তথ্যগুলো আমি নিতে পারব, তাহলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলারও অযোগ্য হবে না। একদিকে যেমন সময়ের স্বল্পতা হবে অন্যদিকে তাৎক্ষণিক তথ্যগুলো পাব।

আমরা যারা তথ্য দেব তাদেরও সেভাবে কোনো ধারণা নেই। যেমন, আমাদের হাসপাতালের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলছিলেন একজন স্লোক এসে বলছিল আমকে এই জিনিসটা দাও। কিন্তু উনিও কিন্তু জানেন না হাসপাতাল থেকে কী ধরনের তথ্য জনগণ পেতে পারে। আমার প্রস্তাৱ হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের এই আইনটি ভালোভাবে শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। তাহলে সহস্য অনেক করে যাবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ড. শ্রীফা সারোয়ার নীলা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

আমরা খুব সুলভিত একটি প্রবক্ষ উপস্থাপন করেছি। তথ্য অধিকার আইনে আমরা তথ্য পাব। সেই সঙ্গে কিছু গোপনীয়তাও অবলম্বন করা হবে। আইনে বৃক্ষিক্রমিক সম্পদ, কারিগরি বা প্যাটেন্ট-ভিত্তিক যে সরক্ষণবাদিতার কথা বলা হচ্ছে, এটা কিন্তু ধাক্কাই উচিত। আমরা যে তথ্য জানতেই চাইব, সে তথ্য কোথায় কতখানি পেতে পারি সে বিষয়টি ও কিন্তু আমাদের কাছে অত্যন্ত উল্লেখ্যপূর্ণ।

ধারা ৭-এর অপ্রয়োগ যদি আমরা রোধ করতে চাই, তাহলে দণ্ড-প্রধানদের কর্মশালা করাটা খুব জরুরি। তাদের ভালোভাবে জানতে হবে যে আমি এই এই তথ্য নিতে পারি এবং এই তথ্য নিতে পারি না।

অ্যাভিভাবেট মূলীর চৌধুরী

রংপুর আইনজীবী সমিতি

এ আইন ২০০৯ সালে প্রণীত হয়েছে। আইনটির তাহিদা ছিল বাংলাদেশের মানুষের নীতিমন্ত্র। এখানে ৭-ধারায় সুনির্দিষ্ট করে ২০টি উপধারা সংযুক্ত করা আছে। এখানে আছে কোন তথ্যগুলো জনস্বার্ত্তে, জাতীয় স্বার্ত্তে প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ৭-ধারাকে রেকার করে অধিকারভূক্ত তথ্যগুলোও দেওয়া হচ্ছে না। আমাদের সংবিধানের যে ৩৯ অনুচ্ছেদ, দেখানে আমাদের চিন্তা, বাক ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটিকে লক করেই তথ্য অধিকার আইন পাস করা হয়েছে। এখানে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ৭-ধারা সংবিধানের যে ৩৯ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় কি না।

সংবিধানে বলা আছে, কোনো আইন যদি সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে সেটা তরুণ থেকে বাতিল অথবা যদি আঁশিকভাবে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে যতটুকু সাংঘর্ষিক ঠিক ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে। এই আইন প্রয়োগ করতে পিয়ে আমরা দেশতি, কিন্তু কিন্তু উপধারা আছে, যেগুলো ৭-ধারার রাখা ঠিক হবে না।

দেশব্যান মাইক্রোজ মণ্ডলী

এরিয়া ম্যানেজার চিআইবি, রংপুর

আমরা এর প্রয়োগিক দিকটা নিয়ে কাজ করছি। যে কারণে এখানে কয়েকটি বিষয় সূপারিশ যেগুলো এসেছে, সেগুলোর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে একমত পোষণ করছি। বিশেষ করে, (ত)-তে যেটি বলা আছে, প্রকিউরমেন্ট-বিষয়ক বিধানটি নিয়ে আমাদের একটু জোরালো সূপারিশ থাকা প্রয়োজন। সর্বশেষ যে বিষয়টি বলা হচ্ছে (ন)-তে যেটি আমাদের প্রবক্তার জোর দিয়ে বলেছেন যে, তথ্য না দেওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি করিশন থেকে নিতে পারবে। এটি কিন্তু আমার সাধারণ চিন্তায় পুরো বিষয়টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমার মনে হয়, পুরো বিষয়টি নিয়ে আরো জোরালোভাবে যদি প্রয়োজন মনে করেন, রেফারেন্স আরো জাহাগা থেকে এনে এ দৃঢ়ো হেল কোনো অবস্থাতেই আমাদের এখানে ধাকতে না পারে।

তথ্য করিশনে শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এ রকম একটা ইউনিট বা সেল করা যায় কি না। কোনো কর্মকর্তা এই তথ্যটা দেওয়া যাবে কি যাবে না, সিঙ্কেন্স নিতে পারছেন না। তিনি যোগাযোগ করলে ওই ইউনিট তৎক্ষণিকভাবে অ্যাভাইস করবে। সবাইকে ধৰ্ম্মবাদ।



সৌহেন না
এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি

তথ্য প্রাপ্তি অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তথ্য কর্মকর্তা তথ্য দিলেন না, আপিল কর্মকর্তা দিলেন না, তারপর তথ্য কমিশনে পেলেন, তালিম হলো, তারপর তিনি তথ্য পেলেন। মূল প্রবক্ষ কেস স্টাডিতে যে কৃতিকের কথা বলা হয়েছে, তিনি হ্যাতো নিজে থেকে তথ্য নিতে যাননি, আমাদের মতো কোনো এনজিওর সহযোগিতাতেই গেছেন। তার পরও তাঁকে কত দিন দুরতে হয়েছে। আমার প্রস্তাবটা হলো তথ্য কমিশনের একটা ইমেইল অ্যান্ড্রেস যদি দেওয়া থাকে কাঞ্চিত তথ্য ৭-ধারার অধীনে পড়ে কি না, তা সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে জানা যাবে। ধন্যবাদ স্বাইকে।

জহুল আবেদীন
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, রংপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়

আইনটি পড়ে আমার কাছে যেটি মনে হয়েছে, বিশেষ করে এই ৭-ধারাটি পড়ে মনে হয়েছে যে, সঠিক বিভাগ নিজেই আনে না, সে কী দিতে পারে আর কী পারে না। এটিই আমাদের পরিকার করতে হবে যে, ৭-ধারা কোন বিভাগের জন্য কতটুকু প্রযোজ্য। একটি সেকশন আছে যে কারো ব্যক্তি নিরাপত্তার বিষ্ণু ঘটায় এমন তথ্য দেওয়া যাবে না। এইটুকু সুযোগে কেউ তো বলতে পারে, আমি এই তথ্যটি দিলে আমার জীবন সংশয় ঘটবে। আমি এই তথ্য নিতে পারব না। এখানে যদি একটি তালিকা করা যায় যে, কতটুকু তথ্য অন্যক দণ্ডের নিতে বাধ্য, তাহলে আমার মনে হব, এই ৭-ধারা বিষয়ক সমস্যায় আমরা কিছুটা হলো উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

আকতারুল নাহার সাকী
সির্বাই পরিচালক, পরম্পর, পঞ্জগড়

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আলোকে প্রতিষ্ঠানের তথ্য অবস্থানকরণ নীতিমালা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা এই একটা জয়গায় পিয়েই আটকে যাচ্ছি এবং ৭-এর বিভাগিতে আমরা ভুগছি। এবং আমরা এই জয়গায় পিয়েই হোচ্চ বাচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা ৭-ধারাকে নিয়ে স্পেশালি কাজ করার একটা ক্ষেত্র তৈরি করুন। এটুকুই আমার আজকের দিনের সুপারিশ। ধন্যবাদ স্বাইকে।

রফিক সরকার
সিনিয়র রিপোর্টার মাস্টরশ্য টেলিভিশন, রংপুর

আমাদের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের যে প্রতিবন্ধকতা সেটা আমরা স্বাই অনুধাবন করতে পেরেছি। ৭-ধারার যে উপধারাঙ্গে আছে সেগুলোর কিছু কিছু জাহাগায় আমার মনে হয় যে রেকটিফিকেশনের প্রয়োজন আছে। যেমন, ৭-এর (৩) যেখানে বলা হচ্ছে যে, ‘পরামুচ্চ নীতির কোন বিষয়ে শাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের বা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জেটি বা সংস্থার সহিত বিন্যামন সম্পর্ক স্থপন হইতে পারে এমন তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না।’ এখন পরামুচ্চনীতি তো নির্ভর করবে একটা দেশের জনগণের ওপর— একটা দেশের জনগণ কী চায় সেই মতামতের ভিত্তিতে কিছু সরকারকে দেশের পরামুচ্চনীতি করতে হব। এখন সেটা যদি জনগণ আগেই না জানতে পারে, যখন এই পরামুচ্চনীতিটা হাস্প করা হবে, তখন এটা কিছু জনগণের ইন্টারেস্টের বাইরে ঢলে যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, (৩) (অ)-তে যেটা বলা হচ্ছে ‘আয়ুকর, শক্ত, ভ্যাট, বাজেট, আবগারী আইন কর হার পরিবর্তন সংজ্ঞান কোন আগাম তথ্য’— আমি অবশ্যই মনে করি, আগাম তথ্য নিতে হবে। কারণ আমি কর দিই। আমার কর সামনের বছর কত শণ বাড়বে সেটা যদি আমি আগেই না জানতে পারি, তবে আমি কতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারব, এটা যদি আমি না জানি তবে একটা কর আরোপ করা হলে আমি নিতে পারব না। সুতরাং আমার মনে হব যে এই তথ্য আগাম দেওয়া দরকার।

তারপর হচ্ছে যে ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন ও শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে’— এ ধরনের তথ্য। কোন তথ্য দিলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হবে, এটা কিছু আরো ব্যাপক ক্ল্যারিফিকেশনের বিষয় আছে। এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ‘জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে’— এহন তথ্য। জাতীয় সংসদের অধিকার কোনটা, সেটা তো আমরা জনগণ জানি। আসলে কি জাতীয় সংসদের অধিকার?



আরেকটা বিষয় হচ্ছে 'মন্ত্রিপরিষদের ক্ষেত্রাত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপ সহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উভয় বৈঠকে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত সংজ্ঞান তথ্য'। এখন বিষয়টা হচ্ছে যে মন্ত্রিপরিষদ কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিল—কাজ ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিল, সেটা যদি আমরা জনগণ না জানি, তাহলে কিন্তু এখানে একটা অস্পষ্টতা থেকে যাব। সুতরাং জনগণ সারসংক্ষেপটিও জানার অধিকার রাখে বলে আমার মনে হয়। সবাইকে ধন্যবাদ।

যোগ মতিউর রহমান

আজলিক সম্বয়কারী, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

আমরা দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছি। আমাদের অভিজ্ঞতায় এই ৭-ধারার (ক) নিয়ে বলতে চাইলাম। আমরা ২০১২ সালে একটা তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলাম। তথ্যটা ছিল, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প প্রসঙ্গে। এই প্রকল্পে কাজল লোককে সেবা দেওয়া হবে, তাদের নামের তাপিকা। কিন্তু সরাসরি বলে দেওয়া হলো যে তথ্য দিলে আমার সমস্যা হবে। তথ্য দিলে যাব খব। আমার জীবনের নিরাপত্তার জন্য আমি তথ্য দিতে পারছি না। কারণ ৭-এর (ক) ধারাতে বলা আছে, জীবনের নিরাপত্তা বিচ্ছিন্ন হয়, এমন কোনো তথ্য দিতে পারব না।

আরেকটা বিষয় আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, সেটা হচ্ছে তদন্তাধীন সময়ে কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। একজনের ইট চুরি হয়ে গেছে, তাই তিনি সৈয়দপুর থানাতে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু অভিযোগের দুই মাস পরও কোনো সুরক্ষা পাইছেন না। এরপর উনি ধানের তথ্য চেয়ে আবেদন করলেন এটা জানতে চেয়ে যে 'আমি ধানের যে অভিযোগ করেছিলাম সে বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে চাই?' ধান থেকে সরাসরি বলেছে, এটার তদন্ত চলছে, এখন কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। হয়-সাত মাস হয়ে গেল, তথ্য এখনো পাইনি। তো এই বিষয়ে মনে হয় একটু পরিকার করা দরকার যে কত সহজ গেলে তদন্তাধীন বিষয়ের তথ্য পাবে।

অ্যাভেনোকেট নাসিমা খান

সম্বয়কারী, ব্রাস্ট, বাংপুর ইউনিট

আজকের এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা খুবই দরকার। প্রথমে শুনে আমার কাছে মনে হচ্ছে, এই আইন হচ্ছে জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য। তথ্য অধিকার আইনটা সম্পর্কে অনেক আইনজীবী আমরা এখনো বিজ্ঞাপিত জানি না। তা আমরাই যদি না জানি, তাহলে সাধারণ জনগণ তারা কীভাবে জানবে? তাই সকলের কাছে আইনটিকে নিয়ে যেতে হবে তাদের সচেতন করতে হবে।

মুশফিকা ইফিফাত

সহকারী কমিশনার (স্কুল), সৈয়দপুর উপজেলা, নীলফামারী

এখানে ৭-ধারার অনেক বড় বড় কথা লেখা আছে, যারা এটি বুঝেননে কথা বলবেন, তারা কিন্তু তথ্য কীভাবে পেতে হয়, এটিও জানেন এবং এই তথ্য পাওয়া তাদের কাছে কোনো বড় বিষয় না। কিন্তু ম্যাস পিপল, যারা তথ্য চায়, তাদের যতটুকু তথ্য হাতোজান সেটি কিন্তু এখন ওয়েব-পোর্টেলেই সন্তুরেশিত আছে। এটুকু আগন্তুরা যদি প্রচার করেন, তাহলে সবার জন্য উপকার হবে। ধন্যবাদ।

চিত্র ঘোষ

জেলা বার্তা পরিবেশক, দৈনিক সংবাদ, দিনাজপুর

আজকে তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারা নিয়ে কথা বলছি। ৭-ধারা সবক্ষে আমার একটি মতামত, এখানে তব কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগাম কিছু বলা যাবে না। সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে কিছু বলা যাবে না। বাংলাদেশে এমন বড় বড় জনসংক্রান্ত বিষয় আছে, যার আগাম দ্বর গণমাধ্যমে দেব হয়ে যাব। এই জনসংক্রান্ত ডিলটিতে ব্যাপক দুর্নীতির আশঙ্কা থাকে। বেম, পরা দেন্তুর ফেজে হয়েছে। তাই এটি সবক্ষে আগে জানার সুযোগ থাকলে দুর্নীতির আশঙ্কা কমবে। তাই আমার মনে হয়, এটা সংশোধন হওয়া উচিত। ধন্যবাদ।

মোঃ এরশাদুল হক

উপ-পরিচালক, ছানীয় সরকার বিভাগ, রংপুর

আমি যেহেতু ছানীয় সরকারে কাজ করি, আপনারা জানেন যে ছানীয় সরকারের সরচেয়ে তৎমূল পর্যায়ে সংগঠন হলো ইউনিয়ন পরিষদ। তাৰপৰ উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এই সমস্ত। এখানে আলোচনায় যেটি অনলাম, কেউ ইচ্ছা করে যে তথ্য দেব না, এৰ চাইতে সে জানে না, তাই তথ্য দেব না। আমার মনে হয়, আমরা যদি আইনটা জানি, পাশাপাশি যদি এটা ও আমাদের জানানো হয় যে কোন তথ্য আমরা দেব আৱ কোনটা নিয়ে পারব না, তাহলে তথ্য দিতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। যে তথ্য দেব না, সে আসলে জানে না যে তথ্যটি দেওয়া যাব। এই বিষয়টি ক্রিয়াৰ কৰা দৰকার। ধন্যবাদ।

বিশেষ অতিথিৰ বক্তব্য

মুহাম্মদ দিলোয়ার বৰ্খৃত

বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর

আমরা এই আইনটা কিন্তু সবাই জানে না। আমরা চলে গেছি আইনের একটা স্পেসিফিক ধারার ওপরে। আইনের এ ধারাতে অনেক জাটিল বিষয়ও দেওয়া আছে।

এখানে ৭-ধারায় ২০টি বিধিনিষেধের কথা বলা আছে। তথ্য অধিকার আইন হওয়াৰ পৰ তথ্য অধিকার বিধিমালা হয়েছে। বিধিমালাতেও এ নিয়ে বিস্তারিত জ্ঞানালাইসিস কৰা হৱানি। এখানে কিন্তু ব্যাখ্যা কৰাৰ সুযোগ ছিল, আমরা জানি যে বিধিমালাতে একটু বিস্তারিতভাৱে ব্যাখ্যা কৰা থাকে।

আপনারা তথ্য অব্যুক্তকৰণ নীতিমালা কৰাৰ জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয়েৰ সঙ্গে কাজ কৰছেন। এভাৱে কৰলে আৱো অনেক দিন চলে যাবে। আমাৰ মনে হয়, তথ্য কমিশন সবাৰ জন্য সাধাৰণ একটি তথ্য অব্যুক্তকৰণ নীতিমালা কৰে দিতে পাৱে। সেখানে ৭-ধারাৰ বিধিনিষেধগুলো যদি উচ্চৰ্ব থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তথ্য প্ৰদান কৰতে গিয়ে কৰ্মকৰ্ত্তাদেৰ বিক্ৰত হতে হবে না।

আমি এবাৱে ৭-ধারাৰ বিষয়টা যেহেতু আলোচিত হয়েছে, এটাৰ ওপৰ কিছু বলতে চাই। মূল হৰকে ৭-ধারাৰ মূ-একটি উপধাৰা বাতিল কৰাৰ জন্য বলা হয়েছে। একটি উপধাৰাৰ জনসংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। 'তব সম্পত্তি হওয়াৰ পৰ্বে কোন কিছু প্ৰকাৰ কৰা যাইবে না'— এখানে কৰ্তৃপক্ষেৰ যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা আছে যে 'সরকারেৰ পক্ষে বা সৱকাৰী কোন সংস্থা বা প্ৰতিষ্ঠানেৰ সহিত সম্পাদিত চুক্তি যোতাবেক সৱকাৰী কাৰ্য পৰিচালনায় দায়িত্বপূৰ্ণ কোন বেসৱকাৰি সংস্থা বা প্ৰতিষ্ঠান'— অৰ্থাৎ কোনো ঠিকাদাৰি প্ৰতিষ্ঠান হতে পাৱে বা কোনো প্ৰতিষ্ঠান সৱকাৰেৰ সঙ্গে যদি চুক্তি সম্পাদন কৰে, তাহলে তাকে তথ্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্ৰে যতক্ষণ পৰ্যন্ত চুক্তি সম্পাদন না হয় ততক্ষণ সে তথ্যটি দিতে পাৱে না। পিপিআৰ অনুযায়ী ইভালুয়েশন হওয়াৰ পৰে ওৱাৰ্কাৰ্ডাৰ দেওয়া হয়, তাৰপৰ চুক্তি সম্পাদন হয়। তাৰপৰ সে তথ্য দিতে পাৱে। এ ক্ষেত্ৰে আমি মনে কৰি, এই সংজ্ঞাৰ সঙ্গে যে বিধিনিষেধ আছে তাৰ ফিল আছে।

কৰ্তৃপক্ষেৰ সংজ্ঞা আৱো বিক্ৰত হওয়া প্ৰয়োজন। এখানে অনেক কৰপোৱেটি প্ৰতিষ্ঠান আছে, যাৱা অনেক লোক নিৱোগ কৰে, অনেক ব্যৱ কৰে। তাদেৱ তথ্য কিন্তু জনগণ পেতে পাৱে না। আমি মনে কৰি, এই প্ৰতিষ্ঠানগুলোকে এখানে হৃত কৰা দেতে পাৱে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কথাটা এসেছে। আইনে বলা আছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে তা জানা যেতে পারে। আমরা দেখি যে, কোনো সভা হওয়ার পরে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয় তা ত্রিশ করেন। সরকার কিন্তু এ আইন জরি হওয়ার পরে প্রচুর তথ্য দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তৈরি হয়েছে, সেখানে প্রত্যেক বিভাগের তথ্য, প্রত্যেক জেলার তথ্য ইত্যাদি আছে, যেটি আগে কখনো ছিল না।

আইনটি বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। জনগণের কাছে যখন এটা আরো বেশি জনপ্রিয় হবে। তারপর আমরা মাঠ পর্যায়ে আলোচনা, আইন ব্যবহারকারীদের নিয়ে সভা করতে পারি। তাদের বলতে পারি যে তোমরা কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য পেতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছ বা ভুক্তভোগী হয়েছে। তারপর সেই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করতে পারি। ধন্যবাদ।

মোঃ ফরহাদ হোসেন সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আমরা আইনের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হলো, আইন সংশোধন লাগবে কি লাগবে না; ৭-ধারার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা দরকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের দরকার নেই, যেহেন আছে তেমনই ধাকবে।

তথ্য অধিকার আইন একমাত্র আইন, যা জনগণের আইন, যা জনগণ বা নাগরিকেরা রাষ্ট্রের ওপর, কর্তৃপক্ষের ওপর প্রয়োগ করতে পারে। আর যত আইন আছে সব আইন জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর প্রয়োগ করে। এই প্রয়োগ হবে কীভাবে? যার অধিকার, তথ্য অধিকার আইনে যাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, সে যদি আইনই না জানে, তাহলে প্রয়োগ হতে পারে না। আর যদি প্রয়োগ না হয়, তাহলে তার অপপ্রয়োগ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের আলোচনায় একজন আলোচক বলেছেন এখন পর্যন্ত ৭-ধারার অপপ্রয়োগ কী পরিমাণ হয়েছে? আমি যতটুকু জানি, তথ্য কমিশন গত মাস পর্যন্ত সারা দেশ থেকে পীচ বছরে ৫৭২টি অভিযোগ এসেছে। ২৪টি অভিযোগ তন্মিতি জন্য অপেক্ষামাত্র আছে সব মিলিয়ে ৫৯৬টি। আমার জানা মতে, যেখানে এই ৭-ধারার অপপ্রয়োগ করে বলেছে যে আমরা তথ্য দেব না—এই সংখ্যা প্রাচ-ছয়টি হতে পারে সর্বোচ্চ। বাকি অভিযোগগুলো অন্য করারে; ৭-ধারার অপপ্রয়োগের কারণে না। সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে ৭-ধারার বুব বেশি অপপ্রয়োগ হয়ে গেছে, সেটি কিন্তু না। বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় সবার জন্য সাধারণ একটি তথ্য প্রকাশ নীতিমালায় কথা বলেছেন। তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া আছে একটি নিদেশিকা তৈরি করে সব অফিসে পাঠালে তারা এটি অনুসরণ করবে।

আপনারা সবাই জনেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তার তথ্য কমিশন সম্প্রতি তথ্য প্রদানের একটি প্রয়োগিক তথ্যপ্রকাশ-নিদেশিকা তৈরি করেছে। এটি সব সচিবের কাছে পাঠিয়েছি। আমাদের ওয়েবসাইটে দিয়েছি এবং সাতটি বিভাগের সাতজন কমিশনার মহোদয়ের কাছে পাঠিয়েছি।

৭-ধারার যে বিষয়টি নিয়ে আজকে যে প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে, আমার মনে হয় যে এটা ঠিকই আছে। সব ক্ষেত্রেই যে আমরা এর সঙ্গে একমত হব ঠিক তা নয়। আইনে সংশোধনের বিষয়টি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এটি আমরা ইচ্ছা করলেই সংশোধন করে ফেলতে পারব না। আইন প্রণয়ন করা যেহেন কঠিন, সহজসাপেক্ষ, তেমনই এটি সংশোধন করাও একই রকম।



এমআরডিআই সাতটি বিভাগে এ ধরনের সাতটি আলোচনা করবে। সাতটি আলোচনা থেকে যে সুপারিশ আসবে সেই সুপারিশ ওনারা কর্মপ্রাই করে তথ্য কমিশনে পাঠাবেন। তথ্য কমিশন আবার সেটি বিচার-বিবেচনা করে দেববে, যদি দেবে যে এটি অহগবোগ্য তাহলে সেটি সরকারের কাছে সুপারিশ আকারে পাঠাবে। আইন পরিবর্তনের জন্য জাতীয় সংসদে যেতে হবে। সংসদে যাবার আগে যে কাজ, এটি হতে বেশ সময় লাগবে সেই প্রক্রিয়াটি এখন হচ্ছে। একজায়গা থেকে সুপারিশ আসলে পরিবর্তন যে হয়ে যাবে তা কিন্তু না। সুপারিশ যেগুলো আসবে সেখান থেকে সরকার কিন্তু হয়তো এইস করবে আর কিন্তু হয়তো না-ও করতে পারে।

এখানে ৭-ধারার যে বিষয়টি, এটি আমাদের জানার আগে ৭-ধারা কেন তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে ফুক করা হয়েছে এটি আমাদের জানা দরকার। যদি আমরা সেকশন ৩ এবং সেকশন ৪ মেধি, তাহলে বোকা যাবে যে তথ্য অধিকার আইনে কেন ৭-ধারা আসছে। সেকশন ৩-এ যে দৃষ্টি সাবসেকশন আছে তার দ্বিতীয় সাবসেকশনটির কারণে এখানে তথ্য অধিকার আইনে ৭-ধারার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা আছে এরকম, ‘পূর্ববর্তীয় অন্য কোন আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংজ্ঞান বিধানবলী এই আইনের বিধানবলীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানবলী প্রাধান্য পাইবে।’ ৪ ধারার বলা আছে যে, ‘এই আইনের বিধানবলী সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে গ্রহণক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের হেকিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধা থাকিবে।’ এখন যদি এই ৭-ধারা না থাকত, তাহলে অন্য আইনে যা-ই থাকুক না কেন, সব তথ্য দিতে হতো।

এই তথ্য অধিকার আইনটি আসছেই আমাদের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের ফলতাবলে, সেখানে বলা আছে ‘ফুকসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে।’ তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার ২০টি উপধারায় ২২ ধরনের তথ্য রেস্টিকশন দেওয়া আছে। এর মধ্যে আটটি আছে সংবিধানের ৩৯-এর ২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রেস্টিকশন। কোনো আইনের কোনো অংশ যদি সংবিধানে সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে আইনের এই অংশটিক বাতিল বলে গণ্য হবে বা অকাৰ্যক থাকবে। তথ্য অধিকার আইন সংবিধানের ওপরে না। সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা এখানে আমাদের আজকের মূল প্রবক্ষ উপস্থাপক নিজেও দেখিয়ে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা রক্ত, সংগঠনের প্ররোচনা, শাশীলতা, নেতৃত্বকৃতা, আদালত অবয়বনা, মানবাধি। সংবিধানের এই আটটি বাধানিষেধ ৭-ধারায় ফুক আছে।

যে ২২টি বিধিনিষেধের কথা আমরা ৭-ধারায় পাইছি, এর প্রতিটি কোনো-না-কোনো আইনে নিষেধ করা আছে না দেওয়ার জন্য। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের ৩-এর ২ উপধারায় বলা আছে যে নিষেধ থাকলেও দিতে হবে। সেই জন্যই আমার বিশ্বাস, তথ্য অধিকার আইনে ৭-ধারার ২০টি উপধারায় ২২ ধরনের তথ্যকে রেস্টিকশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এটি রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই হয়েছে, এমনি এমনি আসেনি।

৭-ধারার অতিরিক্ত শর্তটিতে একটু ভুল আছে। যেটি মূল প্রবক্ষে বলা হয়েছে। এখানে বলা আছে এভাবে, এই ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদান ফুলিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বনির্মোদন এইস করতে হবে। এখানে ‘ধারা’ শব্দটির স্থলে ‘উপধারা’ হবে। এই সংশোধনটিক দরকার আছে।

এই তথ্য অধিকার আইনে বেশ কিন্তু দুর্বলতা আছে। আমরা যারা এটি নিয়ে কাজ করছি, আইনটি প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি তাদের কাছে দুর্বলতার জায়গা অনেকই আছে। হেকলো কিন্তু-না-কিন্তু সংশোধন করা দরকার। কিন্তু সেটি এত সহজে হবে না, সময় লাগবে। একই রকম ২০টি সাবসেকশন না হয়ে যদি একটার সঙ্গে আরেকটি জোড়া লাগিয়ে কমিয়ে ফেলা যেত; মূল প্রবক্ষে যা প্রস্তাৱ কৰা হয়েছে, সেকলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে।

আমরা ৭-ধারার অপ্রয়োগ যে কয়েকটি দেখেছি, সেখানে বোকাৰ ভুল। এখানে একটি সাবসেকশন আছে, ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বাতিল ব্যক্তিগত জীবনের পোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।’ এটি যদি সুস্পষ্ট কৰে না দেওয়া হয়, তাহলে বলবে যে আমি দূর্নীতি করেছি, তথ্য প্রকাশ পেলে আমার পোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এভাবে যদি বিশ্লেষণটা কৰে তাহলে বিপদ। তাই এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যাৰ প্রয়োজন আছে। আরো সুস্পষ্টভাবে বলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটি সংশোধন কৰতে পেলে আরো সময় লাগবে, আমরা আরো সময় নেব।

মোহাম্মদ ফাতেম

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আমি প্রথমেই আজকে এমআরডিআইকে ধন্যবাদ জানাইছি যে তথ্য অধিকার আইনের একটি অন্যতম দিক ৭-ধারা নিয়ে এই গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করার জন্য। আজকে সেকশন ৭ নিয়ে অনেক তথ্য উঠে এসেছে। ছয়টি বিভাগে এরকম আলোচনা যখন হবে, তারা তথ্য কমিশনকে তার প্রতিবেদন দেবেন। তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আরো অনেক কিছু আলোচনা করেছে আইনটাকে স্পষ্ট করার জন্য। আমরা সঞ্চার সঞ্চার করছি। তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আপনাদের যদি আরো কিছু বলা থাকে আপনারা সরাসরি তথ্য কমিশনকে জানাতে পারেন। আপনাদের হাতাহাত নিয়ে সরকিছু বিলিয়ে আমরা সরকারের কাছে উদ্ধাপন করব।

আপনারা জানেন যে তথ্য অধিকার আইনটা বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন আইন। পাঁচ বছর এ আইনের বয়স। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সাড়ে তিন বছরের মতো তথ্য কমিশন এটার ওপর কাজ করছে, এক্সারসাইজ করছে। এই পাঁচ বছরের এই সময়টাতে কিছুটা সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো ইত্যাদি কাজে চলে গেছে। কয়েক বছরের ভিতরে প্রায় ১৯ হাজার ১৮৯ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। এটা একটা বিপুর্ণ সাফল্য। ১১ হাজার ৭১৪ জন সরকারি কর্মকর্তা এবং অন্যান্য বেসরকারি কর্মকর্তার ট্রেনিং প্রোগ্রাম কর্মসূচি করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় জন-অবহিতকরণ করেছি, ৪৬টি জেলায় আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি এবং ১৮টি উপজেলায় আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রাম এবং জন-অবহিতকরণ করেছি। আইনটিকে প্রচারের জন্যও আমরা অনেক কাজ করেছি। টেলিফোনে আপনারা এসএমএস পাচ্ছেন। আমরা নিউজ লেটার প্রকাশ করছি—এগুলো আমাদের শৈরেবসাইটে পাবেন এবং এগুলো আমরা জেলা পর্যায়ে পাঠাইছি। সংখ্যা আমরা আজ্ঞে আজ্ঞে বাড়াব এবং আরো এনজিওর মধ্যে তিস্তিবিউশন করার ব্যবস্থা করব। আমরা টিভি ক্লেও আইনটি প্রচারণার ব্যবস্থা করেছি। আমরা ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা প্রচারের ব্যবস্থা করছি, টেলিভিশন টকশোর মাধ্যমে করেছি, টিভি ও রেডিও ডিস্কাশনের মাধ্যমে আমাদের প্রচার অব্যাহত আছে, নিউজ রিপোর্ট কনচিনিউজাসলি হচ্ছে, টিভি ছানা হচ্ছে, রেডিও টকশো, সেহিনার ওয়ার্কশপ, রাউন্ড টেবিল ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের প্রচার কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে। এটাকে আরো সুন্দরপ্রসারী এবং যুগোপযোগী করার জন্য আমরা একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আমরা কিছু ডকুমেন্টের ফিল্ম করব, যেটা নিয়ে অলরেডি আমরা কাজ করেছি, দুইটা টিভি ছানার শিটি চলছে। এটা শেষ হবে পেলে টেলিভিশনে দেব। আমাদের পরিকল্পনা আছে আগামী পাঁচ বছরে সাতটি বিভাগীয় শহরে তথ্য কমিশনের অফিস করব।

আমাদের উদ্দেশ্য হলো, জনগণের ক্ষমতায়ন যদি হয়, তাহলে দেশ থেকে দুর্শাসন মুছে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সুশাসন যদি হয় তবে সব সমস্যার সমাধান। উই আর ইন লি প্রসেস টু ইস্টাবলিসেড গুড গভরন্যাল। আপনারা এখানে যারা হানীয়ভাবে এটা নিয়ে সংখ্যামূলকভাবে অব্যাহত আছেন, এই সংখ্যামূলকভাবে আমাদের সর্বাইকে অবাতীর্ণ হতে হবে। যখন এই সংখ্যামূলকভাবে আমরা উত্তীর্ণ হয়ে যাব তখন এই দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, এই কামনা করি। আপনাদের সর্বাইকে ধন্যবাদ।

সভাপতির বক্তব্য

ফরিদ আহমদ

জেলা প্রশাসক, রংপুর

আমি ৭-ধারার ওপর স্পেসিফিক্যালি দু-একটি পর্যন্ত বলব। আজকের আলোচনায় যে বিষয়টি এসেছে এই আইনটির এবং বিধানাবলি কী এটা জানা এবং পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি—এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে একটি বিষয় বলি, আমাদের রংপুর জেলায় ৭৮টি সরকারি ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এবং ৯০টির মতো এনজিও আছে। এখানে আমাদের যতগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার কথা, এই ৭৮টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ১০টিতেও তা করা হয়েছি। এবং ৯০টি এনজিওর মধ্যে অধিকাখণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা নেই। এটি খুব স্বচ্ছ করা দরকার এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এখানে তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় তথ্য প্রকাশের যে বিধিনির্বেধ, আমি মনে করি এটা যৌক্তিক। তদন্ত হয়ে যাওয়ার পরে যে সিদ্ধান্ত হয়, এটি সবাই পেতে পারে। কিন্তু তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় যে-কেউ তথ্য পেতে পারে—এটা সংশোধন করা আমার মনে হয় ঠিক হবে না।

আরেকটি বিষয় আমি মনে করি যুবই গৃহত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মিলিট্রি বা অধিদলের যদি একটা নীতিমালা করে দেয় যে কোন তথ্য অবস্থুক করা যাবে, এবং প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে যদি সেই নীতিমালা থাকে, যেমন—কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দণ্ডরাজ্যে এই তথ্যগুলো চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিবে। এটা যদি সব ইউনিটের কর্মকর্তার কাছে থাকে, তাহলে আমি মনে করি, কমিউনিশন আর থাকবে না এবং মানুষ স্বীকৃত তথ্য পাবে।

৭-এর (ত) সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ‘সিদ্ধান্ত প্রযোগের পূর্বে তথ্য দেওয়া যেতে পারে’—যেটি বাতিল করার কথা বলা হয়েছে। আমি মনে করি এটি বাতিল করা ঠিক হবে না।

আর জনশৃঙ্খলা-সংজ্ঞান আরেকটি বিষয় এখানে বলা হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট তথ্য একটা নির্দিষ্ট সহয় পর্যন্ত প্রকাশ বন্ধ রাখা যে একটি বিধান রাখা হয়েছে আমার মনে হয় এখানে ইউএসএ, যুক্তরাজ্য বা ভারতের সঙ্গে আমাদের তুলনা করলে হবে না। এই যেমন আমরা গত এক বছরে ঝুশিয়াল একটা প্রিয়ভ পার করেছি আইনশৃঙ্খলার দিক থেকে। তখন কিছু তথ্য আছে, যেগুলো রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের জনগণের সাথেই প্রকাশ করা উচিত নয়। আমরা তথ্য জনগণকে দিচ্ছি জনস্বার্থের জন্য। জনস্বার্থের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সরকারের কিছু তথ্য আছে যার প্রকাশ বন্ধ রাখা প্রয়োজন ছিল। এ রকম কিছু বিষয় থেকে যায়। এটি যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটি জনগণের জন্য কল্পনাকর হবে না। সুতরাং যদি এরকম কোনো তথ্য সাত দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন প্রকাশ থেকে বিরত থাকা রাষ্ট্রের জন্য, সরকারের জন্য প্রয়োজন হয়, তার বিধান থাকা উচিত।

আমরা আজকের এই গোলটেবিল আলোচনার একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোঃ ফারুক, বিশেষ অতিথি মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার জনাব দেলওয়ার বক্র, বিশেষ অতিথি তথ্য কমিশনের সচিব ফরহাদ হোসেন, আজগাহাইজার নেপাল চল্ল সরকার, এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিমুর রহমান এবং সকল পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে। জনগণকে ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে, আমরা মনে করি যে আজকের এই গোলটেবিল আলোচনার মাধ্যমে যদিও আমরা ৭-ধারার ওপরে ফোকাস করেছি। তার পরও আমরা যে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জেনেছি, পরে এই আইনের প্রচার-প্রসারে আরো গৃহত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আবারও উপস্থিত সবাইকে আঙ্গুরিক ধন্যবাদ জানিয়ে গোলটেবিল আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

সুপারিশসমূহ

- মূল প্রবন্ধে যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে আমি সেগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করছি।
- তথ্য অধিকার আইনের আলোকে প্রত্যেকটা ইউনিটের যদি সুস্পষ্ট চার্টার থাকে যে, কোন তথ্যগুলো আমি দিতে পারব আর কোন তথ্যগুলো দিতে পারব না, তাহলে কর্মকর্তাদের পক্ষে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দেওয়া এবং সহজেই তথ্যগুলো দেওয়া সম্ভব হবে। উক্ষৰ্বিতন কার্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলারও প্রয়োজন হবে না।
- কর্মকর্তাদের এই আইনটি ভালোভাবে শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করাতে হবে।
- ধারা ৭-এর অপ্রয়োগ রোধে দণ্ড-প্রধানদের সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- (ত) এবং (ন) উপধারা বাদ দিতে হবে।
- তথ্য কমিশনে শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য এ রকম একটা ইউনিট বা সেল করা, যা কোনো কর্মকর্তার কোনো তথ্য দেওয়া যাবে কি যাবে না, তা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে ওই ইউনিট তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ দেবে।
- তথ্য কমিশনের একটা ইমেইল অ্যাড্রেস যদি দেওয়া থাকে, কাঙ্ক্ষিত তথ্য ৭-ধারার অধীনে পড়ে কি না, তা সেখান থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইমেইলের মাধ্যমে জানা যাবে।

- প্রত্যেক দণ্ডের তার তথ্যের কতটুকু দিতে বাধ্য আৰু কতটুকু দিতে বাধ্য নয় তাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰে।
- ৭-ধাৰা (খ) মেখানে বলা হচ্ছে যে, 'পৱৰাট্ৰি নীতিৰ কোন বিষয়ে যাহাৰ ঘাৱা বিদেশী বাস্ত্ৰেৰ বা আন্তৰ্জাতিক কোন সংহাৰ বা আন্তৰ্জালিক কোন জোট বা সংহাৰ সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পাৰে এমন তথ্য প্ৰকাশ কৰা যাইবে না।' কিন্তু পৱৰাট্ৰিনীতি এইখন কৰাৰ আগেই জনগণকে জানাতে হবে।
- 'কোন তথ্য প্ৰকাশেৰ ফলে কোন ব্যক্তিৰ জীবন ও শাৰীৰিক নিৱাপনা বিপন্ন হইতে পাৰে'—এ ধৰনেৰ তথ্য। এ ক্ষেত্ৰে আৱো ব্যাপক ক্ৰ্যাফিকেশন দৰকাৰ।
- জাতীয় সংসদেৰ বিশেষ অধিকাৰ হাসিৰ কাৰণ হইতে পাৰে এমন তথ্য। জাতীয় সংসদেৰ অধিকাৰ কোনটা তা পৰিষ্কাৰ কৰাতে হবে।
- মন্ত্ৰিপৰিষদ কোনো একটা সিক্ষাত্ত নিলে, কীসেৰ ভিত্তিতে নিল, সেটা জানাৰ অধিকাৰ জনগণ রাখে।
- ৭-ধাৰাৰ (খ) উপধাৰায় উল্লেখিত 'জীবনেৰ নিৱাপনা' এটাৰ ব্যাখ্যা দৰকাৰ।
- তন্ত্রজ্ঞীন বিষয়ে একটু পৰিষ্কাৰ কৰা দৰকাৰ যে কত সময় পেলে তাৰে তন্ত্রজ্ঞীন বিষয়েৰ তথ্য পাওৱা যাবে।
- ৭-ধাৰায় ক্ৰম কাৰ্যকৰ্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আগাম কিছু বলা যাবে না। আগে জানাৰ সুযোগ থাকলে দুনীতিৰ আশঙ্কা কমবে। তাই এটা সংশোধন হওয়া উচিত।
- ৭-ধাৰাৰ ২০টি বিধিনিয়েৰ বিধিমালাতে একটু বিজ্ঞারিতভাৱে ব্যাখ্যা কৰা।
- তথ্য কৰিশম কৰ্তৃক সৰাৰ জন্য সাধাৰণ একটি তথ্য অবমুক্তকৰণ নীতিমালা প্ৰস্তুত কৰে দেওয়া।
- ৭-ধাৰাৰ অতিৰিক্ত শততিতে 'ধাৰা' শব্দটিৰ ছলে 'উপধাৰা' হবে।
- এখানে একটি সাবসেকশন আছে, 'কোন তথ্য প্ৰকাশেৰ ফলে কোন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিগত জীবনেৰ গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পাৰে'— এটি আৱো সুস্পষ্টভাৱে বলাৰ প্ৰয়োজন আছে।
- এখানে তন্ত্রজ্ঞীন থাকা অবস্থায় তথ্য প্ৰকাশেৰ যে বিধিনিয়েৰ, এটা যৌক্তিক। তন্ত হয়ে যাওয়াৰ পৰে যে সিক্ষাত্ত হয় এটি সৰাই পেতে পাৰে। এটা সংশোধন কৰা ঠিক হবে না।
- প্রত্যেক মিলিন্ট্ৰি বা অধিদণ্ডেৰ যদি একটা নীতিমালা কৰে দেয় যে কোন তথ্য অবমুক্ত কৰা যাবে, এবং প্রত্যেকটা ডিপোর্টমেন্টে এবং সব ইউনিটেৰ কৰ্মকৰ্তাৰ কাছে যদি সেই নীতিমালা থাকে থাকে, তাহলে আৰু কনফিউশন থাকবে না এবং মানুষ দ্রুত তথ্য পাৰে।
- নিৰ্দিষ্ট তথ্য একটা নিৰ্দিষ্ট সময় পৰ্যন্ত প্ৰকাশ বক্ষ রাখাৰ যে বিধান রাখা হয়েছে, তা বহাল থাকা উচিত।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক
গোলটেবিল আলোচনা



১ জুন ২০১৪
অঙ্গরা হল, হোটেল সেন্টমার্টিন, চট্টগ্রাম

প্রধান অতিথি : মোঃ আবু তাহের
তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
মেজবাহ উচ্চিল
জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

সঞ্চালক : ঘাসিবুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই



নির্বারিত আলোচনা

অক্ষেন্দু প্রিয়া

জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাস্মাচাতি, পার্বত্য জেলা পরিষদ

সবাইকে শুভেচ্ছা। প্রবক্ষকার এখানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭-ধারায় যে বিধিনিষেধগুলো আছে সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আমার মনে হয়, সবগুলো বিষয় ঠিক আছে। আমি নিজেও একমত; কারণ, আমরা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করি আমাদের যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এ ধারাটি এভাবে যদি থাকে তো সে ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রাপ্তি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবক্ষকতার সৃষ্টি হবে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদে কাজ করি, তার বছরে আমি যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছি, বিশেষ করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে, সেই আলোকে আমি আজকের সুপারিশমালাগুলোকে উপস্থাপন করছি।

৭-ধারায় বিধিনিষেধ শব্দটা আছে, যা সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যগুলো সম্পর্কে বিধিনিষেধ। তথ্য বলতে কী বোবার এবং কী তথ্য একটা প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া যাবে, আইনে তার বিশ্বরণ দেওয়া আছে। গত চার বছরে রাস্মাচাতি পার্বত্য জেলায় আমি ১১টা আবেদন পেয়েছি। সবগুলোই আমরা সমাধান করেছি। একটাও তথ্য কমিশন পর্যন্ত যাওয়ার মতো কোনো কিছু হয়নি। আমি কাজ করতে শিখে একটা জিনিস দেখেছি যে, যখন কেউ তথ্য চার তথ্য অনেক সময় উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নিলে সেটা আমাদের দিতে হয়। অনেক সময় আমরা কেউ যদি তথ্য দিতে না চাই, সে ক্ষেত্রে সে যদি অপিল করে, আপিলের ক্ষেত্রেও হাতে অনেক সময় সুবিচেচনা পায় না। এ কারণে আমার একটা পরামর্শ হলো, ৭-ধারায় যে বিধিনিষেধ আছে, কোন কোন তথ্য এই বিধিনিষেধের আওতায় পড়ে তার একটা তালিকা করে সেটা সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রকাশ্যে টাইপে দেওয়া যেতে পারে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ। দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা যদি পরিষ্কার করে বুঝতে না পারেন যে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ কী, এখানে কী কী তথ্য আছে, কোনটার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আছে এবং কোনটার ক্ষেত্রে নেই তাহলে তার কার্যক্রমগুলো এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তি বাধায়ান হয়।

আজকের প্রবক্ষকার যে প্রবক্ষটি এখানে উপস্থাপন করেছেন এবং যে সুপারিশগুলো এখানে পেশ করেছেন, এ ক্ষেত্রে আমার কোনো বিমত নেই। আমরা সরকারি কাজকর্মে অভ্যন্তর যে নির্বাহী প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ হয় না। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আমি নির্বাহী প্রধানের অনুমতি ছাড়া তথ্য দেব কি না—এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত না। এত দিন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছি, অথচ আমি জানি না কোন তথ্যের ক্ষেত্রে আমি উর্ধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি দেব এবং বিষয়টা কীভাবে সমাধান হবে। পাশাপাশি ৭-ধারার যে বিধিনিষেধগুলো যদি এগুলোর সম্মুখীন হই এটা কীভাবে সমাধান হবে, এটাও আমার জানা নেই। তাই আজকের আলোচনায় উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো রাখছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

শিশির দত্ত

নির্বাহী পরিচালক, বিটা

আজকের প্রবক্ষকার তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে অত্যন্ত তাড়াহড়া করে এই আইনটি পাস করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে এটি পাস করার যে পূর্বপ্রস্তুতি, সেটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ছিল না। আমরা দেখছি যে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধারণা তৈরি করা এখনো সম্ভব হয়নি। আমি মনে করি যে এই জায়গাটাতে আরো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছেন।

আজকের এই প্রবক্ষে বিস্তারিতভাবে সুপারিশগুলো এসেছে। সুপারিশগুলোর সঙ্গে আমার হিমত করার কিছু নেই। এই আইনে সংশোধন আসুক কিংবা বিধিনিষেধের ব্যাপারটাকে আরো সহজ করার হোক—এ বিষয়ে কোনো হিমত নেই। কিন্তু এটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। ধন্যবাদ।

ড. আবদুল্লাহ আল ফাকুর

ডিন, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আমি প্রথমেই প্রবক্তব্যকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা চমৎকার প্রবক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। এই প্রবক্তব্যই প্রাসঙ্গিক।

তথ্য অধিকার আইনের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ধারা উচিত। তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ডিসক্রোজার এবং মিনিমাম এক্সেপশন। এটা আমাদের বাংলাদেশের আইনে প্রতিফলন আছে কি না। এই ম্যাক্সিমাম ডিসক্রোজারের জারিগায় সেকশন ৭-এ হেসব এক্সেপশন বাংলাদেশে আরোপ করা হয়েছে, এটা যে-কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, বেনল—ইউডিএইচআর, আইসিপিআর এবং বাংলাদেশের সংবিধানের আর্টিকেল ৩৯-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে কি না। সেদিক থেকে এটা ম্যাক্সিমাম ডিসক্রোজার। এখানে ম্যাক্সিমাম ডিসক্রোজারের চাইতে মিনিমাম ডিসক্রোজার হচ্ছে এবং ম্যাক্সিমাম রেস্ট্রিকশন, ম্যাক্সিমাম এক্সেপশন ইমপোজ করা হয়েছে। যেটা কোনোভাবেই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ছিটীয়াত, এই সুযোগে অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, মিসইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে এবং বিভিন্ন গ্রাউন্ড সেটিংয়ে তথ্য প্রদান আমরা রিফিউজ করছি। এটা শুধুই সুর্ভিগ্রামক।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই আর্টিকেল ৭-এ যদি আমরা দেবি, এখানে হেসব বিধিনিয়ে আছে সবগুলোই জনস্বার্থে কি না। যেখানে অন্যান্য দেশের আইনে এক্সেপশনের কথা বলা আছে সেখানে এক্সেপশনগুলোর একটা টেস্ট হচ্ছে পাবলিক ইন্টারেন্স টেস্ট। যেখানে কোনো একটা ইনফরমেশন হানি আপনি রিফিউজ করেন, তাহলে তা কি জনস্বার্থের পক্ষে, না বিপক্ষে যাচ্ছে। আমরা সেই সমস্ত ইনফরমেশন হাইড করব বা রিফিউজ করব বা গোপনীয়তা বজায় রাখব, যেগুলো দিলে জনস্বার্থ সংরক্ষিত হবে কি না। তচাসত্ত্বাঙ্ক তথ্য আমরা যদি না দিই তবে কী ধরনের পাবলিক ইন্টারেন্স রক্ষা হবে। বরং আমি মনে করি যে এ ধরনের বিষয় ধাককে ট্রাকপারেলি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেটা এ আইনের উদ্দেশ্য সেটাই ব্যাহত হবে। সুতরাং তথ্য প্রদান করা হবে কি না, তার সিদ্ধান্ত হবে জনস্বার্থ বিবেচনায়। জনস্বার্থ রক্কাকে সর্বোচ্চ কর্মসূত দিতে হবে।

আপনি এক দিকে অধিকার দিয়েছেন, আরেক দিকে যদি বলেন যে এটা ঝুঁকিত করা যেতে পারে, আমি মনে করি যে এটা আইনের একটা বড় ধরনের কল্ট্রাডিকশন। এই কল্ট্রাডিকশনের কারণে যে-কোনো ইমপ্রেন্ট ইন্টারেন্স, যেগুলো পাবলিক ইন্টারেন্সের সঙ্গে রিলেটেড, সেগুলো রিফিউজ করা হচ্ছে।

একজন আলোচক বলেছেন নির্বাচী প্রধানের অনুমতি প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু আইনে এ ধরনের কথা বলা নেই। যাকে তথ্য প্রদান করার দায়িত্ব দেওয়া আছে সে তথ্য প্রদানে বাধ্য। এখানে আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা অনুমতির কথা বলা নেই। যেহেতু নেই, সেহেতু এটা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আইনে বিভিন্ন বিষয়ে যে অস্পষ্টতাগুলো আছে, বিশেষ করে সেকশন ৭-এ যে অস্পষ্টতাগুলো আছে, সেগুলো মূল আইনে না করে কল্পনের মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূর করতে পারে।

২০০৯ সালে এই আইনটা হয়েছে দীর্ঘ আলোচনার ফসল হিসেবে। আমরা এই ধরনের আলোচনার মাধ্যমে আরো এগিয়ে যাব এবং তবিষ্যতে এই আইনটার আরো সংশোধন, পরিমার্জন, পরিশোধন হয়ে একটা আন্তর্জাতিক মানে আমরা পৌছাতে পারব।



মোঃ শফিউল আলম

বৃগু সচিব, ডেপুটি মন্ত্রণালয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, চট্টগ্রামে কর্মরত

এখানে তথ্য পাওয়ার বিজ্ঞপ্তি থেকে আমি এই বিষয়গুলো বলছি : পাবলিক ইন্টারেন্ট-সংজ্ঞান তথ্য, যেহেন— পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এ রকম পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রেজাল্ট, অন্য কোনো পরীক্ষার রেজাল্ট, নিয়োগ পরীক্ষার রেজাল্ট— যেগুলো সব খরনের মানুষ চেয়ে পাবে না— এই তথ্যগুলো অবশ্যই গুয়েবসাইটে দিতে হবে মর্মে তথ্য অধিকার আইনে একটা ধারা সংযোজন করা যেতে পারে। তাহলে কোটি কোটি মানুষকে আবেদন করে তথ্য পেতে হবে না। ধন্যবাদ।

মৎ চিং ঘোষাই

নির্বাহী পরিচালক, ইন হিল, রাঙামাটি

৭-ধারার যে বিষয়টা ক্রমসংজ্ঞা, আমি মূলত এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার অভিজ্ঞতার হচ্ছে গভর্নমেন্ট বিভিং প্রসেসের ধাপ হলো দরপত্র আহ্বান হয়, বিভিং করা হয়, আইডিয়া নেওয়া হয়, আইডিয়াগুলোকে আবার প্রেজেন্ট করা হয়, পর্যায়ক্রমে কারা কারা নির্বাচিত হচ্ছে, স্টেপ বাই স্টেপ আমরা জানতে পারি। একইভাবে আমরা নয়টা স্টেপে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিমের কাছে এই প্রজেক্টের আইডিয়াগুলোকে প্রেজেন্ট করে আমরা উইন করি। সুতরাং ক্রমসংজ্ঞাত তথ্য স্টেপ বাই স্টেপ প্রকাশ করলে আজকের পোপন করার প্রক্রিয়া স্টেটাকে দূর করা সম্ভব। এতে সাধারণ জনগণ উপকার পাবে।

আমরা ইতিমধ্যে সরকারের পার্বত্য টেলিম কম্পানি ডেভেলপমেন্ট এককের যে তথ্যগুলো আমাদের হাতে ছিল তা জনগণের সঙ্গে শেয়ার করেছি। এরপর ঠিকাদার কাজের মেটেরিয়ালগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার না করার কারণে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং কাজ বন্ধ করে দেয়। পরে আমরা যারা ফ্যাসিলিটের অরগানাইজেশন, তারা, কন্ট্রাক্টর ও জনগণ মিলেই এই প্রজেক্টাকে ইমপ্রিমেন্ট করা হয়। সুতরাং তথ্য পেলে জনগণ উপকৃত হতে পারে।

সমরেশ বৈদ্য

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি, মাছুরাঞ্জা টেলিভিশন

সাংবাদিকরা সংবাদের প্রয়োজনে যে-কোনোভাবেই তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাই সাধারণ জনগণের জন্য তথ্য অধিকার আইনটি খুব বেশি দরকার।

৭-ধারা নিয়ে প্রবক্ষকার খুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি এই আলোচনায় একটি বিষয় এসেছে যে তথ্য না দিলে যে সাজার বিধান আছে সেখানে জরিমানার পরিমাণ খুব কম রাখা হচ্ছে। এই জরিমানার বিধানটি আরেকটু কঠোর করা প্রয়োজন। এ ছাড়া তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংবর্ধিক যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলোর সমাধান করাও জরুরি। সবাইকে ধন্যবাদ।

পারভীন হালিম

নির্বাহী পরিচালক, সিড্ডিউলিএ, লক্ষ্মীপুর

এটা জনগণের আইন। জনগণ যদি এই আইনটা না জানে, তাহলে এটা কীভাবে ব্যবহার করবে। আমরাই তথ্য চাইতে গিয়ে পাইছি না। যেহেন আমি কিছুদিন আগে জেলা পরিমন্ডে লিজ প্রদানকৃত জিহিসংজ্ঞাত তথ্য জানতে চাই। আমি তথ্যটা জানতে পারিনি। তাহলে সাধারণ মানুষ তো তথ্য পাবে কীভাবে! এই দিকটা আমাদের দেখতে হবে, তা না হলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবে কোনো লাভ হবে না। ধন্যবাদ।

**আমাদের আবদ্ধান সুহাসন মন্তব্য করিয়ে
উপজেলা নির্বাচী অফিসার, সদর উপজেলা, বালুবান**

আমাদের সরকারি অফিসগুলোতে যখন কোনো তথ্য চাওয়া হয়, আমরা কিন্তু প্রথমেই ৭-ধারার উপধারাগুলো দেখার চেষ্টা করি যে সংশ্লিষ্ট তথ্য এই ধারায় কাজার করছে কি না, বা তথ্য দিলে কোনো ধরনের কুকির ঘট্টে পড়ে থাব কি না। আজকে কিন্তু এই আলোচনায় অনেকগুলো বিষয় পরিকার হতে পারলাম।

জ্যোৎস্নাকান্ত বিষয়টা আমার কাছেও সমস্যা মনে হয়েছে, আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই বিষয়টি নিয়ে দুকোচুরি চলছে। এর অবসান দরকার।

উপজেলা পরিষদ অনেক ধরনের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকরা এই উন্নয়ন কাজের তথ্য চান। গভেরসাইট চালুর মাধ্যমে অনেক তথ্য সহজলভ্য হয়ে গেছে। প্রেসক্লাবে একটি সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়, বালুবান সদর উপজেলায় সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় ভাতাচ্ছান্দের নাম আছে কি না। আমি বললাম, আপনি ইউনিয়ন গভেরসাইটে গিয়ে দেখেন, তাদের নাম দেওয়া আছে। এরপর প্রশ্ন ছিল, এ বছরের এলাকার রাষ্ট্র-কালভার্ট নির্মাণসংক্রান্ত। আমি চেক করে দেখি, তথ্যটা আমাদের গভেরসাইটে নেই। পরবর্তী সময়ে অফিসে গিয়ে এটা সংযোজন করেছি। তথ্য দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহারটাও অনেক জরুরি হয়ে পড়েছে।

**মোঃ আফরুর আলম
পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম**

আমরা এখানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৭-ধারা নিয়ে আলোচনা করছি। আমি কোন তথ্যটা আইনের আওতায় দিতে পারব, কোন তথ্যটা দিতে বাধ্য, কোন তথ্যটা আমি দেব না—সে বিষয়টা সুস্পষ্টীকরণের জন্য মূলত আজ এখানে ৭-ধারাটা নিয়ে আলোচনা। এখানে ৭-ধারায় অনেকগুলো বিষয় এসছে। যেমন, ‘কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে’—এজন তথ্য প্রদানে বাধানিষেধের কথা বলা আছে এবং উদাহরণও দেওয়া আছে, যেমন এখানে আহকরের বিষয়ে বলা আছে, মুদ্রার বিনিয়নের বিষয়ে বলা আছে, ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা আছে। সুনির্দিষ্টভাবে আছে। আমার মতে, এরকম সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। যেমন প্রবন্ধকার তাঁর উপস্থাপনায় বরিশালের যে কৃষি বিভাগের তথ্যের কথা বললেন। এমনও হতে পারে যে, সেই কৃষি বিভাগের তথ্য তার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তাই আমি কোন কোন তথ্য দেব আর কোন কোন তথ্য দেব না, এগুলো সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার।

আমার মনে হয়, এই বাধানিষেধগুলো যত কমিয়ে নিয়ে আনা যাবে, ততই ভালো হবে। আমরা যদি সব বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে, তাঁদের মতামত নিয়ে ৭-ধারা অনুসারে কোন কোন তথ্য দেব আর কোন কোন তথ্য দেব না—এ বিষয়টা সুস্পষ্ট করতে পারি এবং বারা তথ্য প্রদান করবে তাদের জানাতে পারি, তাহলে আমাদের এই আলোচনার একটা সফলতা আসবে বলে আমি মনে করি। খন্দাবান সবাইকে।



সুনীল কাণ্ডি দে

সভাপতি, রাজামাটি প্রেসক্লাব

মাননীয় প্রবক্ষকার বিভিন্ন দেশের উদাহরণ টেনে বাধানিহেধঙ্গলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু আমাদের যতো দেশে অতি সম্প্রতি বিজিবি সদস্য হত্যার ঘটনার সীমান্তে আমাদের বিজিবি তখন কী করছিল, এটা জানার অধিকার কি আমাদের দেশের জনগণের নেই? এতে কি জাতীয় নিরাপত্তা বিস্তৃত হবে? এ বিষয়গুলো আমাদের যেহেন জানা দরকার, আবার আমরা যারা সংবাদকর্মী আমাদেরও বোধহয় চিন্তাভাবনা করা দরকার, কোন ধরনের সংবাদ কীভাবে পরিবেশন করছি। ধন্যবাদ।

আলী আকবর

সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৭-ধারার যে ২০টি উপধারা আছে সেগুলোর অস্তিত্ব দুটি ধারা বদলাবার জন্য আমি আজকে এখানে উপস্থিত তথ্য কমিশনার জনাব মো. আবু তাহের এবং অব্দ্যান্ত যারা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মাধ্যমে অনুরোধ করছি। সেটা হচ্ছে এই আইনের আওতায় (৩) উপধারার ‘একটি নিসিট সময়ের জন্য একাশে বাধ্যবাধকতা আছে’—একপ তথ্য এবং (৪) উপধারায় ‘কোন ক্ষয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষয় বা কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য’—এ দুটি উপধারা জনস্বার্থের একবারে পরিপন্থ, সরাসরি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

গত ফেব্রুয়ারিতে চট্টগ্রাম আক্ষণিক জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইনের ওপর একটি প্রশিক্ষণে আমার অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বেশিরভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে অনেছি যে তাঁদের কাছে খুব স্পষ্ট নয়, কোন তথ্যটি দেওয়া যাবে আর কোন তথ্যটি দেওয়া যাবে না। যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়গুলো ত্রুটি করেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষরাও যদি প্রশিক্ষণের আওতায় আসেন, তবে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং এটাই একমাত্র সহজ সমাধান।

২০১১, ২০১২ ও ২০১৩—এই তিনি বছরে তথ্য কমিশন যে রায়গুলো দিয়েছে সেগুলো তাদের ক্ষয়েবসাইটে গিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে। সেখানে তথ্য না দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ভুল বীকার করা হয়েছে। কারণ তাঁরা জনতেন না এই তথ্য দেওয়া যাবে। তথ্য কমিশন থেকে সহন পাওয়ার পর তথ্য দিয়েছে বেশ কয়েকটি। আবার দুটি ক্ষেত্রে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এটা একেবারে নগণ্য। কেন দৃশ্যমানভাবে আইন লজ্জনের পরেও শাস্তির আওতায় আনা হয়নি, এটি একটি অশ্রু?

সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিল আছে। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটা জুড়িশিয়াল বডি। সাংবাদিকদের পরিবেশিত সংবাদ নিয়ে কারো আপত্তি থাকলে সেখানে আপিল করা যায়। কিন্তু তাদের ক্ষমতা হচ্ছে, তারা তখন ভর্তু ভর্তু করতে পারে। এর বেশি কিছু না। তো তথ্য কমিশন যদি তাদের শাস্তির আওতা বাড়াতে না পারে, তাহলে যারা তথ্য দিচ্ছেন না, তাঁরা জানবেন যে তথ্য না দিলে কিছু হবে না। এই ধারণা যদি তাঁরা পেয়ে যায়, তাহলে আইনে কী আছে, কী দেওয়া যাবে আর কী দেওয়া যাবে না—এটা নিয়ে তাঁরা খুব একটা বেশি মাথা ঘায়াবে বলে আমার মনে হয় না। ধন্যবাদ স্বাহাইকে।

সামনুল হাসান মিরল

জেলা প্রতিনিধি, কালের কঢ়, নোয়াখালী

তথ্য অধিকার আইনের পাঁচ বছর হয়ে গেলেও দেখা গেল যাদের জন্য আইন করা হয়েছে, যারা এই আইনে তথ্য পাওয়ার অধিকারী তাঁরা এখনো বর্ষিত। অনেকে আছেন, ইচ্ছা করেই তথ্য দিতে চান না। আবার অনেকে এটা এড়িয়ে যান এই কারণে যে তথ্য দিলে তিনি নিজে ফেঁসে ধান কি না। যে কথাটি আমাদের সম্মানিত প্রবক্ষকার বলেছেন যে পরবর্তী সময়ে কমিশন পর্যবেক্ষ হয়ে তাঁর অনেকের পক্ষে কমিশন পর্যবেক্ষ ঘাওয়া সম্ভব হয় না। তাই আমার অনুরোধ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সব সরকারি ও বেসরকারি লোকজনকে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে ধারণা নিলে আমরা সকলে উপকৃত হব। ধন্যবাদ।

বিলকিস আরা বেগম

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা

আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য অধিকার আইনের ধারাগুলো সম্পর্কে বজ্জ ধারণা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীরা আছেন, তাদের যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাতে আমি মনে করব যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি আরো গতিশীল এবং শক্তিশালী হবে।

মোঃ ইস্মাইল ছৌধুরী

নির্বাচী পরিচালক, নওগাঁজ্বান

আমি প্রবক্ষকারের যে উপস্থাপনা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এর প্রতিটি বিষয় অত্যন্ত সুচিকৃতভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ৭-ধারার যে ২০টি উপধারা সেটা মনে হচ্ছে চালানভাবে বলা হয়েছে। সুনির্দিষ্টভাবে না বলার কারণে যে-কোনো লেভেলে—সরকারি-বেসরকারি লেভেলে এগুলোকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি মনে করি, এগুলোকে সুনির্দিষ্ট করা উচিত। সুনির্দিষ্ট করার ফেজে যদি তথ্য কমিশনকে উদ্যোগটি এহশ করতে হবে। সরকার তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় বাধানিয়েথগুলোকে সুনির্দিষ্ট করলে সব মানুষের পক্ষে সেটি সঠিকভাবে বোঝা এবং সেই অনুপাতে তথ্য চাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ধন্যবাদ।

মোঃ মাহবুবুর রহমান বিজ্ঞাহ

উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে এই প্রথম বার সুযোগ পেয়েছি তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কথা বলার এবং কিছু জানার। সীমাবদ্ধতা যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে যারা আইন প্রয়োগ করেছেন এবং এটা নিয়ে প্র্যাকটিস করেছেন তাঁরাই কথা বলছেন। মূল প্রবক্ষে যা বলা হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো যৌক্তিক।

আমরা যারা কর্মকর্তা পর্যায়ে বিভিন্ন দণ্ডের দায়িত্বে আছি, আমরা যদি এই আইনটাকে ধারণ করি এবং আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখি, তাহলে এই আইনের বাস্তবায়ন অনেক সহজ হবে। এখন এই বাস্তবায়ন করতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আমরা যারা এখনে আপিল কর্তৃপক্ষ আছি তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। তথ্য কমিশন এটা বিবেচনায় আনবেন।

আরেকটি বিষয়, আমার মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের নামের তালিকা-সংবলিত যে বই প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে ব্যক্তি নাম নিয়ে কর্মকর্তাদের দেখানো হয়েছে। দেখা গেল যে, বইটা প্রকাশ হতে হতেই অনেক কর্মকর্তা পদবন্ধন পেয়ে গেছেন বা বদলি হয়ে গেছেন। আমার মনে হয় যে এখন ৪০% কর্মকর্তাও যে যার ভেক্সে নেই। এ ফেজে যদি ব্যক্তির পরিবর্তে পদ নিয়ে তথ্য কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তা সহজে পর্যবেক্ষণ হবে। আর একটা নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর যদি সেখানে থাকে, তাহলে সবাই সহযোগিতা পাবে।

বিভীষণ বিষয়টা হলো, আইনে তথ্য প্রাপ্তির যে পক্ষতির কথা বলা আছে তা একটা দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া। এটাকে আরো সহজ করা যাব কি না। সবাইকে ধন্যবাদ।

যেজবাহ উদ্দিন

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭ বিষয়ক এই গোলটেবিল আলোচনা। আসলে এই আইনের এটি মূলধারা। এই আইনের অনেকগুলো ধারা আছে, যেটি সব আইনে থাকে। তবে এই আইনের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ,



কোন কোন তথ্য প্রদান বা প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় সেটি নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। মূল প্রবক্ষে যা আছে, এটা নিয়ে মত-বিহুত আছে, অনেক রকম বক্তব্য আছে।

এটি যেহেতু আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এই জন্য এটার আরো বেশি বেশি প্রচার দরকার এবং এটি জনগণের স্বার্থেই দরকার। এখানে আমার সুনির্ভিটি প্রস্তাব হলো, এ আইনটি ব্যাপক প্রচার করতে হবে। মানুষকে জানানো দরকার যে আপনি কী পাবেন আর কী পাবেন না। আর যিনি তথ্য প্রদান করবেন তাঁকেও জানতে হবে যে তিনি কোন তথ্য দেবেন আর কোন তথ্য দেবেন না।

আমরা আশা করি, জনগণের স্বার্থ রক্ষার যে উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার এ আইনটি করেছে, আমরা অবশ্যই জনগণের স্বার্থে এ আইনটি কাজে লাগাব। খন্দাচান সবাইকে।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ বিজ্ঞানীয় কমিশনার, চাউলাম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর প্রিয়াবল যদি আমরা লক্ষ করি, তাহলে দেখব, এই আইন করার উদ্দেশ্য হলো, কিছু আছে চিন্তা, বিবেক ও বাক্তব্যাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের ক্ষমতাগ্রন্থের জন্য তথ্য জ্ঞানের অধিকার নিশ্চিত করা, বচতা ও জবাবদিহি বৃক্ষি, সুনীতি ত্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা। আইনের এই প্রিয়াবল যদি আমরা একটু বিবেচনার নিই, তাহলে এই আইনের উদ্দেশ্য কল্পনীকৃত জনবাক্য তা কিন্তু আমরা প্রত্যেক করতে পারি। প্রিয়াবলে শেষ যে কথটা বলা আছে, 'সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্টি বা পরিচালিত সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।' এটা মনে করেই কিন্তু সরকার এই আইন প্রণয়ন করেছে।

আমরা যদি আইনের ধারা ৪ লক্ষ করি, দেখব সেখানে তথ্য প্রতিকে অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ধারা ৫-এ তথ্য সরকারের কথা, ধারা ৬-এ স্বত্ত্বাদিত তথ্য প্রকাশ এবং ধারা ৭-এ প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের কথা বলা হচ্ছে। আজকের বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, ধারা ৭। ধারা ৭-এ ২০টি বিষয় আছে, যা অধিকার হিসেবে কেউ দাবি করতে পারবে না এবং কোনো প্রতিষ্ঠান এই তথ্যগুলো দিতে বাধ্য নয়। আমরা যদি জারতে সর্বশেষ ২০০৫-এর আইনটা দেখি, সেখানে কিন্তু একজুড়ে বলে একটা সেকশন আছে। সেটা হলো সেকশন ৮। এখানে ১০টি বিষয় বলা আছে। এটিকে যদি আমাদের আইনের সঙ্গে মিলাই, আমরা দেখব ৯৫% মিলে যাবে।

আমাদের এই গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মতামত দিয়েছেন। বিশেষ করে, আজকের যে মূল প্রবক্ষ উপস্থাপক চর্চাকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি অবিভৃত, তিনি অনেক পরিশ্রম করে, তাঁর অভিজ্ঞতালজ্জ জ্ঞান থেকে আলোচনা ও সুপারিশগুলো করেছেন। এই আলোচনায় সকলের মতামত বিবেচনার বোগ্য। আমরা ৭-ধারার বিষয়টি দেখেছি, এখানে কোনো একটা বিষয়ও ফেলে দেবার হতো নয়।

আমরা খুব ভালো একটা আইন পেয়েছি। আমাদের দেশে যুগোপযোগী চমৎকার একটা আইন আমাদের সামনে আছে, এটা আমাদের কম প্রাপ্তি না। দুই-একটা বিষয়ে হয়তো জটিলিয়াতি আছে সেগুলো সংশোধনের বিষয় আমরা লক্ষ দিতে পারি, আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং সে অনুসারে আইন সংশোধন করা হলে সামনের দিনগুলোতে রাইট টু ইনফরমেশনের বিষয়ে মানুষ আরো উপকৃত হবে। তবে আমি মনে করি যে, তথ্য অধিকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে আরেকটু বিবেচনা করা দরকার। যে-কেউ ইচ্ছা করল একটা তথ্য চেয়ে ফেলল এবং যে অধরিটির কাছে তথ্য চাওয়া হলো সেই অধরিটিকে একটা বিশ্বাস অবস্থার ফেলে দেওয়া হলো— এটা যাতে না করতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তাবন্ধন করা যেতে পারে।

আমি যতটুকু স্টাডি করেছি, তাতে এই আইনের যে ৭-ধারা এটার খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তবে এর অপরাবহার আছে। আজকের আলোচনায় আমরা দেখেছি, অনেক বিষয়ই ইচ্ছাকৃতভাবে আ্যাভয়েত করার জন্য ৭-ধারার দোহাই দেওয়া হয়। ৭-ধারার কিন্তু ক্রিয়ার বলা আছে, এখানে কোনো কিছুই অস্পষ্টতা নেই। তাই এর দোহাই নিয়ে যেন কাউকে তথ্য-অধিকার থেকে বক্ষিত করা না হয়, এ বিষয়টা অস্তিত একটু দেখা দরকার। এর জন্য কোনো সচেতনতার বিকল্প নেই।

এমআরডিআই কর্তৃক আজকের যে গোলটেবিল আলোচনা, এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ। আমরা এই রাইট টু ইনফরমেশন আ্যাভ যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি, যতটুকু আছে সংশোধন না করেও দেশের প্রতিটি মানুষ এটা থেকে ব্যবহার উপকৃত হবে, এটা আমার বিশ্বাস। দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা এবং অগভ্য—এই সমস্ত অঙ্গুল রেখে আমাদের এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হবে।

মোঃ আবু তাহের

তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

এখানে টেক্সার-সংজ্ঞান্ত তথ্য ধাপে প্রকাশের বিষয়ে একটা প্রশ্ন উঠেছে। আমার মতে, এটা সমস্যার সৃষ্টি করবে। ছেটি টেক্সারে হয়তো গায়ে লাগবে না কিন্তু যেখানে মিলিয়ন এবং বিলিয়ন ডলারের ট্রানজেকশন, সেখানে যদি যাকগুলো তথ্য প্রকাশিত হয়, তাহলে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। টেক্সার প্রসেসের মাঝাখালে যদি তথ্য দেওয়া হয়, তাহলে যে-কোনো প্রজেক্ট সেট ব্যাক হতে পারে। যেমন, পুরা সেতুর ব্যাপারে আমাদের কী হলো—কেউ কি প্রয়োগ করতে পারবে, সেখানে দুর্নীতি হয়েছে? কেউ পারবে না। বিশ্বব্যাপ্ত বলেছে, আমরা বিশ্বাস করেছি। আমাদের গণমাধ্যম বা অন্যান্য এজেন্সি, আমরা কেউ অনুসন্ধান করে দেবিনি। কেউ কেন এখানে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করেনি। গণতন্ত্র কী? যেখানে তথ্য অধিকার নেই, সেখানে গণতন্ত্র নেই; আর যেখানে তথ্য অধিকার আছে, সেখানে গণতন্ত্র আছে।

পাঁচটা মঙ্গলবারের তথ্য অবস্থান্তরণ নীতিমালা নিয়ে আমরা তথ্য কমিশন এমআরডিআই-এর সঙ্গে একত্রে কাজ করছি। আবার তথ্য কমিশন একটি কমন গাইভলাইন তৈরি করেছে। কারণ একেকটা প্রতিষ্ঠানে একেক রকম তথ্য আছে, যেগুলোর কোনোটা ধারা ৭-এ পড়বে আবার কোনোটা পড়বে না। কিন্তু সাধারণ একটা গাইভলাইন সেখানে দেওয়া হয়েছে। এটা আমরা কেবিনেট সেক্রেটারির কাছে, ডিভিশনাল কমিশনার সাহেবদের কাছে, তিসি সাহেবদের কাছে পাঠিয়েছি। এটা এনজিওদের কাছেও পাঠানো হয়েছে এবং আমাদের গোবেসাইটেও দেওয়া হয়েছে।

বাস্তুরবাবের ইউএনও বলেছেন সেসব তথ্য গোবেসাইটে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টারনেট ইউজারের সংখ্যা ৭% থেকে ১০%। তো বাংলাদেশের মাঝে ৯০% বা ৯৩% মানুষকে কোথায় নেব আমরা। সূতরাং তথ্য চাইলে তথ্য দিতে হবে। কেউ আপনার কাছে তথ্য চাচ্ছে, দরকার হলে তার ফরমটা প্ররুণ করে দিন, প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করুন। এটা আপনার ক্রেডিটবিলিটি। কাউকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না যে সে তথ্য নিয়ে কী করবে। বাস্তুরবাবের তথ্য হেপুগাড়ার লোকজন জানতে চাইতে পারবে আবার ঢাকার তথ্য বাস্তুরবান, খাগড়াছড়ির লোকজন জানতে চাইতে পারবে। কিন্তু বলা যাবে না, তথ্য তোমার কেন দরকার। তথ্য নিয়ে সে কি বাদামের টোষা বানাবে, নাকি মামলা করবে—ইট ইং হিজ বিজনেস।

গোপালগঞ্জের সিভিল সার্জিসের কাছে একজন সাংবাদিক সার্জিরি ইনস্টুমেন্ট কনসংজ্ঞান্ত তথ্য চেয়েছে। তথ্য দেয়ানি। তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার পর আমরা সহজ জারি করলাম। সে আসেনি। সেকেত টাইম করলাম তাও আসেনি। থার্ড টাইমে তাকে এবং তার অ্যাপ্লিকেট অ্যারিটিকে সহজ করলাম। এখন দুজনেই আসেনে। এসে বলছেন, স্যার, আমি ভুল করেছি আমি এটা জানি না। তাকে বলা হয়েছিল সাত দিনে তথ্য দিতে হবে। মূল ঘটনা হলো, কোনো ইনস্টুমেন্ট কর হয়নি কিন্তু বিল উঠে পিয়েছিল। এরপর ওই সাত দিনের মধ্যে তারা সমস্ত ইনস্টুমেন্ট কিনে, স্টোরে জমা দিয়ে ঐ সমস্ত বিল সব টিক করে সেই সাংবাদিককে তথ্য দিয়েছে।

আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এখানে আপনারা স্টেকহোল্ডার, যেমন—সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, বিভিন্ন কোরামের প্রতিনিধি, আর্কামেডিশিয়ান আছেন। সবাইকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে।

এখানে একটিমাত্র ধারা নিয়ে কথা হচ্ছে। কিন্তু পুরো আইনটাকে বিচার করার এটাই উপযুক্ত সময়। এটি একটি চমৎকার আইন কিন্তু আইনের অনেক দুর্বলতাও আছে। আইনটাকে আরো উন্নত করার সুযোগ আছে। আপনারা আইনের ষষ্ঠ দোষগুলি আছে খুঁজে বের করেন। আইনটার অ্যামেন্ডমেন্ট করা দরকার আছে। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য।



সুপারিশসমূহ

- কোন কোন তথ্য ৭-ধারার এই বিধিনিয়েধের আওতায় পড়ে তার একটা তালিকা করে সেটা সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রকাশ্যে উত্তিরে দেওয়া যেতে পারে।
- সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিধিনিয়েধের ব্যাপারটাকে আরো সহজ করা প্রয়োজন।
- আইনটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।
- তথ্য প্রদান করা হবে কि না তার সিদ্ধান্ত হবে জনস্বার্থ বিবেচনায়। জনস্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
- সেকশন ৭-এ যে অস্পষ্টতাগুলো আছে সেগুলো মূল আইনে না করে কলসের মাধ্যমে অস্পষ্টতা দূর করতে হবে।
- ৭-ধারায় জনসংক্ষেপ বিষয়ে ধাপে ধাপে তথ্য প্রদানের বিধান করতে হবে।
- জরিমানার বিধানটি আরেকটু কঠোর করা প্রয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর সমাধান করা জরুরি।
- ৭-ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো তা সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার এবং আমি কোন কোন তথ্য দেব আর কোন কোন তথ্য দেব না, এগুলোও সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার।
- বাধানিয়েধগুলো বত কমিয়ে নিয়ে আনা যাবে ততই ভালো হবে।
- (ঢ) উপধারা ও (ত) উপধারা দুটি জনস্বার্থের একবাবে পরিপন্থি, সরাসরি বাদ দেওয়া যেতে পারে।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন।
- তথ্য কমিশনকে শান্তির আওতা বাড়াতে হবে। নতুন যৌবা তথ্য দিচ্ছেন না, তাঁরা জানবেন যে তথ্য না দিলে কিন্তু হবে না। এই ধারণা হনি তাঁরা খেয়ে যান, তাহলে আইনে কী আছে, কী দেওয়া যাবে আর কী দেওয়া যাবে না—এটা নিয়ে তাঁরা খুব একটা বেশি মাথা ঘামাবেন না।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব 'ব্যক্তি নামের' পরিবর্তে 'পদ' দিয়ে চিহ্নিত করা। আর একটা নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর থাকতে হবে।
- আইনে তথ্য প্রাপ্তির যে পক্ষতির কথা বলা আছে তা একটা দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া। এটাকে আরো সহজ করতে হবে।
- আইনের যে ৭-ধারা এটার খুব বেশি পরিবর্তনের দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।
- আইনটার অ্যামেনেন্স্ট দরকার।

ভিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে ভুল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- জনসচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যাপক উদ্যোগ দেওয়া দরকার।
- প্রত্যেক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে।
- তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্যপ্রত্যাশী উভয়কে সচেতন হতে হবে।

- ধারা ৭-এর উপধারা যত দূর সম্ভব করিয়ে আনা দরকার। কোন তথ্য দেওয়া যাবে না, সেটি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার।
সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের অধিকতর প্রশিক্ষিত করে তোলার (তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে) পাশাপাশি
জনগণকে এ আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- সকল বিভাগের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত ফাউন্ডেশন ট্রেনিংয়ের মতিউল্লে তথ্য অধিকার আইন অভ্যর্থন করে
কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রচারণা করা যেতে পারে।
- তথ্য কমিশনে একটি 'হট নম্বর' থাকতে পারে, যেটি সাধারণ জনগণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করতে পারে।
- ৭-এর 'ট' ও 'ত' উপধারা বাদ দিতে হবে।
- কূলভাবে বা ইচ্ছাকৃত সাময়িকপ্রাণ কর্মকর্তা তথ্য প্রদান না করলে বা আঁশিক তথ্য দিলে তাঁদের জন্য শাস্তি প্রয়োগ ও জরিমানার
পরিমাণ বাঢ়াতে হবে।
- ৭-ধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপধারাগুলো স্পষ্ট করা এবং স্পেসেফিক বিষয়গুলো কলসে সংযোজন করা।
- আইনের সাংবর্ধিক বিষয়গুলো দূর করতে হবে।
- ৭-ধারার (অ) ও (ঝ) উপধারায় আননিকাপত্তা, ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তার ক্ষেত্র (বৈকিরি ক্ষেত্রগুলো) আরো সুনির্দিষ্ট করা।
- ৭-ধারায় যেসব কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃত অপপ্রয়োগের সুযোগ নেবে সোটিকে ৯(৫) উপধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের আবেদন প্রত্যাখ্যাত
হয়েছে মর্মে গণ্য করা ও প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবহাৰ করা।
- ৭(ত) মতে, অনাসচেতন বিষয়ে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করার ব্যবস্থার জন্য আইনে ধারা সংযুক্ত করতে হবে।

সিলেট বিভাগ

সিলেট বিভাগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা



২৬ জুন ২০১৪
কপোতী হল, নির্ভানা ইন, সিলেট

প্রধান অতিথি : মোহাম্মদ ফারুক
প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

বিশেষ অতিথি : সাজাদুল হাসান
বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ
মোঃ ফরহাদ হোসেন
সচিব, তথ্য কমিশন
মোঃ শফিদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সিলেট

সকলক : হাসিবুর রহমান
নির্বাচী পরিচালক, এমআরডিআই



মুক্তিপত্র মনিকুল ইসলাম

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-বিষয়ক আজকের গোলটেবিল আলোচনার মূল প্রবক্ষ উপস্থাপককে ধন্যবাদ জানতে চাই যে সুন্দর একটি প্রবক্ষ উপস্থাপক করার জন্য। বিষয়টা ছিল অনেক তথ্যবহুল। আমরা ধারা এখানে উপস্থিত, তারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এবং এ বিষয়ে আমাদের কী করলীয় তা আমরা জানতে পেরেছি। আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ধারা ৭। এই ধারা ৭ নিয়ে আমাদের কী করলীয় বা কী করা উচিত, কোন তথ্যটা দেওয়া উচিত, কোন তথ্য দেওয়া উচিত নয় তা আমরা জানতে পেরেছি।

আইনে বলা হচ্ছে নেটওর্কিং ছাড়া সব তথ্য প্রদান করতে হবে। আমি এ বিষয়ের সঙ্গে একটু বিমত পোষণ করি। যেমন, কেউ যদি ডিসি অফিসে রেকর্ড রাখার সমস্ত তথ্য চায়, আমি যদি তথ্যগুলো দিতেও চাই, তাহলে আমি এক-দুই বছরেও দিতে পারব না। কিন্তু এখানে সময় বেঁধে দেওয়া আছে ২০ দিন এবং সর্বোচ্চ ৩০ দিন।

কিংবা আমাদের সিলেট অফিসে যদি বলা হয় যে এক বছরে যে মিউটেশন কেস হচ্ছে, এর নথিগুলো আমি চাই। এখন একটা নথি পেপার হয়তো ১০০ পাতা থাকে, ৫০ পাতা এবং নথির সংখ্যা হয়তো ১০০০ থেকে ৩০০০। মোট ৫০ হাজার বা ১ লাখ পাতা হতে পারে। তাই কী পরিমাণ তথ্য প্রয়োজন, এটা যদি স্ক্রিনডংগতভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে, তাহলে ভালো হব।

মূল প্রবক্ষে ৭-ধারার কিছু উপধারাকে সমর্পিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এখানে আমাদের ২০টি উপধারা। আমি সেগুলো পড়ে দেখেছি, একটার সঙ্গে আরেকটার অনেক পার্শ্বক। আইনের ভাষা এবনিতেই একটু দুর্বোধ্য। এগুলোকে যদি সমর্পিত করা হয়, তাহলে আরো দুর্বোধ্য হচ্ছে যাবে।

ক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে যে প্রক্রিয়ামেট অ্যাক্ট আছে, তাতে প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। যেমন—টেক্নো উপনিঃ, টেক্নো ইভ্যালুয়েশন, সিক্যুরিটি ইত্যাদি। কখন কী তথ্য প্রকাশ করতে হবে তা দেওয়া আছে। এখন তবের ক্ষেত্রে যদি বাধানিয়েখ উচিতে দেওয়া হয়, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। যেমন, সময় দেওয়া হলো, আগামী ৭ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে এই টেক্নোটা জমা দিতে হবে। এখানে কেউ ৭ তারিখে টেক্নোর জমা দিল, আর একজন এসে জমা পড়া টেক্নোরের কপি চেয়ে আবেদন করল। আবার টেক্নোরের উপনিঃ কমিটি একটা টেক্নো খুলে তা সরাসরি ইভ্যালুয়েশন কমিটিতে পাঠিয়ে দেয়। এখন কেউ যদি জানতে চায়, টেক্নোরের উপনিঃ কমিটি থেকে ইভ্যালুয়েশন কমিটির কাছে কী কাগজ পাঠিয়েছে, তার কপি চাই। তখন সেটা দিতে বাধ্য হব। যদি এটা আইনে দেওয়া থাকে, তবে কেউ আর চাইতে পারবে না। আমার মনে হয় যে এটা বিবেচনা করা উচিত।

(ন)-এর অতিরিক্ত শর্তে যেখানে ‘ধারা’ বলা হচ্ছে, মূল প্রবক্ষে সেখানে ‘ধারা’ না বলে ‘উপধারা’ বলার প্রস্তাব করা হচ্ছে। আমিও দেখেছি যে এখানে উপধারা হওয়ার কথা। এখানে কথাটার সঙ্গে মিল নেই। এই সমস্যাটুকুর কারণে অনেকেই তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার আবেদন করছে।

আইনটা ভালো, তবে এই আইনের দুর্বল কিছু দিক আছে। কারণ আইনটা নতুন। সবাইকে ধন্যবাদ।

নজরুল হক

নির্বাচী পরিচালক, আইডিয়া, সিলেট

ধারা ৭-এ ২০টা ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা নেই। এই ৭-ধারাটাই আজকের মূল আলোচনার বিষয়। প্রবক্ষকার মেপাল চন্দ্র সরকার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে ধারা ৭ ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ নানাভাবে তথ্য প্রদানের অধিকার থেকে মানুষকে বাধিত করতে চান।

এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হলো এর অপ্রয়োগ। এই অপ্রয়োগের কারণ হচ্ছে, আইনের কিছু ফাঁক রয়েছে, কিছু মার্গেচ রয়েছে, কিছু শব্দকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ রয়েছে। এ কারণেই কিছু অপ্রয়োগের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আইনের প্রয়োগ করছেন তিনি তুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। যিনি তথ্য প্রদান করেন তাঁর মানসিকভাবে একটা বড় সমস্যা রয়েছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যে সমস্ত বাণীয় প্রতিষ্ঠান সেবা প্রতিষ্ঠান বা যে সমস্ত কর্তৃপক্ষের কথা বলা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক সব সময় বহুসূলভ নয়। এবং অনেকটা মনির-ভূত্য সম্পর্ক আমরা দেখি। এজন্য তারা সাধারণ মানুষকে সহজভাবে গ্রহণ করে না। আবার তথ্য সংরক্ষণের বিষয়ে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করার জন্যও তথ্য পাওয়া যায় না।



আরেকটা বিষয় হচ্ছে জনগণের সচেতনতা। কোন তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে, কার কাছে পাওয়া যাবে, কোন তথ্য আমার জ্ঞানের অধিকার আছে, কোন তথ্য নেই—সেই সচেতনতার মার্গারূপ অভাব রয়েছে।

(ন)-এর অতিরিক্ত শর্তে বলা হচ্ছে, তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার জন্য তথ্য কমিশনের পূর্বানুমতি নিতে হবে। এটি শুধু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য। যদি এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোগ সূচোগ থাকে, তাহলে তথ্য মা দেওয়ার ও ভুল তথ্য প্রদান করার মানসিকতা এবং সাধারণ মানুষকে সাদাতে গ্রহণ না করার বিষয়টা কমে যাবে। কারণ তাঁরা কোন বিষয়ের তথ্য দেবেন না, সে বিষয়ের আগাম অনুমতি থাকবে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কনভেনশন, ডিক্লিয়ারেশন বা রেঞ্জেশনগুলোর সঙ্গে আমাদের তথ্য অধিকার আইনের সামৃদ্ধ্য-বৈসামৃদ্ধ্য খুব ভালোভাবে খড়িয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। মূল প্রবন্ধে করেকটি দেশে আইনের সঙ্গে সংঘর্ষে তুলনা করা হচ্ছে। ২০টা উপধারার সঙ্গে এই দেশের আইনের কতটুকু মিল রয়েছে, কীভাবে রয়েছে তার উল্লেখ আছে। আমার মনে হয়, এটা যথেষ্ট নয়। এ বিষয়টা স্টাডি করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে আমরা বুকতে পারব, আধুনিক সভ্য দেশগুলোর সঙ্গে আমরা কতটুকু তাল মিলিয়ে চলতে পারছি।

কর্তৃপক্ষ—যারা সেবা দেয়, তাদের যদি আমরা সেবক বলি—তাদের মানসিকতা পরিবর্তন বিষয়টা উচ্চত্বপূর্ণ। এটা, আইন করে আসবে না। এর জন্য প্রশাসনিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দরকার। সবাইকে ধন্যবাদ।

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন রাজবংশী

উপনেটা, বাংলাদেশ চা-ক্রিকেট ইউনিয়ন, সিলেট

তথ্য অধিকার আইন ঘেরে নতুন আইন। আইনটা যাতে সহজ হয় এবং আরো সহজে মানুষ তথ্য পেতে পারে সেজন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। আইনটা যদি সহজ না হয়, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষগু এটা ব্যবহার করতে পারব না।

অধ্যাপক ড. আকুল আউয়াল বিশ্বাস

বিজ্ঞান প্রধান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

কর্তব্য ও অধিকার—এ দুটি বিষয় পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের বিষয়ে খুব সচেতন কিন্তু কর্তব্যের ব্যাপারে নই। আমি আমাদের সরকারকে ধন্যবাদ জানাই তথ্য অধিকার আইনের মতো একটি আইন করার জন্য। কিন্তু আমার অনুরোধ, বিষয়গুলোকে আরো সহজ করে সূচন করে সাধারণ মানুষের মতো করে প্রচার করতে হবে।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো বিষয় আমি কতটুকু জানতে পারব, কোন বিষয় জ্ঞানের অধিকার আছে, কোন কোন বিষয়ে আমি প্রশ্ন করতে পারব—এগুলোর সঠিক নির্দেশনা নেই। আমাদের তথ্য-সংরক্ষণ-পদ্ধতি সুর্বল। এগুলোকে যেন যুগোপযোগী করা যায়, মানসম্পদ করা যায় সেটা আমাদের দেয়াল রাখতে হবে।

অ্যাভেঞ্জেকেট ইরকানুজ্ঞামান চৌধুরী সমষ্টিকারী, ব্রাস্ট, সিলেট ইউনিট

ধারা ৭-এ যে বাধানিষেধ দেওয়া হয়েছে সেটাকে অতিক্রম করার আগে ধারা ৭-এর বাইরে যেসব তথ্য আমরা পেতে পারি, সেগুলোই আমরা পাইছি না। সেখানে বোধহয় আমাদের কাজ করতে হবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা। তাঁরা যদি তথ্য দিতে অভ্যর্থ হয়ে যান, তাহলে ৭-ধারা আমাদের জন্য কোনো সহস্য হবে না বলে আমি মনে করি। ৭-ধারার যতটুকু বিষয় বলা আছে সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তিকে প্রয়োজন পড়বে না। রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের কিছু নিজস্ব নিরাপত্তার বিধান থাকবেই, এটা প্রয়োজন।

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন কর্ম বলা আছে আমি যার কাছে, তথ্য চাইব তাঁর নাম ও পদবি লিখতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য জানা কঠিন যে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে? নার্টা আমি জানব কী করে? এখানে যদি সহজ করে দেওয়া হয়, নামের বললে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখে যেন আবেদন করা যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।

তালতীর-আল-মাফিস সহকারী কর্মশালার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট

জনগণের সেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আমাদের অফিস থেকে যে ধরনের সেবা প্রদান করা হয়, তাতে আমাদের এমন কোনো তথ্য নেই, যা প্রদান করা যাবে না। ধারা ৭-এর মধ্যে আমাদের এমন কিছুই পড়ে না। তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে আমার উপরকি হচ্ছে বে জনগণ এই আইনটা সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয়। এবং অদ্যাবধি আমার কাছে তথ্য চেয়ে একটা আবেদনও পড়েনি। তাই আমার কাছে মনে হয়, ধারা ৭-এর ওপর আমাদের সচেতনতার পাশাপাশি জনগণকে একটু অবহিত করা যে তাঁরা কীভাবে তথ্যটা পেতে পারেন। এটা তাহলে ফলঝন্সু উদ্যোগ হবে।

মোঃ আব্দুল খাতৰ এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, শ্রীমঙ্গল

আমি ধারা ৭-এর চারটি উপধারা নিয়ে কথা বলব। (খ) উপধারাতে বলা হয়েছে, ‘পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের বা অথবা কোন আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার, জেটি বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক স্ফূর্ত হইতে পারে এইরূপ তথ্য’—এ ক্ষেত্রে আমার মন্তব্য হচ্ছে, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়, পরিবেশ বা মানবাধিকার বিষয়ের সম্পাদিত জাতীয় চূক্তির তথ্যগুলো প্রকাশ করা যেতে পারে কি না, এটা আপনারা একটু দেখবেন।

উপধারা (গ)-তে বলা আছে, ‘বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য’—এটা ব্যক্তির, না প্রতিষ্ঠানের গোপনীয় তথ্য তা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন এবং এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কী ধরনের তথ্য প্রকাশযোগ্য নয় তার উচ্চের দ্বাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

(ঝ) উপধারাটিতে ‘ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ’-এর সঙ্গে ‘ও তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে’ শব্দগুলো সংযোজন করা ও তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এবং (ঝ)-তে বলা হয়েছে ‘একটি নিশ্চিত সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আছে’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উপধারা (ঝ)-তে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে, একে তথ্য বলতে কোন কোন তথ্যকে বোঝানো হয়েছে, এর ক্ষেত্রগুলোর সুস্পষ্ট উচ্চের দ্বাকা প্রয়োজন। ধন্যবাদ।

ৰাজীব আহমেদ

সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসক কাৰ্যালয়, সুনামগঞ্জ

আমি জেলা প্রশাসক কাৰ্যালয় সুনামগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কৰ্মকর্তা হিসেবে আছি অনেকদিন। ৭-ধাৰা সম্পর্কে আমাৰ অভাবত হলো তথ্য পোওয়া দেৱল নাগৰিকদেৱ অধিকাৰ থাকা উচিত, তেমনি ধীৱা তথ্য দেৱেল তাঁদেৱ কিছু ক্ষেত্ৰে তথ্য না দেওয়াৰ অধিকাৰ থাকতে হবে। কাৰণ সব তথ্য সবাৰ জন্য উন্মুক্ত হতে পাৰে না। এতে অনেক সমস্যা তৈৰি হতে পাৰে। দেৱল তথ্য না দিলে নাগৰিকেৰ হয়ৱানি হয়, তেমন তথ্য দিয়েও সৱকাৰি কৰ্মকৰ্তাৰা অনেক সময় হয়ৱানিৰ শিকাৰ হন। তাই ধীৱা ৭-এ যেসব বাধনিয়েখ আছে, আমাৰ কাছে সেগুলো মৃত্যুমুক্ত মনে হয়েছে। তবে আমাৰ কাছে মনে হয়েছে, এৰ সঙ্গে আৱেকটা বিষয় মৃত্যু হতে পাৰে বা বিবেচনাৰ ঘোগা হতে পাৰে। সেটা হলো একজন নাগৰিক একটা তথ্য চাইলেন কিন্তু সেই তথ্যেৰ সঙ্গে তাৰ কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, তাহলে তিনি সেই তথ্যটা কেন নেবেন। সে ক্ষেত্ৰে তথ্যেৰ সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও তিনি যদি বোৰাতে পাৰেন কী কাৰণে তাৰ তথ্যটা প্ৰয়োজন, তাহলে তথ্যটা দেওয়া যেতে পাৰে। আমাৰ মনে হয়, এ ক্ষেত্ৰে কিছু হয়ৱানি থেকে বাঁচা যেতে পাৰে। আমাৰ বকলা থাকবে যে, তথ্যেৰ ক্ষেত্ৰে যেসব ব্যক্তিৰ কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই কোনো ধৰনেৰ, তাঁকে সেই তথ্যটা না দিতে পাৰলৈ ভালো হয়। যদি তিনি বোৰাতে পাৰেন, তাঁৰ এই কাৰণে তথ্যটা দৰকাৰ, তখন তথ্যটা দেওয়া হতে পাৰে। ৭-ধাৰা সম্পৰ্কে এটাই আমাৰ বকলা। আইনটা আমাৰ কাছে ভালো লেগেছে আইনটা খুব সুন্দৰ। ধন্যবাদ।

আজিজ আহমদ সেলিম

প্ৰধান সম্পাদক, দৈনিক উত্তৰপূৰ্ব, সিলেট

৭-ধাৰায় যে সন্তুষ্টিপূৰ্ণ উপধাৰা আছে এগুলোৰ মধ্যে দু-একটি উপধাৰা নিয়ে আমি বলতে চাই। আমৰা ধীৱা সাংবাদিক, ধীৱা সংবাদপত্ৰে কাজ কৰি, আমৰা কিন্তু এসব ধাৰাৰ ব্যাপৰে সুস্পষ্ট তথ্য পাই না, বিশেষ কৰে আমি উপধাৰাৰ বেছানে আলাদাত অবমাননাৰ বিষয়টি বলা হৈয়েছে। কেন বিষয়টি আদালত অবমাননাৰ পৰ্যায়ে পড়ে, সেই তথ্যটি কিন্তু আমৰা স্পষ্টভাৱে জানি না। সূতৰাং বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্ৰয়োজন। সেই সঙ্গে আমি দেশেৰ নিৱাপনা, অৰ্থন্তা এবং সাৰ্বভৌমত্বৰ বিষয়টিকে এখানে আনতে চাই। এ বিষয়টিও কিন্তু স্পষ্ট নয়। এগুলো আজো একটু স্পষ্ট হলে আমৰা সুবিধা পাৰি।

যিনি তথ্য দেৱেল তাৰ দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ভৱত্তপূৰ্ণ। তিনি যদি তথ্য দেওয়াৰ ক্ষেত্ৰে উদার হয়ে থাকেন, তাৰ কাছ থেকে আমৰা যেভাবে তথ্য পাৰ, সে ক্ষেত্ৰে যদি তাৰ বিপৰীত কেউ হন তাৰ কাছ থেকে তথ্য পেতে আমাদেৱ সমস্যাৰ পড়তে হবে। ধন্যবাদ।

নাজমা বানম নাজু

এৰিয়া ম্যানেজাৰ, টিআইবি, সিলেট

এ আইনটা এমন একটা আইন, যেটাকে ইউনিয়ন পৰিষদ থেকে কৰ কৰে রান্তিৱ সৰ্বোচ্চ মহল পৰ্যন্ত ব্যবহাৰ কৰা যায়। তাই আইনেৰ ৭-ধাৰাটিকে আৱেকটু পৰিষ্কাৰ কৰা হলে সুবিধা হবে। কাৰণ আমৰা দেৰ্ঘতে পাইছ যে এই ধাৰাৰ অপঞ্চৰোগ হচ্ছে। তাই ৭-ধাৰাৰ উপধাৰাগুলোৰ আজো ব্যাখ্যা দেওয়াৰ প্ৰয়োজন আছে বলে আমি মনে কৰি। যেমন এখানে বলা আছে, বিশেষ সৱকাৱেৰ কাছ থেকে প্ৰাণ কোনো গোপনীয় তথ্য — এই গোপনীয় তথ্য বলতে আসলে কী বোৰাতে চাচ্ছে? যেমন, সৱকাৱ যদি কোনো রান্তিৱ সঙ্গে কোনো গোপন চূক্তি কৰে থাকে, সেটাৰ প্ৰকাশ কিন্তু একাধাৰে রান্তিৱ নিৱাপনাৰ জন্য বাধাৰ বলে দেওয়া হতে পাৰে। কিন্তু এই চূক্তি কি আমৰা জানাৰ অধিকাৰ রাখতে পাৰি না! এই গোপনীয়তাৰ সুযোগ দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বা ধীৱা রান্তিৱ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, তাঁদেৱ একটা সুযোগ কৰে দেওয়া হচ্ছে কি না।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, শাৰীৰিক নিৱাপনা — এই বিষয়গুলো, বিশেষ কৰে (চ), (ভ), ও (ক) — এগুলো যদি একটা উপধাৰায় নিয়ে আসা যায়, এবং যদি স্পষ্ট কৰে দেওয়া যায় যে কোনোটো জনগণেৰ নিৱাপনা, কোনটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আৰ কোনটা ব্যক্তিৰ জীৱন বা শাৰীৰিক নিৱাপনাৰ জন্য হ্মকিস্তৰণ হতে পাৰে। এই বিষয়গুলোই বাৰবাৰ অপব্যবহাৰ হচ্ছে।

উপধাৰা (ঠ) আইন অনুসাৰে একটি নিৰ্দিষ্ট সময়েৰ জন্য থাকাশে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমাৰ কাছে মনে হয় এই উপধাৰাটা খুব জটিল এবং অপব্যবহাৰ হওয়াৰ সুযোগ রয়েছে। এখানে অন্য আইনেৰ বিষয় নিয়ে আসা হচ্ছে। (ঠ) উপধাৰায় কৰ কাৰ্যকৰ্ত্তাৰ বিষয়ে বলা হচ্ছে। এই গোপন কৰাৰ বিধান কৰ কাৰ্যকৰ্ত্তাৰ ক্ষেত্ৰে অনিয়ম সংহণনেৰ আজো বৰ্ত সুযোগ হতে পাৰে বলে আমাৰ মনে হয়।

জনগণ এই আইনের সম্পর্কে সচেতন নহ। সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব যখন তার কাছে কেউ আসে, সে হয়তো ফর্ম সম্পর্কে জানে না বা এই আইনের মাধ্যমে জানার অধিকার তার রয়েছে সেটা জানে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব তাকে এটা জানানো, তাকে আইনের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্ত্যার ধারার নিম্নে আসা।



ধন্যবাদ।

মোঃ মোজাহুর আলী সরদার

উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমর্পিত জেলা, সিলেট

আমি সবাইকে ধন্যবাদ। আমার বেটা মনে হয়েছে, তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার সংশোধনে ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মেওয়ার যে উপধারাটা, এটা সংশোধন করলেই হয়। বাকিঙ্গলো সঠিকই আছে।

ফারুক মাহমুদ চৌধুরী

সভাপতি, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), সিলেট

প্রথমেই আমি এমআরডিআইকে অভিনন্দন জানাই যে ৭-ধারার ওপর আজকের এই গোলাটেবিল বৈঠক করার জন্য। এখানে মূল প্রবক্তা যে সুপারিশগুলো করা হয়েছে আমি এটার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সিলেটের জেলা প্রশাসক মহোদয় আছেন, তাকে অনুরোধ, সিলেটে হেতুগো কাজ হচ্ছে সেখানে উৎসহলে যদি একটা বোর্ডের মাধ্যমে কিছু তথ্য নিজে থেকে দেওয়া যায়, যেমন কাকে টেকার দিয়েছেন তার নাম, কত টাকার কাজ, কত দিনের কাজ ইত্যাদি। আপনি ইচ্ছা করলে পারেন। কো-অর্ডিনেশন মিতিয়ে আপনি এনজিও এবং উপজেলাগুলোকে নির্দেশনা দিলে তারাও তা অনুসরণ করবে। ধন্যবাদ।

সালেহিন চৌধুরী তত্ত্ব

নির্বাহী পরিচালক, হাওর এরিয়া আপলিফটমেন্ট সোসাইটি (হাউস), সুনামগঞ্জ

৭-ধারার (গ) উপধারার বলা হয়েছে, 'কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য দেওয়া যাবে না।' এটাকে ব্যাখ্যা করা দরকার। যেমন টিপাইয়ুখ বাঁধ ভারত সরকারের কাছে গোপনীয় বিষয় হলেও আমাদের জীবন-স্মরণ প্রশ্ন। ভারত সরকার এটাকে গোপন রাখতে চাহিবেই, আমার সরকার কেন রাখবে। আবার অধিকার গৃহযুক্তবিধান দেশ, যেখানে জহি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ঐ রাষ্ট্রের, অনেক তথ্য তারা বলবে গোপনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য তা প্রকাশের প্রয়োজন হচ্ছে পারে। বিশেষ করে, যারা রঞ্জনি ব্যবসায় জড়িত বা বিদেশে যেতে চায় তাদের জন্য। আমার রাষ্ট্র যদি ঐ তথ্যগুলো গোপন রাখে, আমার দেশের নাগরিক ভুল জায়গায় চলে যাবে এবং বিপদে পড়বে। তাই এই বিষয়টা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে বিদেশি সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত গোপনীয় তথ্য বলতে সরকার কী বোকাজ্বে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত প্রতিটি চৃতি সংসদে উপস্থিত হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাধীনতার পরে কোনো চৃতি সংসদে উপস্থিত হয়নি। সংবিধানে এই বাধ্যবাধকতা আছে প্রতিটা চৃতি সংসদে উপস্থিত হতে হবে।

বাজ্জতা থাকলে তথ্য নিতে আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে এই আমি যে তথ্যটা চাইব সেই তথ্যের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টিতা থাকুক বা না থাকুক আমাকে তথ্য নিতে হবে। সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, এটা জানার অধিকার কারো নেই। যেহেতু রাষ্ট্রটা আমার, বাংলাদেশের নাগরিকদের। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে জনগণ। অর্থাৎ আমরা রাষ্ট্রের মালিক। মালিক হিসেবে আমার মালিকানা দাবি করে তা চাইতেই পারি। আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে আমি তথ্য চাইব। আমার প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক।

মোঃ শহিদুল ইসলাম

জেলা প্রশাসক, সিলেট

এখানে আমরা যারা তথ্যদাতা এবং তথ্যহীনতা—সূই পক্ষেরই এ আইন সম্পর্কে অস্পষ্টতার কারণে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এখন ৭-ধারায় কোনটা আটকানো থাবে সেটা বুঝতে হবে। যেমন ইনকাম ট্যাক্স অফিসে টিন নাম্বার চাইতে কোনো সমস্যা নেই। এখন উনি যদি বলেন কত ট্যাক্স দিয়েছে এ বিষয়টা গোপনীয়। এটা ওনার পারসোনাল আর-ব্যয়ের সঙ্গে স্বার্থসংগ্রাম। এখানে কিন্তু না বুঝেও অনেক সময় দেওয়া হয় না। তবে এ উদ্যোগটাও ভালো, এখানে আমরা বেশ

কয়জন সরকারি কর্মচারী য্যাটেড করেছি তাদের জন্য বিষয়টা স্পষ্ট হবে। এটা নতুন আইন। ভবিষ্যতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যখন সমস্যা হবে তখন প্রয়োজনের তাগিদেই এটাৰ সংশোধন হবে। যারা মূলত এই আইনের স্টেকহোল্ডার তাদের কাছ থেকেই এই অ্যামেনেটের প্রস্তাব আসবে।

এই ৭-ধারা দিয়ে মানুষকে তথ্য পাওয়া থেকে কতটুকু বিরত রাখতে পারব। আইন যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এই ৭-ধারা বাধার কারণ হবে না। কারণ ৭-ধারা আমাদের সহবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে করা হয়েছে। এখানে সহবিধানের সঙ্গে যদি সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে এই অংশটুকু এমনিই বাতিল হয়ে থাবে। জেলা সেক্রেটের এমন কোনো গোপনীয় কিছু থাকে না। বিদেশি কোনো তথ্য, বহুজাতীয় কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই। মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স, হোম মিনিস্ট্রি, অথবা ফরেন মিনিস্ট্রি কিছু কিছু রেস্ট্রিকটেড বিষয় আছে। আর কিছু রেস্ট্রিকশন তো রাখতেই হবে, এটা আমাদের প্রয়োজনেই রাখতে হবে।

আমরা যেহেতু তথ্য দেব, তাই সবাইকে খোলা মন নিয়ে আসতে হবে। তাহলে তথ্য আদান-প্রদানের সংস্কৃতি চালু হবে। ধন্যবাদ।

সাজ্জাদুল হাসান

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট

তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারায় যে বাধানিষেধগত্বে আছে সেটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আইনেও আছে। এগুলোকে কোথায় কিছুটা সহজ করা যায় তা নিরেই আজকের আলোচনা। আবার এই ধারা ৭-কে পুঁজি করে অনেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য দিচ্ছে না, এমন অভিযোগও এখন পাওয়া যাচ্ছে। কেস স্টাডির মাধ্যম মূল এবংকে অভিযোগগত্বে দেখানো হয়েছে।

পলিটিক্যাল সাইলে একটা কথা আছে, রাইটস অ্যান্ড নিডেল গো সাইড বাই সাইড। আমি কোনটা পেতে পারি সেটা আমার অধিকার একই সঙ্গে আমাকে জানতে হবে, আমি কোন তথ্য চাইছি। আমি জালাওভাবে বলতে পারব না আমাকে তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। আজকে আমার অফিসের ফাইলের একটা নোটশিট—সেটা আমি দিতে পারব, মাত্ব পারব না? কোনটা পাবলিক ডকুমেন্ট সেগুলো কিন্তু আমাকে পরিকারভাবে জানতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন অবশ্যই খুব ভালো একটি আইন এবং সেটা আমাদের ভালোভাবে কম্পাইল করতে হবে। আপনাদের কাছে যদি কোনো অভিযোগ থাকে যে এই আইনে তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপনাদের কেউ কোনো বাধার সৃষ্টি করছেন, সে ক্ষেত্রে নয়া করে অবশ্যই আমাকে বলবেন। আমাদের দায়িত্ব আপনাদের সেটা প্রোভাইড করা। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।



মোঃ ফরহাদ হোসেন সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সবাইকে খন্ডছো। আমাদের আজকের আলোচনাটি প্রাপ্তব্য হয়েছে, এই আলোচনা থেকে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি। আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তথ্য অধিকার আইনের সরকিছু না, তখন ৭-ধারা। আসলে ৭-ধারায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী সমস্যা হচ্ছে এর কোনো অংশ সংশোধন করা যায় কি না, এর কোনো কিছু বাদ দেওয়া যায় কি না—এগুলো আমাদের মূল আলোচনার বিষয়। মূল প্রবক্ষে ৭-ধারার দুটি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের কথা বলেছেন এবং দুটি উপধারাকে বাতিল করার কথা বলেছেন। পাশাপাশি আপনাদের আলোচনা থেকে যে সুপারিশ এসেছে এবং অন্য জায়গাগুলো থেকে যে সুপারিশগুলো এসেছে সেগুলো সব বিবেচনা করেই হয়তো বা পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হবে। অনেক আলোচনা, অনেক চিন্তাবন্ধন, বিচার-বিশ্লেষণ করেই আইনটি এসেছে। কাজেই এত তাড়াতাড়ি হয়তো আমরা এ আইন সংশোধন করতে পারব না। কারণ তাড়াতাড়ি সংশোধন করতে গিয়ে আমরা আইনটিকে আরো বেশি জটিল না করে ফেলি, এ বিষয়টাও দেখতে হবে।

আইনের মূল কথা হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এখানে দুটি পক্ষ। একটি পক্ষ জানবে আর অপর পক্ষ জানবে। দুজন সচেতন নাহলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হবে না, এটুকু আমাদের বুকতে হবে। তথ্য যিনি চাইবেন তাকে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, একই সঙ্গে দায়িত্বগুলি কর্মকর্তাদেরও সচেতন হতে হবে। আর আমরা নিজ নিজ জারগা থেকে যদি আমাদের কর্তব্যটা ঠিকভাবে পালন করি, তাহলেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়িত হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

মোহাম্মদ ফারুক প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আমি তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে প্রথমেই আপনাদের আনন্দিত তত্ত্বের জানাই। আজকে মূল আলোচনা হিল ৭-ধারা নিয়ে কিন্তু আমি দেখছি তথ্য অধিকার আইনের সরকারেই মোটামুটি টাচ করা গেছে। এত কিছুতে আমি যাব না। আমি তখন কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে আমার বক্তব্য দিচ্ছি। তথ্য অধিকার আইন, এটি নতুন আইন বাংলাদেশের জন্য।

তথ্য অধিকারের বিষয়টা সারা বিশ্বে একটা সঞ্চারে পরিগত হয়েছে। এর কারণ হলো সারা বিশ্বই এখন ব্যছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সঞ্চারে রাত। এই তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন, ব্যচতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

সাধারণেই বলা আছে দেশটা জনগণের। তথ্য অধিকার আইন যদি ভালোভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে সেখা যাবে যে এটা জনগণের আইন। এমআরডিআই আয়োজিত এই আলোচনাসভা মূলত ৭-ধারার ওপর ভিত্তি করে। কারণ ৭-ধারাটা হলো তথ্য অধিকার আইনের অন্যতম বিশেষ ধারা। অনেকে মনে করেন যে তথ্য না দেওয়ার জন্য এই ধারাটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেজন্য এমআরডিআইকে অভিনন্দন যে তারা এই ৭-ধারাকে আলোচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছে। বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এ রকম আলোচনা হচ্ছে। আজকেই শেষ আলোচনাসভাটি হচ্ছে। এসব আলোচনাসভার সুপারিশ তারা কমিশনে পাঠাবে। আমরা ৭-ধারাসহ এবং এই আইনের আরো কিছু যে জটি আছে সেগুলো সম্মুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংসদে পাস করানোর জন্য ব্যবস্থা নেব। এটা একটা অন পোর্টিং অ্যাপ্রোচ।

আমরা চাই, জনগণ আইনটাকে উপযুক্তভাবে, সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করুক। সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সকল ক্ষেত্রে ব্যচতা ও জবাবদিহির সৃষ্টি হবে এবং এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাই আমাদের সবার প্রধান লক্ষ্য। ধন্যবাদ।

- মূল প্রবন্ধে ৭-ধারার কিছু উপধারাকে সমর্পিত করার প্রকার করা হয়েছে। আইনের ভাষা এমনভেই একটু দুর্বোধ্য। এগুলোকে যদি সমর্পিত করা হয় তাহলে আরো দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।
- জন্মসংক্রান্ত উপধারাটি বহাল ধারা উচিত।
- (ন)-এর অতিরিক্ত শর্তে যেখানে ‘ধারা’ বলা হয়েছে, সেখানে ‘উপধারা’ বলতে হবে।
- আইন সহজ করতে হবে।
- সহজ করে সুন্দর করে সাধারণ মানুষের মতো করে আইন প্রচার করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী ও মানসম্পর্ক করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে তোলা।
- তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্মে নামের বদলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিখে যেন আবেদন করা যায়।
- ধারা ৭-এর উপর কর্মকর্তাদের সচেতনতার পাশাপাশি জনগণকে সচেতন করতে হবে।
- উপধারা (গ)-তে বলা আছে ‘বিদেশী সরকারের নিকট হইতে গ্রাণ্ড কোন গোপনীয় তথ্য’—উপধারাটি সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন।
- উপধারা (চ)-তে বলা ‘একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা’ বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা র সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- উপধারা (খ)-তে ‘জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হনিম কারণ হইতে পারে’—একপ তথ্য বলতে কোন কোন তথ্যকে বোঝানো হয়েছে ও এর ক্ষেত্রগুলোর সুস্পষ্টীকরণ।
- কোন বিষয়টি আদালত অবস্থানন্দের পর্যায়ে পড়ে তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
- দেশের নিরাপত্তা, অবস্থা এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়টিও কিন্তু স্পষ্ট হলে আমরা সুবিধা পাব।
- ৭-ধারার উপধারাগুলোর আরো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, শারীরিক নিরাপত্তা এই বিষয়গুলো বিশেষ করে (ছ), (জ), এবং (ক) এগুলো যদি একটা উপধারায় নিয়ে আসা যায়, এবং যদি স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যে কোনগুলো জনগণের নিরাপত্তা, কোনটা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আর কোনটা ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তার জন্য হস্তক্ষেপ হতে পারে।
- তথ্য অধিকার আইনের ৭-ধারার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে উপধারাটি, এটা সংশোধন প্রয়োজন।
- ৭-ধারার (গ) উপধারায় বলা হয়েছে, ‘কোন বিদেশী সরকারের নিকট থেকে গ্রাণ্ড কোন গোপনীয় তথ্য দেওয়া যাবে না’—এটাকে ব্যাখ্যা করা দরকার।
- যে তথ্যটা চাইব সেই তথ্যের সঙ্গে আমার সংশ্লিষ্টতা থাকুক বা না থাকুক আমাকে তথ্য দিতে হবে। সংশ্লিষ্টতা আছে কি না, এটা জানার অধিকার কারো নেই।

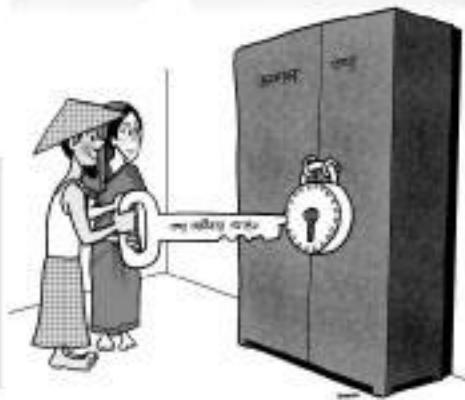
তিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ

ধারা ৭ বিষয়ে তৃতীয় ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- মূল প্রবক্ষের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নেওয়া।
- দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।
- তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- সরকারি, বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠানকে আইনটি সম্পর্কে অবহিতকরণ/প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
- 'গ' উপধারার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- এই ধারার অপব্যবহার দূর করার জন্য আইনে কিছু সংশোধনী প্রয়োজন এবং তথ্য কর্মকর্তাদের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার।
- সব প্রতিষ্ঠান নিজ বিভাগের তথ্যাবলি যথাযথ সংরক্ষণ করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এর উপধারা ২০ থেকে কমিয়ে নিয়ে আসা।
- ফরম ক-তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করাটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করছি।
- সব সরকারি/বেসরকারি অফিসকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি উল্লেখ করে প্রকাশ্য হানে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে।
- কী কী বিষয় পোপনীয় হতে হবে তা স্পষ্ট করতে হবে, যেন সহজে বোঝা যায়।
- ৭-ধারার অপব্যবহার রোধে প্রতিটি সরকারি অফিসে কোন কোন তথ্য প্রদান করা হবে, তার একটি তালিকা প্রণয়ন করা যায়।
- যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিক্রিয়াধীন, সেসব ক্ষেত্রে তথ্য প্রদান না করার বিধান থাকতে পারে।

সেমিনার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ বিষয়ক সেমিনার



২১ অক্টোবর ২০১৪, ব্র্যাক সেন্টার, ঢাকা

প্রধান অতিথি	: হাসানুল হক ইন্সু মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
বিশেষ অতিথি	: মোহাম্মদ ফারুক প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ আবু সালেহ শেখ মোওজ জাহিরুল হক সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় শাহীন আলাম নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
মূল প্রবক্ত উপস্থাপক	: হাসিনুর রহমান নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই
সকালক	: ফরিদ হোসেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাম



ফরিদ হোসেন

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ইনফোকাস

উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক তত্ত্বজ্ঞ জানিয়ে আজকের সেমিনার শুরু করছি। আমাদের মধ্যে আজকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। আমাদের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যারা বক্তব্য রাখবেন তার মধ্যে আছেন, মোহাম্মদ ফারুক, প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ; আবু সালেহ শেখ মোওজহিরুল হক, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিহৱক মন্ত্রণালয় এবং শাহীন আনন্দ, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন। আমরা তাঁদের কাছ থেকে বক্তব্য শুনব।

নির্ধারিত আলোচকরা উপস্থিত আছেন। আমি তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিইছি। আমাদের মাঝে আছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মনসুরুল আহসান বুলবুল, প্রধান সম্পাদক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বৈশাখী টেলিভিশন; আমাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ড. সাদেক হালিম, সাবেক তথ্য কমিশনার; মোঃ আবু তাহের, সাবেক তথ্য কমিশনার ও মেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ। আমরা তাঁদের খাগড় জানাই।



আমাদের আজকের এই সেমিনারে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা হবে। তথ্য অধিকার আইনে ৩৭টি ধারা আছে। আমরা ধারা ৭ নিয়ে আজকে আলোচনা করব। এখানে একটা সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে, যা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। ধারা ৭ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে গোলটেবিল আলোচনা হয়েছে। কোকাস এন্ড আলোচনা হয়েছে, বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ধারাটি কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং এই ধারার ব্যবহার বা কোন কোন ক্ষেত্রে অপব্যবহার, কখনো জোনে বা কখনো না জেনে, সেগুলো আলোচনার আসবে। এই ধারা সম্পর্কে মূল বক্তব্য, সুপারিশমালার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান। আপনারা জানেন, তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া থেকেই এ পর্যন্ত এমআরডিআই খুব গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তার এ নিয়ে কাজ করছে।

আমরা প্রথমে হাসিবুর রহমানের কাছ থেকে মূল বক্তব্য শুনব। তার পরে আমরা নির্ধারিত আলোচকদের বক্তব্য শুনব, এরপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে, তারপর বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য এবং সবশেষে আমরা প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনব। প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং সেভাবেই তিনি প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন। সেজন্য তাঁকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এখন হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই। তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন।

মূল প্রবক্ত উপস্থাপন

হাসিবুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

এমআরডিআই-এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ সকাল। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, হাসানুল হক ইনুকে। তিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আজকে পুরো সহয়তি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বলে উপস্থিত হয়েছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি তথ্য কমিশনকে, যারা আমাদের এই কাজটিতে পুরো সহায়তা করেছেন। প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনা এবং আজকের এই সেমিনারে তাঁদের সবাই ধারাবাহিকভাবে উপস্থিত থেকেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রধান তথ্য কমিশনারকে, যার উদ্দাহ এবং সহযোগিতায় আমরা



আজকে এই সুপারিশটি করতে পারছি। ধন্যবাদ আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হককে। বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের শাহীন আপা, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাচী পরিচালক শাহীন আলমকে, তথ্য অধিকার আন্দোলনকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য। বেজল্য আজকে আমরা ধারা ৭ নিয়ে কথা বলতে সুযোগটি পেয়েছি। এই আইনটি গ্রন্থল, এর প্রচার এবং আজকে আইন পরিবর্তনের বে আলোচনা, তার মূলে রয়েছে তাঁর অবদান। আমাদের এই কর্মকাণ্ডের ফল থেকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং তথ্য অধিকার ফোরামের সঙ্গে একত্রে কাজ করে যাচ্ছি। সেই কাজেরই অংশ হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠান।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাঁরা আজকে প্যানেল আলোচক আছেন। নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, যাঁর উপস্থিতি, যাঁর সহযোগিতা আমাদের অনুস্থানিত করেছে তথ্যে নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোঃ আবু তাহের, সাবেক তথ্য কমিশনার, যিনি আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিয়ন সভায় প্রধান অভিযোগ হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন এবং আমাদের উৎসাহিত করেছেন তাঁর মেধা ও বৃক্ষ দিয়ে।

আমাদের উৎসাহিত করেছেন সাবেক তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেক হালিম। এই আইনটি আমরা সিভিল সোসাইটি ভেঙ্গে করে দেবার চেষ্টা করি, যেভাবে করে চিন্তা করি সেটিকে আরেকটু ভিন্নমাত্রা ঘোগ দিয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতা। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের সভাগুলোকে আরো বেশি প্রাপ্তিজ্ঞল করেছে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বুলবুল ভাইকে, তিনি আমাদের সংগঠন এবং সর্বোপরি আমাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে উৎসাহ দিয়ে আসছেন এবং তথ্য অধিকার নিয়ে তাঁর যে আগ্রহ সেই আগ্রহের প্রতিফলন হিসেবে আজকে আমাদের এখানে প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিতি হয়েছেন। সর্বোপরি উপস্থিতি সুবীৰুল, আমার প্রিয় সাংবাদিক বঙ্গুড়া আপনাদের স্বাইকে অশ্রেষ্ঠ ধন্যবাদ।

আমরা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 'অ্যোটিং সিটিজেন একসেস টু ইনফরমেশন' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। প্রকল্প মেয়াদ ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি হিসেবে আমরা প্রকল্প এলাকায় একটি ভিত্তি ধারণা জরিপ করেছি। তথ্য অধিকার আইন ধারা-৭ বিষয়ে একটি জরিপ করেছি, যেটির ফলাফল আজকে আমরা এখানে উপস্থাপন করব। এখানে দুর্বীলি দমন কমিশনের সাবেক প্রধান, চেয়ারম্যান গোলাম রহমান স্যার আছেন, তাঁর উপস্থিতিতে প্রথমে আমরা দুর্বীলি দমন কমিশনের তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা করার সুযোগ পেয়েছি এবং এখনো বিভিন্ন সরকারি দণ্ডের তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করার সময় সেটিকে আমরা মডেল হিসেবে ব্যবহার করি। এরকম পৌঁছাতি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুতের কর্মকর্তা আছেন। মন্ত্রণালয় পৌঁছাতি হলো—জনস্বাস্থ্য, কৃষি, কৃতি, শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আমরা যশোর ও বরিশাল দুটি জেলার ১২টি উপজেলায় তথ্যে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক কর্মসূচি করেছি। নাগরিক কর্মসূচিলো তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা করছে। আমরা প্রকল্প এলাকায় সরকারি যেসব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন, তাঁদের তথ্য অধিকারের শুরু প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমরা বরিশাল ও যশোরে কিছু কোর ট্রেইনার তৈরি করেছি, যাঁরা ভবিষ্যতে সরকার এবং সরকারের বাইরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় তথ্য অধিকার বিষয়ের প্রশিক্ষক হিসেবে অবদান রাখতে পারবেন। আমরা এই দুটি জেলার এবং ঢাকায় মতবিনিয়ন সভা করেছি। আমরা মানুষের সচেতনতা বৃক্ষির জন্য কিছু প্রাবল্য ইন্ডেক্ট করেছি। এই কর্মসূচির মধ্যে গত ২৮ সেপ্টেম্বর ১২টি উপজেলাতেই আমরা সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে তথ্য জ্ঞানের অধিকার দিবস উদযাপন করেছি। আমরা আরটিআই হেল্প ডেক্স চালু করেছি, যেখানে সাধারণ মানুষকে তথ্যের আবেদন, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ নানাভাবে সহায়তা করেছি। আমরা প্রকল্প এলাকায় আরটিআই ক্যাম্প করব, যেটি একটু ঝুকির কাজ। ক্যাম্প থেকে সাধারণ জনগণকে উচ্ছুল করব, আবেদন করতে সহায়তা করব। আমরা আশা করছি, প্রায় ১ হাজার আবেদন আমরা এই ১২টি উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে করব। এটি একটি চ্যালেঞ্জ বলে আমরা মনে করেছি।

প্রকল্পের ভিত্তি জরিপ পরিচালনার সময় আমরা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের বক্তু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছি। প্রতিপক্ষ কারা হবে, সেটাও বের করার চেষ্টা করেছি আমরা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-এ তথ্য দিতে বাধ্যতামূলক নয়, এ রকম ২০টি উপধারা আছে। আমরা ধারা ৭-কে বিশেষণ করার চেষ্টা করেছি এবং এই ধারা সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের ধারণা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি তথ্য কমিশনের হেয়ারিংসে কেবল তৈরি হয়েছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। ধারা ৭ সম্পর্কে তুল ধারণাও আছে। এই অবস্থা উভয়দের কর্মপক্ষ বের করার জন্যই আমাদের এই ধারণা জরিপটি করা। আমরা ধারা ৭ সংশোধনের জন্য তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশমালা প্রস্তাব করব।

ধারণা জরিপের পক্ষতি হিসেবে আমরা বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি, ছয়টি বিভাগে ছয়টি ফোকাস এন্ড আলোচনা করেছি। এবং জাতীয় পর্যায়ে আজকে এই সেমিনার করছি। মোট ৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ছিলেন। আমরা ছয়টি বিভাগে ফোকাস এন্ড আলোচনা করেছি। সেখানে সরকারি কর্মকর্তা, এনজিওর নির্বাচী কর্মকর্তা, যুবসমাজ, সাংবাদিক, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী—এই ছয়টি এন্ডের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। আমরা তথ্য কমিশনের সহায়তায় বিভাগীয় পর্যায়ে ছয়টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করেছি। তিনটি অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয় এবং বাকি তিনটিতে তথ্য কমিশনার মহোদয়গণ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনটি অনুষ্ঠানে তথ্য কমিশনের সচিব মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগীয় পর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনাগুলোতে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, আদিবাসী নেতা, যানবাধিকার কর্মী, যুব কর্মী, ছাত্রাশ্রমী উপস্থিত ছিলেন।

আমরা প্রস্তাবিত সুপারিশমালা নির্ধারণ করতে পিয়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করার চেষ্টা করেছি তা হলো—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান, জাতিসংঘের সর্বজনীন আনন্দাধিকার ঘোষণাপত্র, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চূক্তি, ইইউ কনভেনশন অব ডেমোক্রেসি, সার্ক চার্টের অব ডেমোক্রেসি, কমনওয়েলথ তথ্যের স্বাধীনতার নীতিমালা ইত্যাদি। পাশাপাশি ভারত, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এই কয়টি দেশের তথ্য অধিকার আইনে ‘তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক’ মর্মে যে ধারা আছে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের ধারা ৭-এর তুল ধারণা বা নৃত্বিত্বের পার্থক্য বা অপব্যবহার দূর করার জন্য কিছু সুপারিশ আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ের মতবিনিয়য় সভার বেরিয়ে এসেছে। সেগুলো হলো :

- বিধিমালা বা প্রবিধানমালা ধারা উপধারাগুলোর আরো অধিকতর ব্যাখ্যা এবং সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন বলে অংশহৃণকারীগণ মনে করেছেন।
- সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতের তথ্য অবযুক্তকরণের নীতিমালা প্রণয়নের ওপর জোর দিয়েছেন সবাই।
- মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও তথ্য কমিশনের একটি সহায়তা ইউনিট খোলার সুপারিশ করেছেন, যাতে মাঠপর্যায়ের কর্তৃকর্তৃরা হোনে, অনলাইনে বা ইমেইলে পরামর্শ পেতে পারে।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী এবং মানসম্পদ করার বিষয়ে সুপারিশ এসেছে এবং
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ ও দণ্ডন-প্রধানদের সচেতনতা বৃক্ষির কথাটিও আলোচনায় এসেছে।

আমি এখন ধারা ৭-এর সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশমালা এসেছে তা যুব সংক্ষেপে তুলে ধরল, কারণ এখানে নির্ধারিত আলোচক, বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি যারা আছেন তারা নিচ্যাই এটির ওপরে আলোচনা করবেন। যুক্ত আলোচনায় এখানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরাও নিচ্যাই আলোচনায় অংশহৃণ করবেন।

- ধারা ৭-এর সংশোধনের সুপারিশে আমরা হ্রব্ল বহাল রাখার কথা বলেছি যে ধারাগুলো তা হলো—‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’। এগুলো সাংবিধানিক বিধিনিষেধ হিসেবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক-সম্পর্কিত উপধারা।
- সাংবিধানিক বাধানিষেধ হিসেবে জনশৃঙ্খলা নীতি-নৈতিকতা-সম্পর্কিত ‘খ’ উপধারাটি বহাল রাখা সমীচীন।
- গোলটেবিলে এটি বেরিয়ে এসেছে। উপধারা ‘ঝ’ ও ‘ঞ’ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ তথ্য-সম্পর্কিত উপধারা বহাল রাখার জন্য আমরা রাউন্ডটেবিল, ফোকাস এন্ড আলোচনা ও কি-ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ থেকে আমরা মতামত পেয়েছি।
- উপধারা ‘ঞ’ হ্রব্ল বহাল রাখার সুপারিশ এসেছে। কারণ এই উপধারা জনস্বার্থ ও অধিনৈতিক বিষয়সম্পত্তি। বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য এটি যুক্ত হয়েছে, যা বহাল ধারা উচিত বলে আমাদের সুপারিশে বেরিয়ে এসেছে।
- উপধারা ‘ঝ’ যেখানে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকারহানির কারণ হতে পারে এরপ তথ্য প্রকাশের বিষয়ে বিধিনিষেধ রয়েছে সেটিও হ্রব্ল বহাল ধারা উচিত বলে এই প্রক্রিয়ার ভিত্তে বেরিয়ে এসেছে।
- আমরা কিছু ধারার মধ্যে সহবয়ের কথা বলেছি, ‘চ’, ‘ছ’ উপধারার প্রথমাশে, ‘ঝ’, ‘ঞ’ ও ‘ঞ’ উপধারাগুলো একত্রে সম্মিলিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে। এটির যুক্তি হলো এই উপধারাগুলোতের জনশৃঙ্খলা বা অপরাধ সংঘটনের প্রয়োচনা সংশ্লিষ্ট, যা একত্রিত করা সমীচীন বলে আমাদের মনে হয়েছে।

- ‘ছ’ উপধারার হিতীয় অংশ এবং ‘ট’ উপধারা সমন্বিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে, কারণ উভয় উপধারাই আদালতে বিচারাধীন মামলা, আদালত অবমাননা-সংক্রান্ত।
- আরেকটি ধারায় আমরা সমন্বিত করার কথা বলেছি। উপধারা ‘জ’ ও ‘ন’ একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলতে কী বোঝাবে এবং তথ্য অধিকার আইনে তথ্য অপ্রদানযোগ্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কোনোগুলো তা নির্ধারণ করতে হবে।
- উপধারা ‘খ’ তদন্তাধীন কোনো বিষয়, যার প্রকাশ তদন্তকাজ বিন্দু ঘটাতে পারে বা, তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারে, এক্ষেপ তথ্য সিদ্ধান্ত এহের পূর্ব পর্যন্ত প্রদান বাধ্যতামূলক নয় এই হর্মে সংশোধন করা যেতে পারে। এটির ফুর্তি হলো, সিদ্ধান্ত এহের পূর্বে তদন্ত কাজে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ পেলে সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা হতে পারে বলে আমাদের মনে হয়েছে সূতরাং এটি সংশোধন করা যেতে পারে।
- আরেকটি উপধারা ‘ন’-এর অভিযন্ত শর্তে ‘ধারা’ শব্দটি ‘উপধারা’ শব্দের ধারা প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। এই ধারাটিকে অভিযন্ত শর্তে তথ্যপ্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের পূর্ব অনুমোদন এহের বিধান সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে। এটি শব্দ উপধারা ‘ন’-এর জন্য প্রযোজ্য হওয়া বাস্তুনীয়, কিন্তু এতে ধারা শব্দটি ব্যবহার হওয়ার জন্য ধারা ৭-এর সকল উপধারা প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বলেছে তথ্য কমিশনে এই ধরনের আবেদন এসেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য জায়গা থেকেও তথ্য প্রদান না করার অনুমতি চাওয়ার জন্য চিঠি এসেছে, যেখানে শব্দ উপধারাটি বিভাগের জন্য উপধারাটি প্রযোজ্য। সূতরাং এখানে ধারা শব্দটির পরিবর্তে উপধারা শব্দটি হওয়া উচিত বলে এই রাউন্ডটেবিল বা জরিপ মনে করেছে।
- বাদ দেওয়া যেতে পারে যেটি আমরা বলেছি সেটি ‘উপধারা ‘চ’। এটির পেছনে ফুর্তি হলো উত্তেবিত নির্দিষ্ট সহয়ে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এক্ষেপ তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় হর্মে সন্তুষ্টিপূর্ণ হয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক দলিলে উত্তেবিত বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই, তনুপরি এই উপধারাটি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৩-এর উপধারা ‘খ’-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেখানে বলা হয়েছে যে অন্য আইনের তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত সাংঘর্ষিক বিধানাবলিগুলো ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন প্রাধান্য পাবে।
- আরেকটি গৃহত্বপূর্ণ তথ্য এই আলোচনায় বেরিয়ে এসেছে। উপধারা ‘ত’, ক্রম কার্যক্রম-সংক্রান্ত উপধারা আছে। সেটি বাদ দেওয়ার কথা আলোচনায় এসেছে। উপধারা ‘ত’-তে উত্তেবিত ক্রম কার্যক্রম সম্পর্ক হওয়ার পূর্বে বা উভ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রম বা এর কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় হর্মে উত্তেবিত রয়েছে। সরকারের সব ক্রম কার্যক্রম পাবলিক প্রক্রিউরেন্ট অ্যান্ট রুলস অ্যান্ড রেকলেশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সেখানে বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য প্রকাশের বিধান রয়েছে। এই উপধারা ধারকে সেই তথ্যগুলোর পোপন রাখার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে এই জরিপ মনে করেছে। সূতরাং পাবলিক প্রক্রিউরেন্ট অ্যান্ট রুলস অ্যান্ড রেকলেশনে যে কথাটি বলা আছে সেটি বহাল থাকলেই আর এই আইনের এই উপধারাটি থাকার প্রয়োজন নাই বলে এই জরিপ মনে করেছে।

আমরা এই কাজটি করার জন্য তথ্য কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মন্ত্রপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যারা প্রতিটি বিভাগে, জেলায় আমাদের এই কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার জন্য চিঠি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। উপর্যুক্ত ছিলেন জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় প্রশাসকগণ আমাদের কর্মসূচিগুলোতে সার্বিক সহায়তা করেছেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আমাদের চিন্তা, যেখা, আমাদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এজন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ধারণা জরিপে যারা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের কাছেও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আজকে আমরা যে সুপারিশমালা পেশ করলাম। এটির উপরে আজ আলোচনা হবে। এই আলোচনা থেকে প্রাণ সুপারিশগুলো পূর্ববর্তী পোলটেবিল আলোচনা, কোকাস এন্ড আলোচনা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাণ সুপারিশগুলো সমন্বিত করে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করব বলে আশা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

মনজুকুল আহসান বুলবুল

প্রধান সম্পাদক এবং প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা, বৈশ্বিক টেলিভিশন

খন্দবাদ সম্মানিত সম্ভালক এবং সবাইকে। আমি প্রতিয়ার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত ছিলাম এবং আজকে যে আলোচনা হচ্ছে আমরা এই আশঙ্কাগুলোকে ব্যক্ত করেছিলাম। এবং শাহীন আপা যদি মনে করতে পারেন যে আমরা পার্লামেন্ট কমিটি ও সংসদ সদস্যদের কাছে গোলাম, তখন তারা আমাদের বলেছিল যে আগে আইনটি করি, তারপর সেইটাকে সংশোধন করব এবং ভুলজাটিঙ্গো ঠিক করা হবে। সাংবাদিক মহলের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা ছিলাম। তাই আমার অনেক খুশি লাগছে যে আইনটি হয়েছে এবং এটাকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এটি আমি মনে করি যে আইন প্রয়োগ ও জীবিত রাখার একমাত্র শর্ত। কারণ একটি আইন প্রয়োগ হলো এবং সেটার পুর ভালো ভালো সুনির্মিকা থাকল এবং এটির বিভিন্ন জায়গায় রেফারেন্স থাকল কিন্তু কোনো পর্যবেক্ষণ হলো না—আমি মনে করি, ওইটি একটি মৃত আইন। কিন্তু আমাদের তথ্য অধিকার আইন একটি জীবক আইন। যারা এর প্রয়োগ প্রতিয়ার সঙ্গে আছেন তাঁরাই এটাকে জীবিত রেখেছেন। আমি খন্দবাদ জানাই তথ্য কমিশনকে যে তাঁরা এই প্রতিয়ার শরিক হয়েছেন এবং যেটুকুন আনুষ্ঠানিক মারিদৃ তথ্য তা পালন করেন নাই, আইনটির সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন।

আমি এটা জানি না, আইন মন্ত্রণালয়ের যে কর্মকর্তারা আছেন, তাঁরা বলতে পারবেন যে একটি আইনের একটি ধারা আলোচনা ও সংশোধনের সুযোগটি কতটুকু, নাকি পুরো আইনটি নিয়ে আলোচনা করতে হয়? আমি জানি না, যদি সুযোগ থাকে নিচয়ই পুরো আইনটি ও সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমার মনে হয় যে প্রতিয়ার মধ্য দিয়ে এটি হয়েছে এবং একদম ধারা ধরে ধরে যে প্রক্তাব দিয়েছে তার মধ্যে আমার পুর ডিম্বমত নেই। কিন্তু যেহেতু সুযোগ এসেছে তাই মূ-একটি কথা উদ্বাহন দিয়ে বলতে চাই। বিধিবালা প্রবিধানমালার মাধ্যমে উপধারাগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও সুনির্দিষ্ট করা, আমি মনে করি, এটি একটি উন্নতপূর্ণ বিষয়। ব্যাখ্যাটা সুনির্দিষ্ট করা এবং ব্যাখ্যাটা কারা দেবে—কমিশন, না অন্য কেউ দেবে তা সুনির্দিষ্ট করা। এখন কমিশনের বিপরীত ব্যাখ্যা যদি কোথাও আসে, তাহলে কারটা Sustain করবে? আমরা অনেক বিশেষ ব্যাখ্যা দেবি যে কখনো কখনো কমিশনের বাইরে থেকে আসে। এই ব্যাখ্যাটা দেবে কমিশন, এটিই হওয়া উচিত বলে আবার ধারণা।

বলা হয়েছে, ‘শ’ ধারা হ্রবৎ বহাল রাখা যেতে পারে। জাতীয় সংসদের পাওয়ার ইজ অ্যাবস্যালেট উই আর নাথিং টু চ্যালেঞ্জ ইট। আমরা সংসদের বিশেষ অধিকারহানি ঘটাতে চাই না কিন্তু বিশেষ অধিকার বলে যদি আমার অধিকারহানি হয়, আমার সম্মানহানি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো রিমেডি পাব কি না। আমার মনে হয় আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আলোচনা করা দরকার।

এটি আমি বুঝতে পাই না যেমন ‘শ’ ধারার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এটি সংশোধন করা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন তথ্য দেওয়া, এটি স্পেসিফিক হওয়া উচিত ছিল। আমি এটির সঙ্গে একমত। এর সংশোধনীটা কী হওয়া উচিত সেটা সুনির্দিষ্ট করা দরকার ছিল। কারণ আমি পিপাটিটার সঙ্গে একমত যে, কোনো কার্যক্রম যদি কোনো সিদ্ধান্ত এবং প্রতিয়াকে বাধায়ে করে, তাহলে সেটাকে বক রাখা দরকার। তবে সংশোধনীটি আরো সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

আজ একটি ধারা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়েছে। আমি এটির সঙ্গে একমত এবং যদি সুযোগ থাকে, তাহলে পোটা আইনটি নিয়েই আরেকবার আলোচনা করা যেতে পারে। যাতে আইন মন্ত্রণালয় পোটা প্যাকেজটি নিয়েই কাজ করতে পারে।

আপনাদের সবাইকে খন্দবাদ।



অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

সবাইকে তচ্ছে : আজকে আমরা তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এর ওপর বিশেষভাবে ফোকাস করছি।

যে পিপারিটো নিজে আমি সব সময় কাজ করেছি। আমাদের সংবিধানে ৭ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে ‘জনগণ প্রজাতন্ত্রের মালিক’ তাঙ্গে তথ্যের মালিক জনগণ এবং এই তথ্য দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন করছি। আমি মনে করি, এটা তাত্ত্বিকভাবে আমরা বলতে পারি কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করা অভ্যন্তর কঠিন। তা সহেও আমি মনে করি তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশে একটি যুগান্তকারী আইন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৭টাকে যে অপব্যবহার করছে সেটা একবারেই সত্য। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ২৯তম ব্যাচের একজন বিসিএস পরীক্ষার্থী জানতে চেয়েছিল যে তার মৌখিক পরীক্ষার নথরটি কত। ছয় মাস হেয়ারিংয়ের পর সে তথ্য পেয়েছে। এরপর সে আরো কয়েকটি রোল নথর দিয়ে এগুলোর ফল জানতে চাইলে তখন তাকে বলা হয়েছে যে মৌখিক পরীক্ষার নথর দিলে নাকি যারা মৌখিক পরীক্ষায় বসেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে, শারীরিক নিরাপত্তা বিস্তৃত হবে।

ধারা ৭-এর অপব্যবহার কি কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করছেন? আমি এমআরডিআইকে অভিনন্দন জানাই এ ধরনের একটি জরিপ করার জন্য। কিন্তু একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আমি বলব, এখনে আসলে বিস্তৃতগতি আসেনি। যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার মাধ্যমে ওপর বসে আছেন আপিল কর্তৃপক্ষ। তিনি যতক্ষণ অনুমতি না দিচ্ছেন ততক্ষণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দেবেন না। কারণ, তথ্য দিলে তার এসিআর অভাবাধিত হয়ে যেতে পারে। সে এখনো তেমনভাবে ক্ষমতায়িত হয়নি। ফলে আমি দেখেছি, বানারীপাড়ার কৃষি কর্মকর্তা, আশানুনি উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা বা নারায়ণগঞ্জের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলেছেন, এই সকল তথ্য দিলে দেশের পররাষ্ট্রমণি বিস্তৃত হবে, বৈদেশিক শাস্তি চলে যাবে, সার্বজোহন্ত ক্ষুণ্ণ হবে। এখনে ফিয়ার ফের্টের ভীষণভাবে কাজ করছে, যেখানে ধারা ৭টাকে ব্যবহার না করে চলছে না।

আমি দেখেছি যে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য দিতে একেবারেই বিস্তৃত। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে ফেজে তারা বলছে যে আমরা খাতা দেখতে দেব না বা নাখার দেব না। কিন্তু আগন্তর জানেন, আমাদের পরিদর্শনের ক্ষমতা আছে। তখন আবার ধারা ৭ নিয়ে আসছে যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। সেহেতু এই ধারার এ জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত।

একটি বিষয়ে আমি একমত, তবে জাতীয় সংসদের মর্যাদাহীনি হবে, এটা নিয়ে একটুখানি ইধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যারা জনপ্রতিনিধি তারা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুই জানতে পারব না, তাতে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল ঝুঁকি বলে আমি মনে করি।

আরেকটি বিষয় যেটি, নির্বাচন কমিশনের তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছিল সেখানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অভিট রিপোর্ট জানতে চাওয়া হয়েছে। সেখানেও তথ্য দেওয়া হয়নি। দুটি সাধারণান্বিক কমিশন তথ্য কমিশনকে ইগনোর করেছে, কোনো তথ্য দেয়নি।

ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।



মোঃ আবু তাহের

সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

আসসালামু আলাইকুম। আমি এমআরডিআই ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাইছি এই সেমিনারের আয়োজন করার জন্য।

অনেক ছোট ছোট তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আবেদন হচ্ছে। যেজর কোনো করাপশনের ব্যাপারে, ট্রালপারেলি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপারে মেজর কোনো তথ্য কেউ সাহস করে দেয়েছে? যেমন জাতীয় সংসদের ব্যাপারে কথা এসেছে। জাতীয় সংসদ তথ্য দিয়েছে কি দেয়নি, দেবে না কি দেবে না, এটা সম্পর্কে কথা হচ্ছে। আসো আমরা কেউ কোনো দরখাস্ত করেছিলাম কি না সেটাও একটা প্রশ্ন।



সেখানেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছে। আপনি সেখানে তথ্য চান, তারপর ফেরত এলে রোবা যাবে, জাতীয় সংসদ তথ্য দেয় কি দেয় না।

ইউএসএ রেস্টেকশন ছাটার মাঝে লিভিটেড রেখেছিল কিন্তু এখন ১৩২টি রেস্টেকশন করেছে তথ্য না দেওয়ার জন্য। আমি কিন্তু বলেছি, উয়ার্ল্ড প্যারাম্পেকটিভে—বাংলাদেশে যে আমরা এটাকে আরো রেস্টেকশন করব তা নয়। চাইলাতে তথ্য না দেওয়ার জন্য আগেই অ্যাডভেটাইজ করে দেয় যে, এই এই সাবজেক্টের ওপরে আপনারা তথ্য পাবেন না।

বাংলাদেশের অঙ্গকে ২০টি বিধি নিষেধ কে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে রিপিটেশন হয়েছে। সেই ফেরে ২০টি রেস্টেকশনের আয়গায় হেক্সিমাম ১২ থেকে ১৩টা হবে। 'ল' অ্যান্ড 'অর্ডার' যেগুলো আছে সেগুলোর মাঝে রিপিটেশন আছে। চারটা-পাঁচটা মিলে একটা হতে পারে। ফরেন রিলেশন যেগুলো আছে দুটাকে একত্তি করা যেতে পারে।

প্রথম সুপারিশ যেটা এসেছে বিধি এবং প্রবিধান দ্বারা উপধারাগুলোর ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রে আমি একমত, এটাকে রাখা যেতে পারে। যতই কলস অ্যান্ড রেগুলেশন করা হবে, আইনটার এক্সপ্রেশন বেশি হবে, আইন সম্পর্কে জনগণ বুঝতে পারবে, অফিসাররা বুঝতে পারবে।

তারপর বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা করার জন্য। এ ক্ষেত্রে আমর মন্তব্য হচ্ছে দেশের জন্য নীতিমালা একটাই হবে। এর দুইটা পার্ট থাকতে পারে এবং 'বি' পার্ট। 'এ' পার্টে কহল প্রশ্নগুলো যা আসবে, তা একটা থাকবে আর 'বি' পার্ট সেগুলো ইতিভিজ্ঞাল অর্গানাইজেশনের জন্য। এখানে তারা কোনভাবে তেসিমিনেট করবে, তাদের তথ্যগুলো কী, কোন নীতিতে দেবে তা থাকতে পারে। সুতরাং নীতিগতভাবে এটা আকসেন্ট করা যেতে পারে।

তারপর হচ্ছে তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী ও মানসম্মত করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আপিল কর্তৃপক্ষ দশ্ম-এধানদের সচেতন করা। এই প্রবিশেনের মাঝে আমার মন্তব্য হচ্ছে, এটা আইনেই আছে ডিজিটালাইজড সিস্টেম কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে তথ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে। কিন্তু আইনে এ কথা নাই, যদি সংরক্ষণ করা না হয়, তাহলে কী করা হবে? সো দেয়ার মাস্ট বি অফ পেনাল প্রিশন যদি তথ্য প্রপারলি আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ করা না হয় কম্পিউটারাইজড অ্যান্ড ডিজিটালাইজড সিস্টেমে, তাহলে এটা জরিমানা করার বিধান করা যেতে পারে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিঙ্স।

হবহ যেগুলো রাখার কথা বলা হয়েছে এখানে আমি শুধু মত বা ভিন্নমত যেখানে আছে, সেখানে বলব। ৭-এর 'ক' একই রকম থাকবে। তবে ৭-এর 'খ' ও 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপারে, যা সিক্রেট ইনফরমেশন দুটাকে মার্জ করা যেতে পারে। এরপর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ হিসেবে জনশুভ্রালা ও নৈতিকতার বিষয়ে যেটা বলা হয়েছে, এটা আরো ক্লিয়ার করতে হবে। এটা বোঝা যাচ্ছে না। ৭-এর 'খ' এবং 'গ' দুটোকে মার্জ করা যেতে পারে। তারপর 'ষ' ধারাকে যেভাবে রাখা আছে সেভাবে রাখা যেতে পারে, এখানেও যেটা প্রস্তাৱ করা হয়েছে। 'খ' ধারাকে যেটা বলা হয়েছে এটা রাখা যেতে পারে। ৭-এর 'ষ' এবং 'খ'-কে রি-অ্যারেঞ্জ করে আকসেন্ট করা যেতে পারে।

'ল' অ্যান্ড 'অর্ডার' সিচুরেশন রিলেটেড 'চ' এবং 'ব' হবহ রাখার জন্য বলা হয়েছে, এটা আমিও একমত। 'হ' ও 'ট'-এ কোনো বিষয় করার কিন্তু নেই। সুপারিশে উপধারা 'ঠ' বিষয়ে বলা হয়েছে, তদন্তের ফেরে 'পূর্ণ সিন্ধান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত', এখানে সিন্ধান্ত গ্রহণের পরিবর্তে একটু আডজাস্ট করা দরকার। হতক্ষণ তদন্ত বা পুলিশ ইনভিস্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিঙ্সের ক্ষেত্রে সিন্ধান্ত ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না। সংশোধনীর ফেরে যেটা 'ন'-এর জন্য যা বলা হয়েছে এটা রাখা যেতে পারে এবং 'চ' বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সে সুপারিশও রাখা যেতে পারে।

প্রক্রিটোমেন্টের ব্যাপারে আমার মন্তব্য হচ্ছে কলস রেগুলেশনস, যেগুলো আছে তার সঙ্গে এটাকে মার্জ করার আগে চিঞ্চা করতে হবে। গভর্নমেন্টের অনেক পারচেজ কমিটিতে মিলিয়ন অ্যান্ড বিলিয়ন ডলারের কেনাকাটা হয় এবং সেই ফেরে যদি মাঝে মাঝে তথ্য দেওয়া আগমন করা হয়, তাহলে লিটিশেশন বাড়তে পারে। তথ্য নিয়েই কোর্টে গিয়ে রিট করে দিলে প্রসিডিউটাটা স্টপ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এটা বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে চিঞ্চা করতে হবে।

এখানে একটা জিনিস হচ্ছে পারশিয়াল অ্যামেন্ডমেন্ট। আমার দৃষ্টিতে ইট ইজ জাস্ট নট পসিবল, যদি করেন, তবে আপনাকে ফুল আইনটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে হবে এবং যেখানে যেখানে অসুবিধা আছে সেখানে পরিবর্তন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, তথ্য না দিলে আমরা একজন জুনিয়র অফিসারকে জরিমানা করতে পারব, সে কিন্তু সিনিয়র অফিসারের ফেরে সে ১৫ দিনের মধ্যে আপিলের কোনো সিন্ধান্ত দিল না। এর ব্যাপারে আইনে কোনো কিন্তু বলা নাই।

আইনের ধারা ১০-এ আছে, যারা কর্তৃপক্ষ তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে। যুবই আশ্চর্যের বিষয়ে যে আজ ৫ থেকে ৬ বছর হয়ে যাওয়ার পরও অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং না দেওয়ার জন্য আইনে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আ্যাকশন নেওয়ার কোনো প্রতিশন রাখা হয়নি। সুতরাং এই আইনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, আপিল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। কর্মকর্তা কিছুই করতে পারবে না। বলতে পারবে রিমাইভার দিতে পারবে কর্তৃপক্ষের কাছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং জন্য বলতে পারবে। কিন্তু বিভাগীয় ব্যবস্থা এহুৎ না করলে তার বিরুদ্ধে কী আ্যাকশন নেওয়া যাবে, সেটা সম্পর্কে আইন একদম নীরব। এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে।

দেখা গেছে, তথ্য অধিকার আইন আছে এমন ৮৯টি দেশের মধ্যে আমরাই সর্বোচ্চ সময়ে আইনটি সংশোধনের কথা বলছি। সাধারণত অন্য দেশগুলোতে তিনি থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আইন সংশোধন করেছে। আমাদের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর হয়ে গেছে। এখন অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে সিঙ্কান্স দিতে হবে। উই মাস্ট হ্যাব টু টেক দি গুপ্তিনিয়ন অব দ্য অল দিস টেক হোল্ডার্স। যেটা ২০০৫ সালে হয়েছিল, সেমিনারে তিনটা ছিল করে। সেই সেমিনারের মধ্যে যা জিওর প্রতিনিধি ছিল, এনজিও ছিল, পার্লামেন্টের মেদার ছিল, আ্যাকাডেমিশিয়ান ছিল, সিভিল সোসাইটি, আইনজীবীরা ছিল এবং অন্যান্য লোকজন ছিল। প্রয়োজনে তাদের আবার ইনভাইট করতে হবে। সব স্টেকহোৰ্সকে প্র্যাকটিক্যাল গুপ্তিনিয়নটা এখানে ইনকুড় করতে হবে।

আমার লাস্ট রিকোর্ডেন্ট হচ্ছে অ্যামেন্টমেন্ট করতে গেলে, 'ইউ চেঞ্জ দ্য হোল ল' উইথ লকস, স্টক আৰ্ড বেৱেলসহ এটাকে অ্যামেন্টমেন্ট করতে হবে।

নেপাল চন্দ্র সরকার

তথ্য কর্মিশনার, তথ্য কর্মিশন বাংলাদেশ

সভার উপস্থিত স্বাইকে আমার শুক্রা নিবেদন করে আলোচনা শুরু করছি। আমরা সবাই জানি, তথ্য অধিকার আইন যেটা জারি করা হয়েছিল, এই আইন জারি করার পেছনে কতগুলো কারণ রয়েছে। সে কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জনগণের ক্ষমতায়ন এবং জনগণের ক্ষমতারানের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ব্যবস্থা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথায়ে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে আমরা প্রায় পাঁচ বছরে তথ্য অধিকার আইন আমাদের দেশে ব্যবহার করেছি। এই ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা যেসব বিষয়ে বিভিন্ন রকম ক্রিটিভিটি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আজকের এই আলোচনাসভার মধ্যে আরো স্পেসিফিক করে আমরা দেখাব চেষ্টা করেছি এই প্রকল্পের আগুন্তক ধারা ৭-এ কী কী অসংগতি রয়েছে বা এই ৭ ধারায় কোনো ভুগ্রিক্ষণ আছে কি না, বা কোনো বিষয় তিস্পিট হয়ে গেছে কি না।



এই আইনের পেছনে মূল হলো আর্টিকেল ৩৯ অব দ্য কলসিটিউশন। এই অনুচ্ছেদে চিন্তা বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিছু কিছু রেস্ট্রিকশনও সংবিধানে রয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশক্তি, শালীনতা বা নৈতিকতা কিংবা আন্দালত অবমাননা বা মানহানি এবং অপরাধ সংঘটনে প্রোচনা সম্পর্কে আইনের ধারা আরোপিত শুক্রিতলো বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব একাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ৪-ধারার বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের যে-কোনো নাগরিক যে-কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কাছে তথ্য চাইলে তারা তথ্য দিতে বাধ্য। সেই অধিকারের ক্ষেত্রে আবার কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেওয়া হয়েছে। একটা রাষ্ট্রকে যদি পরিচালনা করতে হয় সে ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ধাকারও প্রয়োজন আছে এবং সেই ব্যতিক্রমগুলো এই ৭ ধারার মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। এই ৭ ধারা আমরা যখন প্রয়োগ করতে যাচ্ছি তখন দেখা যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে এই ৭ ধারা অপ্রয়োগ করে বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। সে ক্ষেত্রে তারা এটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করছেন কি না বা করতে পারছেন কি না বা সেটা করার মতো জ্ঞান তাদের রয়েছে কি না—এই বিষয়গুলো সার্টের মধ্যে এসেছে।

আমাদের সংবিধান, ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্ট ইডিএইচআর বা আইসিপিপিআর, ইউ কলডেনশন অথবা অন্য কোন কলডেনশন, কহমডেলসের যে নীতিশালী এন্টলোর সঙ্গে তুলনা করলে আমার দেখতে পাইছ, এন্টলোতে উল্লিখিত বাধানিষেধের বাইরে শুধু একটি বিষয় এখানে অভিযোগ আনা হয়েছে, 'বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক', যে পর্যোজিতা অন্যান্যতে নাই। কিন্তু এই প্রোবালাইজেশনের

যুগে সব রাষ্ট্রের সঙ্গে যদি বহুতপূর্ণ সম্পর্ক না থাকে সে ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। যার জন্য এটারও প্রয়োজন হয়েছে। সর্বোপরি কথা হচ্ছে সংবিধানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কোনো আইন তৈরি করার কেননা সুযোগ নেই এবং তৈরি করা হলেও সেটা বাতিল বলে গণ্য করা হবে। তাই ৭ ধারার মধ্যে যেগুলো আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক নয় সেগুলো এজ ইট ইজ বহাল থাকবে।

এখানে যে রিকমেডেশনগুলো এসেছে— ২০টা বাধানিষেধের মধ্য ১৬টা সরাসরি আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ১৬টি এখানে রাখার কথা বলা হয়েছে, ২টিকে সংশোধনের কথা বলা হয়েছে এবং ২টি সাব-সেকশনকে আয়োজনে আয়োজনে আলোচনা করা নরকার বলে আমার মনে হয় আমি সেগুলো একটু আলোচনা করতে চাই। ধারা ৭-এর উপধারা 'ঘ' হেবানে ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি রাইটসের কথা বলা হয়েছে, এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস যুক্ত হওয়া নরকার, সেটা হলো কৌশলগত ও বাধিকার কারণে গোপন রাখা বাস্তুর এইজন্ম কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ তথ্য। এই দুটো বিষয় কিন্তু ইনটেলেকচুয়াল প্রপারটি রাইটের অন্তর্ভুক্ত। যার জন্য এটাকে একটা ক্লাস্টার করে যদি দেওয়া হয়, তাহলে একটা সাব-সেকশন করে যেতে পারে।

তারপর ধারা 'চ', 'ছ'-এর প্রথম অংশ, যি, এবং ত এই সাব-সেকশনগুলো প্রতোকটা জনশৃঙ্খলা-সংশ্লিষ্ট। এগুলোকে যদি আমরা একত্রিত করে একটা ক্লাস্টারভূক্ত করে নিই, আমি বলছি না একটার সঙ্গে আরেকটা মিলিয়ে দিই। আমি বলছি, একটা ক্লাস্টারভূক্ত যদি করে দেওয়া হয়, তাহলে সেখান থেকে বোঝা যাবে যে এই কাজটা ল ইনফোর্মিং এজেন্সির সঙ্গে রিসেটেড এবং তারাই এগুলো বাস্তবায়ন করবে।

বিচার বিভাগের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত 'ছ'-এর প্রথম অংশ, হেবানে বলা হয়েছে বিচারাধীন মামলার বিষয়ে আর 'ট'-তে শিরে বলা হয়েছে আদালত কর্তৃক বিচারাধীন কোনো বিষয়, যা প্রকাশে আদালত বা ইউইবুলাসের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইজন্ম তথ্য। তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা একত্রিত করে একটা ক্লাস্টার করে নিই, তাহলে এখান থেকে এটা বোঝা যাবে যে এই কাজটা বা ইমবার্গো যেটা হয়েছে সেটা বিচার বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

'ঠ' উপধারা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যেটা একটু আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সেটা হলো, তদন্তাধীন কোন বিষয়, যার প্রকাশ তদন্তের কাজে বিয়ু ঘটাতে পারে। এই ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই। কোনো একটা মন্তব্যালয় থেকে কোনো একজন জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাকে একটা তদন্ত করার জন্য বলা হলো। তিনি তদন্ত করলেন এবং তদন্ত করার পরে রিপোর্টটি পাঠিয়ে দিলেন। এটা কিন্তু প্রাবল্যিক ডকুমেন্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সেই রিপোর্টটি যে ফাইলালি অ্যাকসেসেড হবে তা কিন্তু নহ। ইতিমধ্যে যদি এই কলসার্ব অফিসারের কাছে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী এটা চাওয়া হয়, তিনি তথ্য অধিকার আইনে এটা দিতে বাধ্য। কিন্তু ওই রিপোর্টটা যখন মন্তব্যালয়ে আসবে, মন্তব্যালয় ওই রিপোর্টের সঙ্গে একমত হতেও পারে, নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটা সমস্যা তৈরি হবে। যার জন্য এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, তদন্তের পর হতক্ষণ পর্যবেক্ষণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত না হবে, ততক্ষণ পর্যবেক্ষণ এই তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।

তারপর 'কোনো ক্রম কার্যক্রম সম্পর্ক হইবার পূর্বে বা উভার কার্যক্রম সংজ্ঞান কোন তথ্য'— এই ক্ষেত্রে আমরা জানি, সরকারের সকল ক্রম কার্যক্রম কিন্তু প্রকিউরেমেন্ট আছে এবং প্রকিউরেমেন্ট ক্লাস অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। প্রকিউরেমেন্ট আছে এবং প্রকিউরেমেন্ট ক্লাসে কোন কোন স্টেজে কোন কোন তথ্য প্রকাশ করতে হবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে উত্তোল করা আছে। যেহেতু সেটা ওই আইন অনুযায়ী করতেই হবে তাই এটাকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে এটা বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। তার পরেও যদি এটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় তো এটার বর্তমান অবস্থার মধ্যেই একটা কন্ট্রাডিকশন আছে। সেই কন্ট্রাডিকশনটা হলো 'কোন ক্রম কার্যক্রম সম্পর্ক হইবার পূর্বে' এটা একটা পার্ট আর এটার সঙ্গে অলটারেনেট করা হয়েছে 'উভ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বে'। তো ক্রম কার্যক্রম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তি এবং ক্রম কার্যক্রম সম্পর্ক হওয়া এই দুটি কিন্তু ডিস্ট্রিবিউট এবং দুটির মধ্যে বিস্তর সময়ের পার্থক্যও হতে পারে। তাই এটা সেলক কন্ট্রাডিকটরি। এটা বহাল রাখলে আয়োজনেন্ট করার প্রয়োজন আছে।

আর 'ন' উপধারা যেটা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিষয়। এটার শেষে একটি শর্ত এবং একটি অতিরিক্ত শর্ত দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত শর্তে ধারা 'শ'টা বলায় এটা 'ক' থেকে 'ন' পর্যবেক্ষণ সবগুলো উপধারার জন্য প্রযোজ্য বলে মনে হয়। এটা এক্সক্লুসিভলি মন্ত্রিপরিষদীয় বিভাগের জন্যই ধারা উচিত। অন্য কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের সুযোগটা দেওয়া উচিত নহ। আরেকটা বিষয় এটার মধ্যে আছে। সেটা হলো, 'মন্ত্রিপরিষদ অথবা ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ'। যেহেতু আমাদের দেশে এখন সংবিধান সংশোধন হয়ে গেছে, উপদেষ্টা পরিষদ আর গঠনের কোনো সুযোগই নাই, কাজেই সে ক্ষেত্রে এই 'ক্ষেত্রমত উপদেষ্টা পরিষদ' এই শব্দগুলো বাদ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

আমরা ষেটুকু আলোচনা করেছি এক্সক্লুসিভলি ৭-ধারা সম্পর্কে। এখানে আলোচকরা, যারা, তাদের সঙ্গে আমি একমত যে একটা আইন বারবার করে সংশোধন করা সম্ভব হবে না। যদি এটা সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে এই আইনের অন্য ধারাগুলো প্রয়োগের

ক্ষেত্রে আমরা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি বা যেসব ক্রটিবিচ্ছৃতি আমরা লক্ষ করেছি, সেসব ক্রটিবিচ্ছৃতি সবকিছু একসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ধারা ৭ বিষয়ে যে প্রস্তাবগুলো এসেছে, প্রস্তাবগুলো আমাদের কমিশনে দাখিল করার পরে আরো বিজ্ঞাপিতভাবে কলসার্ন ডিপার্টমেন্টগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে স্টেকহোৰ্স যারা যারা রয়েছে সবার সঙ্গে আলোচনা করে আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংশোধনী প্রস্তাব আমার মনে হয়, আমরা যদি দাখিল করি, সেই ক্ষেত্রে সেটা আমাদের জন্য কার্যকর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই আলোচনাসভা আরোজন করার জন্য এমআরডিআইকে এবং সহযোগিতা করার জন্য মানবের জন্য ফাউন্ডেশনকে আমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

মুক্ত আলোচনা

কার্যক হোসেল

ডি঱েক্ট জেনারেল, সিপিটিউ, বিনিয়ন্ত্র অব প্র্যানিং

এখানে একটি সুপারিশ সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছে, যেটি আমার বিষয়। দেখানে বলা হয়েছে, ‘কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্ক হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংজ্ঞান কোন তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়।’ এই যে কথাটা বলা হয়েছে এটা কমপ্রিমেন্টের টু স্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আঁক। সেখানে বলা হয়েছে, ‘ক্রয়কারী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তির নিকট ঘাসিত স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব দরপত্র বা প্রস্তাব উন্মুক্ত বা খোলা হইতে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত প্রক্রিয়ার গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।’ সুতরাং এখানে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি রিলেট করে তথু ইভাল্যুয়েশন অ্যাঙ্গভাল। ইভাল্যুয়েশন এবং অ্যাঙ্গভাল এ তথ্য গোপন রাখতে হবে, ইট ইউ প্রতিশন অব দ্য আঁক। আর এখানে তথ্য অধিকার আইনে যেতাবে বলা হয়েছে এটি আসলে ভুলভাবে ব্যব্যো করা হয়েছে। কোন ‘ক্রয়’ এটি আসলে ‘গথ ক্রয়’ হবে ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম সম্পর্ক হইবার পূর্বে’ হবে না, এটি হবে ‘মূল্যায়ন পর্ব হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত’। এখানে কিন্তু পুরোটাকেই বৈধে ফেলা হয়েছে। আসলে এটি হবে মূল্যায়ন পর্ব পর্যন্ত। এই মূল্যায়ন পর্বটাও যখন কলফিলেনশিয়াল আছে তখনো কিন্তু ট্রাল্পারেলি এবং অ্যারেল টু সি আদারস, যারা পার্টিসিপেট ইন স্য টেক্টারস তাদের রাইটস টাকে স্ট্যাবলিস করার জন্য অনেকগুলো পর্ব আছে। যেমন আঁকে বলা আছে তারা ক্লারিফিকেশন চাইতে পারবে, তারা প্রি-টেক্টার মিটিংয়ে ওপেনলি ডিসকাস করতে পারবে অন প্রেস অ্যান্ড প্রতিশন অব দ্য টেক্টার ডকুমেন্ট। তারপরে সে কেন পার্নি সেটা সে জানতে চাইতে পারবে এবং আমরা বাধ্য তাদের জানাতে।

তারপরে ডি-ক্রিফিং আছে দেখানে আমরা তাদের ত্রিপ করব, কেন তোমরা এটা পারোনি। এবং একইভাবে পাশাপাশি পাবলিক প্রাইভেট স্টেকহোৰ্স কমিটি একটি কাজ করছে যেই কমিটির কাজ হলো কীভাবে আমরা সিভিল সোসাইটি বা সাধারণ মানুষকে এই পাবলিক প্রকিউরমেন্টের ব্যবহা নিচিত করার জন্য তাদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারি এবং কোন কোন পর্যায়ে পারি, সেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে। সুতরাং আমি তথু বলব, এটি যেন বাদ দেওয়া না হয়, এই সুপারিশ করতে হবে। কিন্তু এই জায়গাটা রিঃৰাইট করতে হবে, কারণ করছেন তাকে জানতে হবে যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আঁকে কী আছে। এখানে যদি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে কেউ বলতে পারে এখানে বলা নেই, সুতরাং আমাকে এটা দিতে হবে। সো এটা কম্প্রিহেন্সিভ টু



দ্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাস্ট, সেজন্য আমি
ব্যাখ্যা বলব। আর এই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মার
কনফিডেনশিয়েল বিষয়গুলো আসলে
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, কডিউয়েলসিট্রাল,
ড্রিটিং, গভর্নেন্ট প্রকিউরমেন্ট এভিমেন্ট
এবং ইউ প্রকিউরমেন্ট কুলস সবকিছু
অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখেছি যে সব
জায়গাতেই পাবলিক প্রকিউরমেন্টের মূল্যায়ন
পর্বতি কনফিডেনশিয়াল। অন্যান্য পর্বের আর
মূল্যায়ন পর্বের টেক্ডারে পার্টিসিপেন্ট যার
ইন্টারেস্ট আছে, বিভিন্ন স্টেজে সে চালেঞ্জ
করতে পারে। সুতরাং এখানে গোপনীয়তা
আসলে থাকে না। কিন্তু আমরা অন্য কাউকে
যদি এই তথ্যটা বের করে দিই, তাহলে সে ইন্ট্রুয়েল হবে মূল্যায়ন হ্যাপ্যাজারড হয়ে যাবে, হিংস প্যারাডাইস হয়ে যাবে। যদিও
এখনো অনেক সময় এর বাইরে থাকা সত্ত্ব হয় না। কিন্তু আইনের প্রতিশ্লিষ্টি সঠিক আছে। শুধু আমার অনুরোধ হলো, এটা যেন বাদ
দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন করতে হবে, যাতে এটা অ্যাস্টের কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে পারাফেন্ট হয়। ধন্যবাদ।



আমিনুর রসূল

সদস্যসচিব, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট

আমি একটা বিষয় বলব, যেটা একটি প্রত্নতাৰ এসছে, তদন্ত রিপোর্ট মন্ত্রণালয় প্রহৃৎ না কৰা পৰ্যন্ত এটা প্ৰকাশ কৰা যাবে না। এই
জায়গাটা আমি হিমত পোষণ কৰি। হিমত পোষণ কৰি তিনটা কাৱালে— ১. গণমাধ্যম কোনো তদন্ত প্রতিবেদন যদি না পায় গণমাধ্যম
সেটা প্ৰকাশ কৰতে পারে না সেটাৰ শুপৰ সেক্ষালেৰি কৰতে পারে না ২. আমৰা যাঁৰা গবেষণা কৰি, গবেষণাৰ বাবে সেটা প্ৰয়োজন
হয়। সেটাৰ পাওয়া যাবে না ৩. কত দিন পৰ্যন্ত এই তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্ৰকাশ কৰা হবে নাঃ কাৰণ তদন্তেৰ জন্য নিৰ্ধাৰিত
সময় বলে দেওয়া হয় সেই সময়েৰ পৰও বছৰেৰ পৰ বছৰ চলে যাব। অৰ্থাৎ তদন্ত প্রতিবেদনেৰ সময়েৰ পৰে প্ৰকাশ কৰা উচিত বলে
আমি মনে কৰি।

সুরাইয়া বেগম

পৰিচালক, রিসার্চ ইনিশিয়ারিচিত বাংলাদেশ (বিৰ)

আমি যখন জেনেছি, এমআরতিআই কাজ কৰছে ধাৰা-৭ নিয়ে। আমি খুব উৎকৃষ্ট হয়েছিলাম এবং উৎসাহিত হয়েছিলাম এই কাজটাৰ
ফল জনাব জন্য। আমি তাদেৱ ধন্যবাদ জানাইছি তাৰা অনেক ক্ষেত্ৰে অনেক কিছু উপস্থাপন কৰেছেন। কিন্তু আমাৰ কাছে কিছুটা
অসম্পূৰ্ণ মনে হোৱেছে। এখানে ভালো যা হোৱেছে তা সবাই বলোৱে। আমি বলব আৱো যে বিষয়গুলোতে কাজ হতে পারে, সেটা সম্পৰ্কে।
আমাৰ কাছে মনে হোৱেছে, ধাৰণা জৱিপেৰ উদ্দেশ্য যেটা বলা হোৱেছে এবং যে পক্ষতিৰ কথা বলা হোৱেছে সেখানে বোধ হয় আৱো একটু
গভীৰে যাওয়াৰ অবকাশ ছিল। কাৰণ, ধাৰা ৭-এৰ যে উদ্দেশ্য বলা হোৱেছে প্ৰয়োগ বিশ্বেষণ, এই প্ৰয়োগ বিশ্বেষণটা কোথায় কীভাৱে
দেখেছেন সে সম্পৰ্কে কোনো ধাৰণা আমি খুব একটা পাইনি। কতগুলো আবেদনে এই ধাৰাটাকে প্ৰয়োগ কৰা হোৱেছে, যে দৃটি উপধাৰা
আছে সেই উপধাৰাৰ সবগুলো কি কোনো আপ্তিকেশনে এসেছে এবং তাৰ কি কোনো নিষ্পত্তি হোৱেছে সেটা জানা যাবানি।

উদ্দেশ্য আৱেকটি হচ্ছে এই ধাৰা সম্পৰ্কে ধাৰণা অনুসন্ধান আমাৰ একটু জনাব ইচ্ছা যে হেসেৰ মানুষেৰ ধাৰণাকে আপনাৰ অনুসন্ধান
কৰেছেন সেসব মানুষ কি ৭ ধাৰাকে বাস্তব ক্ষেত্ৰে ব্যৱহাৰ কৰেছে কি না। তাৰা যে তথ্য আপনাদেৱ প্ৰদান কৰেছে সেটা কি তাদেৱ
অভিজ্ঞতালজ্জ কিংবা তাদেৱ গবেষণালজ্জ কিংবা তাদেৱ প্ৰয়োগলজ্জ জ্ঞান থেকে।

তৃতীয়ত হচ্ছে এই ধাৰা বিষয়ে তথ্যেৰ চাহিদাকাৰী ও তথ্য প্ৰদানকাৰীৰ মধ্যে বিধাৰ্ঘনেৰ ক্ষেত্ৰ অনুসন্ধান। কোথায় কোথায় বিধাৰ্ঘনগুলো
হয়েছিল এবং কোন কোন উপধাৰায় বন্ধগুলো দেখা দিয়েছিল, এবং কতগুলো বন্ধ হোৱেছে সেই বিষয়ে আমৰা কোনো তথ্য পাইছি না।

চতুর্থ হচ্ছে ধারার অপব্যবহার ভূল ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানের ফলাফলগুলো কী এবং কী ধরনের অপব্যবহার হয়েছে, ভূল ব্যবহার হয়েছে সেগুলো আপনাদের উপস্থাপনার মধ্যে আমরা পাইনি। আপনারা পাঁচটা মন্ত্রগুলয়ে কাজ করেছেন সেই পাঁচটা মন্ত্রগুলয় থেকে কিন্তু এ-সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার সুযোগ ছিল। সেখান থেকে আপনারা কোনো তথ্য পেয়েছেন কি না, এ ব্যাপারে কোনো তথ্য আমরা এখানে পাইনি।

৫ মৎ হচ্ছে আপনারা বারবার বলছেন তথ্য কমিশনের কাছ থেকে আপনারা অনেক সহায়তা নিয়েছেন। তথ্য কমিশন হচ্ছে এই আইনের সর্বোচ্চ জায়গা সেখানে কি না এই আইনের মূল্যায়ন হয়ে থাকে সেখানে আমি একটু জানতে চাইলাম যে এই ৭ ধারার যে ২০টি উপধারার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন বিভিন্ন অভিযোগের যে রাইগুলো দিয়েছে, এ পর্যন্ত করতে এই ধারাকে স্পর্শ করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কি না। ধন্যবাদ।

হাসিমুর রহমান

বুরো প্রধান, ইভিপেডেন্ট টিক্সি, বগুড়া

আমি দু-তিনটি বিষয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনতে চাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের কল্যাণে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, দুষ্ট সাংবাদিকদের অনুদান প্রদান। আজ থেকে প্রায় হয় মাস আগে, আপনার নিরজ্ঞানে একটি অফিস, বগুড়া তথ্য অফিসে আমি করতে গুলো তথ্য চেয়েছিলাম। দুষ্ট সাংবাদিকদের অনুদান-সম্পর্কিত তথ্য। এখনে আমাকে বলা হলো এটা মন্ত্রণালয়ের বিষয়, এখন তথ্য দেওয়া যাবে না; কিছুদিন পরে আপনাকে দিই। আমরা চিঠি দিতে চাই, সেটা নেব না। বলে আমরা তথ্য দেব।

আমি যে কারণে গ্রুপটা ভুলেছি সেটা হলো, প্রবাসীতে আমাকে বলা হয়েছে এটা ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য। অবশ্যই ব্যক্তিগত স্বার্থের একটা বিষয় এখানে আছে। কারণ দুষ্ট সাংবাদিক হিসেবে যারা এই অনুদানটা পেয়েছে, আমি যত দূর জানি, তাদের কারো প্রাইভেট কার আছে, কারো পাকা দালান বাড়ি আছে। এখানে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কথা বলে কিন্তু তথ্যটা পেপন করা হয়েছে।

এটা তো রাত্রের টাকা। সেটাকে ব্যক্তির পেপন গোপনীয়তার কথা বলে তেপে যাবার চেষ্টা করছে। আমার সুপারিশ হলো, ব্যক্তি পেপন গোপনীয়তার বিষয়টা সুনির্দিষ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট বিধিমালা তৈরি করা উচিত। ধন্যবাদ স্বাইকে।

রহিমা সুলতানা কাজল

নির্বাহী পরিচালক, আভাস, বরিশাল

আমরা ফর্ম ফিলআপ করে যখন কোনো প্রশাসনের তথ্য চাই, তখনই তারা গুটাকে অ্যাভেজেট করে বলে, আপনার যদি তথ্য দরকার হয় আপনি ব্যক্তিগতভাবে ফোন করে চান, তাহলে দেব কিন্তু ফরম নিয়ে আইসেন না। ফরমটাকে তারা ইগনোর করার চেষ্টা করে, তথ্য দিতে চায় না।

আমার মনে হয়, সরকার যদি এইরকম একটা প্রজ্ঞাপন দেয় বা নির্দেশনা দেয় যে, এই আইনটাকে সম্মান করতে হবে, আইনের আলোকে তথ্য প্রদান করতে হবে এবং ৭ ধারার ভূল বিশ্বেষণ না করে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে—এই আইনটা প্রয়োগ করতে হবে—তাহলে আইনটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব। ধন্যবাদ।





বজ্রলুর রহমান খান

সভাপতি, জাগ্রত নাগরিক কমিটি, কেশবপুর, যশোর

তথ্য জানার অধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার তার ব্যক্তিগত অধিকার। আমাদের এই কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করতে আমরা যখন কোনো ফিল্ড লেভেলে যাই তথ্য চাইতে, তখন ওনারা বলেন যে আপনার কর্তৃত্বে তথ্য দরকার এখন নিয়ে যান কাগজ-কলমে কিছু কাইবেন না। এটা দিতে পারব না। আমি মনে করি যে অফিস-আদালতে এ রকম না দেওয়ার যে ইচ্ছা, এটাকে কীভাবে রোখ করা যাব, সেই আবেদনটা আমি কর্তৃপক্ষের কাছে রাখতে চাই।

মৎ খোয়াই টিৎ

নির্বাহী পরিচালক, তিন হিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা উন্নয়ন কার্যক্রম করে যাচ্ছি। এখানে ভূমির যে সমস্যাগুলো বা ইস্যুগুলো আছে সে বিষয়ে অনেক দিন ধরে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সংস্থার কাছে তথ্য চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা শ্রেণীগতি কোনো তথ্য পাইছি না। এই জাহাগীয় ৭ ধারার অঞ্জুহাত দিয়ে আমাদের জানার অধিকার থেকে বর্ধিত করা হচ্ছে।

আলী আজগার আহমেদ

সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আসলে এই আইনটি বাস্তবায়নের তিনটি পর্যায়। একটি হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে তথ্য চাওয়া, তারপরে হচ্ছে আপিল কর্তৃপক্ষ, সর্বশেষ তথ্য কমিশনের কাছে আপিল করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধারা ৭-এর দোহাই দিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিচ্ছেন না এবং আপিল কর্তৃপক্ষের এত সম্মতি আছে তারপর যখন তথ্য কমিশনে দাওয়া হয়, আপিল করে তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, আসলে তথ্যটা দেওয়ার মতো এবং তথ্যটা দেওয়া হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা তথ্য কমিশনের যে রায়গুলো পর্যালোচনা করেছি সেখানে এইভাবে দেখতে পেরেছি। এ ক্ষেত্রে এই আইনের শুধু ধারা ৭-এর সংশোধন নয়, আপিল কর্তৃপক্ষ হারা তথ্য দিচ্ছেন না, পরবর্তী সময়ে আপিল করার পর তথ্য দিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে শুধু শাস্তি নয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না, কোনো সংশোধনী আনা যায় কি না, সে ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

মীর শাহীদুল আলম

পরিচালক, সমষ্টি

আমি একটি আশঙ্কার কথা বলব আর একটি সুপারিশ করব। আজকে যে আলোচনা হচ্ছে ধারা ৭ নিয়ে, এখানে পোটা আইনটাকেই একটা সংশোধনীর কথা বলা হয়েছিল—এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং আশঙ্কা হচ্ছে, এটা যেন বলতে না হয় যে আগেরটাই তো

ভালো হিল। কারণ আমাদের যে অভিজ্ঞতা, তাতে দেখা যায় যে সংশোধন করতে গিয়ে এমন কিছু করা হলো, যেখানে যেন কুন্ততে না হয় যে আগেরটাই তো ভালো ছিল। আমি আবেকষ্টা সুপারিশ করব, এটা যদি সংশোধন করা হয়, পোটা আইনটা — তাহলে এটার পরিধি আছে উপজেলা পরিষদ পর্যন্ত — এটার বিস্তৃতি যেন ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত করা হয়। ধন্যবাদ।

গোলাম ঘোষক জীবন

স্টাফ কর্রেসপ্যান্ট, নি ইভিপেন্টেন্ট, সিঙ্গাগঙ্গ

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কট লেভেলে মানুষকে উদ্বৃক্ত করতে এমআরডিআইসহ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কাজ করে থাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে গিয়ে যে সমস্যায় পড়েছি, সেখান থেকে আমি একটু সুপারিশ করতে চাই। সেটা হলো, যারা তথ্য চাইবেন অনেক সময় তথ্য চাইতে গিয়ে কুকির মধ্যে পড়তে হয়, হয়রানির শিকার হতে হয়। যাদের কাছ থেকে তথ্য চাওয়া হয় সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও দেখা যাব কারো-না-কারো হাতা নিয়ন্ত্রিত। দেখা যাব কার্জিকত তথ্যটা হয়তো তৃতীয় পক্ষের তথ্য। কিন্তু সেই তৃতীয় পক্ষ যখন তার উর্ধ্বর্তন কর্মকর্তা হয়, তখন অন্যদিক থেকে একটা ইশারা থাকে তথ্যটা না দেওয়ার জন্য। তখন উনি তাঁর চাকরি বাঁচানোর জন্য আবেদনকারীকে নামাভাবে কলান্তিল করার চেষ্টা করেন। সোজা লাইনে না হলে তিনি বাঁকা লাইনে ইঁটার চেষ্টা করেন। অনেক সময় অন্যভাবে হয়রানি করা হয়ে থাকে এবং দেখা যাব তাঁর জীবন কুকির মধ্যে পড়ে যাব। তো সেই ক্ষেত্রে আমি অনুরোধ করব, যারা তথ্য চাইবেন তাঁদের নিরাপত্তার জন্য এই আইনে কোনো বিধান রাখা যাব কি না। তাহলে যারা তথ্য চাইবেন তাঁরা সাহস পেতেন।

ফারহানা সুলতানা

ভেমফেনসওয়াচ

৭ ধারা সংশোধন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ফলপ্রসূ আলোচনা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পুরো আইনটা যদি সংশোধন করা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ উপর্যুক্ত হবে।

মানুন আহমেদ

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল

গ্রথমত ধন্যবাদ দিই এটি আয়োজন করার জন্য।

একজন বক্তা বলেছেন যে আমরা অধিকারসচেতন নাকি জিজেস করব? আমার মনে হয়, এই কথাটি পুরোপুরি ঠিক না। এটা হলো, আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে জনহননে এই পরিমাণ অভিযোগ রয়েছে যে আমি নিজেরও অন্য কোনো অফিসে যখন জিজেস করব এই তথ্য চাই, সেটি জিজেস করতে আমার সংকোচ হবে। কারণ আমরা তধু ভাবি, যারা প্রশ্নের উত্তর দেবেন তাঁরা কর্তৃপক্ষ। আমরা অনেকেই নামাবিধি কর্তৃপক্ষ। আমি যে জিজেস করব অন্য অফিসে আমিই সে রকম রেসিস্ট্যান্ট তথ্য দেবার ক্ষেত্রে, এর কারণ নামাবিধি অসুবিধা রয়েছে।

নামাবিধি স্টেকহোৱারদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এবং সম্মান যদি সংরক্ষণের রিজেন্সিল ব্যবস্থা করার কথা ভাবি, তাহলে সম্ভবত এটা প্র্যাকটিস করা আরো সোজা হবে এবং ক্লারোটের উপকার হবে। আমাকে বক্তব্য প্রদান করবার আহ্বান জানানোর জন্য ধন্যবাদ।





আতাউল হাকিম

সাবেক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অভিটের জেনারেল

প্রথমেই আমি এমআরতিআই ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই, তারা এই ধরনের আয়োজন করেছেন। গুড গভীরন্যাসের জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইমপ্রেটেন্ট, ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেন্টব্লেট। এটি এনসিওর হয় এই আইনের মাধ্যমে। তাহলে তো এটা ইমপ্রেটেন্ট কাজ। কারণ তথ্য না জানলে অ্যাকাউন্টেন্টব্লেট, ট্রান্সপারেন্সি এনসিওর করা সম্ভব না। আমার মনে হয়, এই আইনটা ইমপ্রেমেন্ট করা খুবই প্রয়োজন। একটা কথা যে তথ্য প্রভাইড করেন এবং তথ্য যারা তান তাঁদের মাইন্ড সেট ও অ্যাচিটিউটের চেঙ দরকার আছে।

হাসিমুর রহমান

নির্বাহী পরিচালক, এমআরতিআই

সুবাইয়া আপার প্রশ্নের উত্তরে বলি, প্রথমত, এটা কোর্সানটিটিভ অ্যানালাইসিস নয়, এটা কোয়ালিটিটিভ অ্যানালাইসিস। এটা করতে পিয়ে আমরা তথ্য কমিশনের প্রাণ অভিযোগগুলোকে দেখার চেষ্টা করেছি, কমিশনের তনানিগুলোতে উপস্থিত ধাকার চেষ্টা করেছি এবং সেখানে বোকার চেষ্টা করেছি যে ধারা ৭-এর কোন কোন বিশেষ ধারাকে আপিল কর্তৃপক্ষ বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করেছে। এখানে সংখ্যাগত কোনো বিশ্বেষণ আমরা করিনি। আমরা তখু সুপারিশগুলিকে এখানে তুলে ধরেছি। আজকের সেমিনার থেকে আরো যে সুপারিশগুলা আসবে সেগুলোকে একত্রিত করে একটি প্রত্যাশা প্রস্তুত করা হবে। সেই প্রকাশনায় আমরা বিস্তারিত কোয়ালিটিটিভ তথ্য প্রদান করব।

ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা জানি যে পুরো আইনটি পরিবর্তনের কথা আসে। আমরা চুব সচেতনভাবে ধারা ৭ নিয়ে আলোচনা করুন করেছি। এটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা এবং এটিকে বিশ্বেষণ করে আইন বিশ্বেষণের কাজটি আরম্ভ করা প্রয়োজন। সেই আলোচনার জন্য আমরা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পিয়েছি।

পৌঁছাটি মন্ত্রণালয়কে আমরা ৭ ধারার বিশ্বেষণের মধ্যে নিয়ে আসিনি। আমাদের এই একক্ষের অধীন এই পৌঁছাটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত করতে তাদের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স দিচ্ছি। তথ্য কমিশন আমাদের এই কাজে সর্বান্তর সহায়তা করছে। পরবর্তী সময়ে এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা একটা গাইডবুক তৈরি করতে চাই। কেবিনেট ভিত্তিক সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। জনপ্রাণসন মন্ত্রণালয় এবং তথ্য কমিশনের মাধ্যমে এই গাইডবুক তৈরি হবে, যা অন্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের জন্য তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুত করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

আমরা ধারা ৭ নিয়ে কাজ করতে পিয়ে দেখেছি যে, মাঠ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা আপিল কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তথ্য দিতে পারছেন না। তারা যখন আপিল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাচ্ছেন না তখন ধারা ৭-এর একটি উপধারা উল্লেখ করে অপারগতা জানাচ্ছেন। যদি অবমুক্তকরণ নীতিমালা থাকে, তাহলে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবগত ধাকবেন কোন তথ্য উনি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দেবেন, কোনটা ব্যবহার করে দেবেন, কোন তথ্যটি উনি দেবেন না এবং কেন দেবেন না। নীতিমালার মাধ্যমে তিনি নিজেই সেটা নির্ণয় করতে পারবেন। এর জন্য কোনো অনুমতির প্রয়োজন হবে না।

শাহীন আনম

নির্বাচী পরিচালক, মানবের জন্য ফাউন্ডেশন

সবাইকে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং ক্ষেত্রে।

আসলে ৭ ধরা নিয়ে এত ভালো আলোচনা হয়েছে, বিশেষত নির্ধারিত যে আলোচক, আমারা খুব সুন্দর করে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাই আমি সেখানে যেতে চাই না। আমার খুব জিয়ে একটি প্রোগ্রাম হলো ‘তথ্য মানে বজ্জ্বতা, জনগণের ক্ষমতা’। আমি মনে করি, এই দুই লাইনের মধ্য দিয়ে এই আইনের স্পিরিটটা বোঝায়। জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে এই আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এটা বজ্জ্বতা আনে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে পাঁচ বছর পরে কতটা জনগণের ক্ষমতায়ন হয়েছে, প্রশাসনের মধ্যে কতটা বজ্জ্বতা এসেছে এবং সুশাসন কতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমি যদি বিশ্বেষণ করি, আমি বলব যে আমরা যতটা চেয়েছিলাম ততটা হয়নি। আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে। তবুও অনেক দুষ্ট মানুষ, অনেক মার্জিনালাইজড গ্রুপ, বা বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তারা কিছুটা ক্ষমতায়িত হয়েছে। তারা একটি অফিসে আগে ঢোকার সাহস পেতে না। তারাই এখন বলতে পারে, অবশ্যই আমি যেতে পারব, আমার হাতে এই আইনটি আছে। এটার কিন্তু একটি মূল্য রয়েছে। তাই কোনো কাজ হয়নি, এটা আমি বলব না।

তবে আমাদের ডিমান্ড সাইত আরো অনেক অনেক বাড়াতে হবে। ভারতে লক্ষ লক্ষ অ্যাপ্রিকেশন পড়ছে এবং এই আ্যাপ্রিকেশনের ধারায় তাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। এখন যারা দায়িত্বান্ত কর্মকর্তা তারা বিশ্বাস করে, আমাদেরকে তথ্য দিতে হবে, এটার কোনো বিকল্প আর নেই। আর জনগণ মনে করে এটা আমার অধিকার। আমি যে-কোনো বিষয়ে তথ্য চাইতে পারি, কারণ আমার হাতে এই আইনটি রয়েছে।

ধারা ৭-এর কথা যদি আমি বলি, আসলে পুরো আইনের স্পিরিটটা হলো—যান্ত্রিকাম ভিস্কেজার, মিলিমার এগ্জেন্সশন। আমরা সবাই জানি, যখন আইনটির ড্রাফট হচ্ছিল, তখন আমাদের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একটা ড্রাফট সরকারের কাছে পিয়েছিল, এটাই প্রথম ড্রাফট। আমরা অনেক দেশের অনেকগুলো আইন বিশ্বেষণ করে এ ড্রাফট করেছিলাম। সেই ড্রাফটে এগ্জেন্সশন লিস্ট অনেক কম, যাত্র করেকটা হিল। এটা আজ আজে বাড়ল। কিন্তু তবুও এটা আমরা অন্য দেশের আইনের সঙ্গে যখন তুলনা করলাম দেখলাম যে অন্য দেশের আইনে আরো অনেক বেশি এগ্জেন্সশন আছে। এতগুলো এগ্জেন্সশন নিয়ে আমরা কিন্তু বুশি ছিলাম না। একটা ক্যাপ্সেইন চলছিল যে এটা আমরা কীভাবে করব, কতটা করানো যাব।

এখন আমাদের যেটা করা দরকার, সেই প্রক্রিয়া এহআরভিআই আবন্ধ করেছে। এটা একটি মাত্র ইনিশিয়েটিভ। আমাদের যেটা দরকার তা হলো এভিডেল গ্যান্ডার করা। যে এই ধারার কারণে কোথায় আমরা তথ্য পাই না, তথ্য দিতে অসুবিধা হচ্ছে, তথ্য পেতে অসুবিধা হচ্ছে। উপর্যুক্ত ধরে ধরে এভিডেল গ্যান্ডার করতে হবে। একটা প্রক্রিয়া আবন্ধ হয়ে গেছে এটা আমরা কিন্তু চালিয়ে যেতে পারি। আমরা নিজেই এভিডেল গ্যান্ডার করে দেব যে, এটা সংশোধন না করলে তথ্য অধিকার আইন টিকিয়ে ইমপ্রিমেট করা যাবে না। এই এই অসুবিধা হচ্ছে এই কারণে। আমরা যখন এত বড় আইন পাস করাতে পেরেছি; আমরা এটা সংশোধন করাতে পারি।

প্রথমেই শুশ্রেষ্ঠ উটেছিল এতগুলো এগ্জেন্সশন কেন, আমরা এটা সংশোধন করাতে পারি নাকি? তখনই কথা এসেছিল, আগে আমরা এক্সপ্রিয়েল অর্জন করি, এক্সাম্পল করি, বাধা তিক্রিত করি এবং এতগুলো আমরা ডকুমেন্ট করি। আজকে প্রচুর ডকুমেন্ট সঞ্চাহ হয়েছে, খুব ভালো ভালো উদাহরণ তৈরি হয়েছে যে কীভাবে এটা মিস ইন্টারপ্রেট করে মানুষকে অধিকার থেকে বর্জিত করা হচ্ছে, তথ্য থেকে বর্জিত করা হচ্ছে। এই সবগুলো যদি আমরা একসঙ্গে সমন্বয় করি এবং আরো অন্যান্য যারা স্টেকহোল্ডার আছে সবার সঙ্গে একটা কনসালটেশন করি, আমার মনে হয় এটা সংশোধনের জন্য আমরা যখন পেশ করব, আমাদের অনেক শক্তি থাকবে। আমরা খুব কনফিডেন্টেল সঙ্গে বলতে পারব যে না এ সংশোধন না করলে আজকে আর চলছে না।

পরিশেষে আমি বলব, আমাদের যেহেন একটা কালচার অব সিঙ্কেসি আছে তথ্য না সেওয়ার, তেমনি আমাদের একটা অনীহ আছে তথ্য চাওয়ার এবং আপ্স্টাই করার। প্রতিনিষ্ঠিত আমরা একরকমের মিস গভারন্যাল ফেস করি, পেট থেকে বের হলেই দেখি আমার রাস্তা ভাঙা,



আমার পানি ঠিকমতো আসছে না, আমার ইলেক্ট্রিসিটির অসুবিধা হচ্ছে আরো নানান ধরনের অসুবিধা। আজকে দেশের সবচেয়ে বড় ডিসকাশন মূল্যাতি ও পলিটিক্স। আমরা মূল্যাতি নিয়ে কট্টা অ্যাপ্রিকেশন ফাইল করেছি। তখু বললেই হবে না যে তথ্য আমাদের দিকে চাচ্ছে না, আমরাও কিন্তু সেভাবে তথ্য চাইছি না। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে তখু গরিব মানুষ না, শুধু প্রাপ্তিক মানুষ না, কীভাবে আমরা সবাই মিলে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করব। কারণ এটাই কিন্তু আমাদের জনগণকে বড় একটা ক্ষমতা দিয়েছে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, এমআরভিআইকে অনেক ধন্যবাদ এই কাজটা করার জন্য।

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক

সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়

আমি এখানে এসে অনেক কিছু জানলাম, অনেক কিছু তনলাম। সব কথাই ৭ ধারার প্রয়োগ বিষয়ে। একটা জিনিস ভালো লাগল, কোনো বজাই কিন্তু এই ৭ ধারার বিধানগুলো প্রয়োজন নেই বলে মনে করছেন না। বলা হচ্ছে, এটাকে একসঙ্গে করলে একটু ভালো হয়, এটাকে এইভাবে করলে আরেকটু সুন্দর হয়, এটাই।

বিধিনিয়ে তনলেই আমরা যেন আতঙ্কিত না হই। অনেক বিধিনিয়ে কিন্তু ভালোর জন্যই থাকে। আমাদের মহান সংবিধান পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানের মতো খুব উন্নত একটা সংবিধান। আমাদের এই সংবিধানে প্রস্তুত কিছু সাধীনতাও কিন্তু বিধিনিয়ে সাপেক্ষে। যেমন সেখানে আর্টিকেলে বলা আছে, আমার সমাবেশ করার অধিকার আছে, কিন্তু বিধিনিয়ে সাপেক্ষে। সংবিধানের আরেক ধারায় বলা আছে, এমন কোনো আইন করা যাবে না, যেটা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এটা একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে আমরা কিন্তু পরিকার হয়ে যাব।

আমাদের ৭ ধারায় সরকার পড়লে সাধারণতাবে মনে হবে, এগুলো সব মেইনটেইন করা হলে তো কোনো অধিকারই পাব না। আসলে তা কিন্তু নয়। ৭ ধারায় যা যা বলা হয়েছে তার একটিও আমাদের সংবিধানের কোনো অংশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বলে আমার মনে হয়। এখন আমার মনে হয়, আমাদের ব্যাপারটা এসে যাবে, এটাৰ প্রয়োগ করা করছেন? এই প্রয়োগ যাঁৰা করছেন এটার অভ্যন্তরে যেন আমি অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই, এই বিষয়টাই মনে হয় আমার প্রধান বিষয়।

তখু এই ৭ ধারাকেই পৃথকভাবে সংশোধন করা যাব বা পুরো আইন একসঙ্গে সংশোধন করা যেতে পারে। আপনাদের সমন্বিত চেষ্টায় এটা হবে। আইন মন্ত্রণালয় থেকে সার্বিক সহায়তা আমরা করব, ইনশাস্ত্রাহ।

আম এই ৭ ধারার অপপ্রয়োগ স্পেসেক্সিভিভাবে একটাও কলিনি যে রাজশাহীতে বা ঝুঁপুরে বা দিনাজপুরে বা কুষ্টিয়াতে অনুক অফিসার এই ৭ ধারাকে প্রয়োগ করে আমাকে তথ্য দেননি। এটা হলো হতে পারে। কিন্তু এটাকে নিয়ে আমরা তা পাব কেন? যেন এটার অপপ্রয়োগ না হয় সে বিষয়ে আমরা কী করতে পারি। আমরা আপিলে যাব, অভিযোগ করব। আমি খুব আশাবাদী, এটা সুন্দরভাবে এগোবে। এবং নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী হাহোদরের কাছ থেকে আমরা তনব। এখানে আমাকে সুযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেখ করছি।



মোহাম্মদ ফারুক

প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ

তথ্য অধিকার আইন একটি অতি উৎকৃষ্ট আইন। আমি মনে করি, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় খুব তাড়াতাড়িই বাংলাদেশ সরকার এটা পাস করেছে। পর্যালোচনা করলে তা-ই মনে হয়। তথ্য অধিকার আইনের ভেতরে একটা দিক হলো এই ৭ ধারা। ৭ ধারায় ২০টি ক্লজ আছে। যাঁৰা আইনটি ত্রাফট করেছেন, খুব কৌশলগতভাবে করেছেন। এটাকে ইচ্ছা করলে হয়তো আরো সু-ভিন্নতি ধারাকে একসঙ্গে করে ধারার সংখ্যা কমানো যেত। এটা ইতিয়ার ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাব, এখানে যেমন ২০টি ধারা আছে, ইতিয়ার আইনে একই বিষয়গুলো নিয়ে ১০টি ধারা আছে। সুতরাং সেরকমভাবে কমানো যাব। আবার কিছু কিছু জায়গার এটাৰ



অস্পষ্টতা আছে, এটারও একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আমাদের এই তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আমরা গত দুই-আড়াই বছর ধরে কথা বলছি যে এটা জনগণের আইন। জনগণ যাতে আইনটি বোবে। জনগণের এই দেশ, জনগণ এই দেশের মালিক। জনগণ যাতে আরো সহজভাবে এই আইনটি বুঝতে পারে সেজন্য আইনটাকে আরো সহজীকরণ এবং এটার স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

তথ্য অধিকার আইনে ৭ ধারাটি ব্যবহার করা হচ্ছে—কোন কোন জায়গায় এটার মিস-ইন্টারপ্রেটেশন হচ্ছে, তথ্য কমিশন থেকে আমরা এটা বুঝতে পারছি। যখন তন্মানি হয়, তন্মানিতে অধিকারশ ক্ষেত্রেই সম্মিলিত কর্মকর্তা, এই ৭ ধারাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। তারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা নিরাপত্তার বিষয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে বেশি। কিন্তু এইগুলো যখন তথ্য কমিশনে আসে, আমরা তখন তাদের বুঝিয়ে দিয়েছি এবং দুই পক্ষই এটা মেনে নিয়েছে, আমরা তাদের বোঝাতে সমর্থ হয়েছি। এবং দুই পক্ষের সন্তুষ্টিতে আমরা আমাদের অধিকারশ তন্মানি সমাপ্ত করেছি। তবে তথ্য অধিকার আইন একটা নতুন আইন। এর চৰ্তা করতে পিয়ে অনেক ভুলভাস্তি এবং অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। যত বেশি চৰ্তা করতে পিয়ে অনেক ভুলভাস্তি এবং অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।

যখন আইনটি দ্রাফট করা হয়, তখনই আমরা দেবেছি যে আইনের কিছু দুর্বলতা আছে। এবং আইনটির কিছু সংশোধনী, এবং এটার স্পষ্টীকরণ হওয়া দরকার। সেই সুবাদেই এমআরডিআই-এর আজকের এই প্রচেষ্টা। ৭ ধারার ওপর যে আলোচনা, ছয়টি বিভাগীয় শহরে আলোচনাসভা করে আজকে এখানে যে মুক্তি আলোচনার উপস্থিত হয়েছেন সেজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাইছি। তারা আইনটির যে সংশোধনী আনার কথা বলছেন এবং হেজলো তারা সুপারিশ করেছেন, চমৎকারভাবে সুপারিশ করেছেন। কিন্তু এই আইনটির আরো আলোচনা হওয়া দরকার। এই আইনটির অ্যামেনেন্ট প্রয়োজন। তবে একটি ধারা নয়, পূরো আইনটির একটি রিপিটিউ হওয়া দরকার।

তথ্য কমিশন যে-কোনো স্টেকহোল্ডার, যে-কোনো সাধারণ নাগরিকের কাছ থেকে যে-কোনো সাজেশন হাঁগ করবে এবং সুবিধামতো একটা সময়ে সবকিছু মিলিয়ে আমরা তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের রিকমেন্ডেশন আমরা পাঠাব। সেখান থেকে এটা আইন মন্ত্রণালয়ে যাবে এবং সংসদে উপাপনের জন্য পাঠানো হবে। জাতীয় সংসদ এটা সংশোধনের উদ্যোগ নেবে। এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া।

আইনটি নিয়ে আরো আলোচনা হওয়া উচিত। আজকের অনেক আলোচনা খুব চমৎকার, প্রাণবন্ত হয়েছে। এই ধরনের আলোচনা আরো হওয়া দরকার এবং এই আলোচনার মধ্য নিয়ে এই আইনটা পরিপূর্ণতা লাভ করবে বলে আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি। ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

হাসানুল হক ইন্স

মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। এম আরডিআইকে ধন্যবাদ, তারা এই আলোচনা করেছেন। তথ্য অধিকার আইনের ৭ ধারা কতিপয় বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। তথ্য অধিকার আইন অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে, সুতরাং বিধিনিষেধের বিষয়টা কেন এল? তথ্য পাওয়ার, নাকি তথ্যপ্রবাহ বিস্তৃত করার জন্য—এটি নিয়ে দেশবাসীর সামনে আলোচনার সূত্রপাত হয়ে যেতে পারে। তথ্য অধিকার আইন তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে, বাধা দেয় না, এটি নিয়ে আলোচনা। দার্শনিক কৃষ্ণে বলেছেন 'Man is born free and everywhere he is in chains'।

তথ্য অধিকার আইনটা অন্য সব আইনের চাইতে ব্যক্তিগত। এখন, সব তথ্য নিতে কি বাধ্য? যেমন, যারা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান চালান, তাদের কাছে অনেক তথ্য এসে জমা হয়। কিছু তথ্য জানা খাকলেও দেওয়া যায় না। যেমন একজনের বৈবাহিক অবস্থা বা কোনো দেশের কাছ থেকে আমি অন্ত কেনার পরিকল্পনা করছি বা সম্ভব্য খুনের আসারি কারা, সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে পারে না।

কিন্তু যখন আমি অস্ত্রটা কিনে ফেলব তখন জনগণ অবশ্যই জানবে। তারা আলোচনা করতে পারে এই অস্ত্র কেন্দ্রটা কি বৌকিক ছিল, ইত্যাদি। সুতরাং তথ্য দেওয়া এবং নেওয়ার সময় আমাদের দেখতে হবে, কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না। এই সতর্কতার কথা মাধ্যমে না রেখে কোনো তথ্যের দেনদেন করা যায় না। সুতরাং তথ্য দেওয়া এবং নেওয়ার সময় আমাকে চিন্তা করতে হবে, কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কি না ইত্যাদি। তথ্য অধিকার আইনের ধারা



৭ এই সতর্কতার বিষয়টি ২০টি উপধারার মাধ্যমে উল্লেখ করেছে। কিন্তু ধারা ৭-এর শিরোনামটাই আমরা যদি দেখি, এখানে বলা আছে, কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান ব্যাখ্যাতামূলক নয়। তো এই বিষটা ক্ষেত্রের বিধিনিয়েধ একটু শর্তসাপেক্ষ। তার মানে, অবাধ তথ্যপ্রবাহের যে নীতি, সেইটার সঙ্গে ধারা ৭ সাংঘর্ষিক নয়।

সরকার তথ্য অধিকার আইন পাস করেছে এবং কমিশন, একটি প্রহরী সংস্থা, গঠন করেছে—যার মাধ্যমে গণতন্ত্র আরো শক্তিশালী হতে চলেছে। আমরা আজ সাম্প্রদায়িকতা, সামরিকত্ব থেকে গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি। এই গণতন্ত্র যখন উন্নয়ন করছি তখন তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হয়। গণতন্ত্র মানে আইনের শাসন, সুশাসন এবং স্বশাসন। আইনের শাসন যখন আসবে, তখন আইনভলোকে ঠিক করা, গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যে আইন মানুষকে রক্ষা করে। যখনই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের, আইনের শাসনের, সুশাসনের কথা আসছে, তখনই জবাবদিহি, স্বচ্ছতার কথা আসছে।

অভিযোগ আছে, সরকারের কর্তৃব্যক্তিরা তথ্য দিচ্ছেন না, এটা আমি মানি। বেসরকারি সংস্থাগুলি তথ্য দেয় না। কিন্তু আমাদের আইনে আছে যে, কোনো বেসরকারি সংস্থা যদি সরকারের টাকা, বিদেশি সাহায্য নেয়, তাহলে সে তথ্য দিতে বাধা থাকবে। আপনি দেশের টাকা নিবেন, বিদেশি অনুদান নিবেন, কিন্তু তথ্য অধিকার আইন মানবেন না, কিন্তু প্রতিষ্ঠান চালাবেন, তা হয় না।

আজকে আপনারা বলেছেন, সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় বা সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে বিষয়গুলো ৭ ধারার ২০টি উপধারার আছে সেগুলোকে রাখা যায়। অর্থাৎ সংবিধানে যেসব বিষয়ে বাধানিয়েধ, আছে—যেহেন দেশের নিরাপত্তা-অধিকার, বৈদেশিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, অনশুভলা, আদালত অবহানা এবন সাংবিধানিক বাধানিয়েধ আছে যেই ক্ষেত্রে, সেসব ২০টি উপধারা। আপনারা জানেন, সংবিধানিক এই বিষয়টা যখন নজরিয়ে যায় তখন সেখানে কিন্তু বলা আছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায় এবং সেই নিরাপত্তার বিপ্র ঘটনে কী ধরনের সাজা ভোগ করতে হয়।

তথ্য অধিকার আইন তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করছে এবং গোপনীয়তার খাচা থেকে মানুষকে প্রশাসনকে বের করে আনছে। সেখানে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাধা আছে, এহেন সব ধারা আপনারা রাখার প্রস্তাৱ করেছেন। আরো প্রস্তাৱ করেছেন, কিন্তু শব্দের ব্যাখ্যা করা দরকার, কিন্তু বিষয় সংজ্ঞায়িত করা দরকার, কিন্তু অপব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু কুল ব্যাখ্যা হচ্ছে, কিন্তু পরম্পরা সাংঘর্ষিক বিষয় নিষ্পত্তি করা দরকার, অন্য ক্ষেত্রে যা বহাল আছে এই আইনে তা রাখা উচিত নয়। আপনারা বলেছেন, কিন্তু উপধারা সংশোধন করা দরকার, কিন্তু উপধারা একত্রিত করা দরকার। সুতরাং আমি যদি আপনাদের সার্বিক আলোচনা বিশ্বেষণ করি, সেইখানে ২০টি ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু বিষয় বাদ দিতে বলেছেন, কিন্তু শব্দ পার্শ্বাত্মে বলেছেন। দু-একটা বিষয় বাদ দিতে বলেছেন, যেটা সংবিধান ও আন্তর্জাতিক বাধাবাধকতা মিলিয়ে শুরু একটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

ধারা ৭ বিষয়ে, এরকম হেন মনে না হয়, মানুষের তথ্য অধিকার সংকোচন করার জন্য এই ধারাটা। তথ্য অধিকার আইনের যে বিধিনিয়েধ তা মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য। এই বিধিনিয়েধ মানুষের, সমাজের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, রক্ষা করার জন্য।

আজকে আমরা একটি চ্যালেঞ্জের মুখে আছি— গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক জগ দিব, এবং নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করে, এহেন শক্তিদের মোকাবিলা করব। ধন্যবাদ।

- যদি সুযোগ থাকে নিচ্ছবই পুরো আইনটি সংশোধনের চেষ্টা করা যেতে পারে।
- বিধিমালা প্রবিধানমালার মাধ্যমে উপধারাগুলোর অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- সংসদের বিশেষ অধিকারবলে যদি আমার অধিকারহানি হয়, আমার সম্মানহানি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি কোনো নির্মেতি পাব কি না। আইন সংকারের ক্ষেত্রে এই বিষয়াও আলোচনা করা দরকার।
- ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। এই ধারার এ জারুগাটা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা উচিত।
- জাতীয় সংসদের মর্যাদাহানি হবে, এটা নিয়ে একটুখানি বিধা আছে। এ বিষয়ে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জাতীয় সংসদের যৌথ জনপ্রতিনিধি তাঁরা আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় চলছেন। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুই জানতে পারব না, তাতে তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে, এটি একটি দুর্বল যুক্তি বলে আমি মনে করি।
- বাংলাদেশের আইনে রিপিটেশন হয়েছে। ২০টা রেস্টেকশন এর জারুগায় মেরিমাম ১২ থেকে ১৫টা হবে। 'ল' অ্যান্ড অর্ডারে যেগুলো আছে সেগুলোর মাঝে রিপিটেশন আছে। চারটা-পাঁচটা হিলে একটা হতে পারে। ফরেন রিলেশন যেগুলো আছে দুইটাকে একসঙ্গে মার্জ করা যেতে পারে।
- তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন করতে হবে।
- ৭-এর 'ক' একই রূপ থাকবে। তবে ৭ 'খ' ও 'গ' দুটোই ফরেন রিলেশনের ব্যাপারে যা সিঙ্গেট ইনফরমেশন দুটাকে মার্জ করা যেতে পারে।
- 'ল' অ্যান্ড অর্ডার' সিচুরেশন রিলেটেড 'চ' ও 'খ' ছবছ রাখার জন্য বলা হয়েছে, এটা আমিও একমত।
- সুপারিশে উপধারা 'ঠ' বিষয়ে বলা হয়েছে, তদন্তের ক্ষেত্রে 'পূর্ণ সিঙ্গান্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত', এখানে সিঙ্গান্ট প্রাপ্তির পরিবর্তে একটু 'অ্যাভজাস্ট' করা দরকার। যতক্ষণ তদন্ত বা পুলিশ ইনভেন্টিগেশন শেষ না হবে অথবা ডিপার্টমেন্টাল প্রিসিডিংসের ক্ষেত্রে সিঙ্গান্ট ফাইনালাইজড না হওয়া পর্যন্ত এ তথ্য দেওয়া যাবে না।
- ৭ ধারার মধ্যে যেগুলো আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলো অ্যাজ ইট ইজ বহাল থাকবে।
- ধারা ৭-এর উপধারা 'ঘ' যেখানে ইন্টেলিকচুয়াল প্রপারাটি রাইটসের কথা বলা হয়েছে, এটার সঙ্গে আরেকটা জিনিস যুক্ত হওয়া দরকার, সেটা হলো কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়—এইক্ষণ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ তথ্য। এই দুটো বিষয় কিন্তু ইন্টেলিকচুয়াল প্রপারাটি রাইটের অন্তর্ভুক্ত। যার জন্য এটাকে একটা ক্লাস্টার করে যদি দেওয়া হয়, তাহলে একটা সার-সেকশন করে যেতে পারে।
- তারপর ধারা 'চ', 'ছ'-এর প্রথম অংশ, যা, এবং ড এই সার-সেকশনগুলো প্রত্যেকটা জনশূন্যাল-সংশ্লিষ্ট। এগুলোকে একত্রিত করে একটা ক্লাস্টারযুক্ত করা যেতে পারে।
- বিচার বিভাগের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত 'ছ'-র প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে, বিচারাধীন মামলার বিষয়ে আর 'ঠ'-তে গিয়ে বলা হয়েছে, আদালত কর্তৃক বিচারাধীন কোনো বিষয়, যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শাখিল—এইক্ষণ তথ্য। তাহলে এই দুটোকে একত্রিত করে একটা ক্লাস্টার করা।
- 'ঠ' উপধারা সংশোধনের প্রস্তাৱ দেওয়া হয়েছে। তদন্তের পর যতক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিঙ্গান্ট গৃহীত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করা উচিত নয়।
- তারপর 'কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিঙ্গান্ট প্রাপ্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য'—এই ক্ষেত্রে আমরা জানি, সরকারের সকল ক্রয় কার্যক্রম কিন্তু প্রকিউরমেন্ট অ্যাস্ট এবং প্রকিউরমেন্ট রুলস অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। প্রকিউরমেন্ট অ্যাস্ট এবং প্রকিউরমেন্ট রুলসে কোন কোন স্টেজে কোন কোন তথ্য প্রকাশ করতে হবে, সেটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। যেহেতু সেটা ওই আইন অনুযায়ী করতেই হবে, তাই এটাকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।

- তার পরেও যদি এটাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভব কৰা হয় তো এটাৰ বৰ্তমান অবস্থাৰ মধ্যেই একটা কন্ট্ৰাডিকশন আছে। সেই কন্ট্ৰাডিকশনটা হলো 'কোন কৰ্য কাৰ্যকৰূহ সম্পন্ন হইবাৰ পূৰ্বে' এটা একটা পার্ট, আৰ এটাৰ সঙ্গে বলা হৈয়েছে, 'উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণেৰ পূৰ্বে'। তো কৰ্য কাৰ্যকৰূহ সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ এবং কৰ্য কাৰ্যকৰূহ সম্পন্ন হওয়া এই দুটি কিন্তু ভিন্ন বিষয় এবং দুটিৰ মধ্যে বিস্তৃত সময়েৰ পৰিক্ষণ হতে পাৰে। তাই এটা সেলফ কন্ট্ৰাডিকটি। এটা বহাল ৰাখলে আ্যামেনেজমেন্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।
- আৰ 'ন' উপধাৰা যেটা মন্ত্ৰিপৰিষদ বিভাগেৰ বিষয়, এটাৰ শেষে অতিৰিক্ত শৰ্তে ধাৰা শব্দটা বলায় এটা 'ক' থেকে 'ন' পৰ্যন্ত সবচেতুলো উপধাৰাৰ জন্য প্ৰযোজ্য বলে মনে হয়। এটা এক্সকুসিভিলি মন্ত্ৰিপৰিষদ বিভাগেৰ জন্মাই ধাৰা উচিত।
- আৰেকটা বিষয় হলো, মন্ত্ৰিপৰিষদ অথবা কেৱলতো উপদেষ্টা পৰিষদ। যেহেতু আমদেৱ দেশে এখন সংবিধান সংশোধন হয়ে গেছে, উপদেষ্টা পৰিষদ আৰ গঠনেৰ কোনো সুযোগই নেই, কাজেই 'কেৱলত উপদেষ্টা পৰিষদ' এই শব্দচেতুলো বাদ দেওয়াৰ প্ৰয়োজন গৱেছে।
- একটা আইন বাৰবাৰ কৰে সংশোধন কৰা সম্ভৱ হবে না। যদি এটা সংশোধনেৰ প্ৰস্তাৱ দেওৱা হৈ, সে কেতো এই আইনেৰ অন্য ধাৰাচেতুলো প্ৰয়োজনৰ কেতো আমৰা যেসব অসুবিধাৰ সমূহীন হয়েছি বা সেসব জটি-বিচৰ্তা আমৰা লক্ষ কৰেছি, সেসব জটি-বিচৰ্তাৰ সৰকিছু একসঙ্গে আলোচনা কৰতে হবে।
- 'তথ্য অধিকাৰ আইনে হেতোবে বলা হয়েছে কোনো 'জন্য'— এটি আসলে 'গণকৰণ' হবে
- 'পাৰিলিক প্ৰক্ৰিয়ামেন্ট কাৰ্যকৰূহ সম্পন্ন হইবাৰ পূৰ্বে' হবে না, এটি হবে 'মূল্যায়ন পৰ্ব হতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ পৰ্যন্ত' এখনে কিন্তু পুৱেটাকেই বৈধে কৈলা হয়েছে। এটি হবে মূল্যায়ন পৰ্ব পৰ্যন্ত। এটা যেন বাদ দেওয়া না হয়। কিন্তু এটাকে রিফাইন কৰতে হবে, যাতে এটা অ্যাটেল কমপ্লিমেন্টিৰ হিসেবে পাৰাকৰ্তৃত হৈ।
- তদন্ত প্ৰতিবেদন তদন্তেৰ সময়সীমাৰ পৰ প্ৰকাশ কৰা উচিত।
- ব্যক্তিগোপনীয়তাৰ বিষয়টা সুনিৰ্দিষ্ট কৰা।
- কিন্তু কিন্তু জায়গায় অস্পষ্টতা আছে, সেজন্য আইনটাকে আৱো সহজীকৰণ এবং স্পষ্টীকৰণ প্ৰয়োজন, ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ধারণা জরিপের অংশ হিসেবে খুলনা, বটিশাল, রাজশাহী, বংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন এলাকার ছয়টি ফোকাস এলাকা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। একটি এলাকা ১২ জন এবং বাকি ছয়টি এলাকা ১০ জন করে মোট ৬২ জন অংশ নেন। এর মধ্যে ১০ জন নারী এবং ৫২ জন পুরুষ। এগুলো হলো, সাংবাদিক, বেসরকারি প্রতিনিধি, আদিবাসী নেতা, পেশাজীবী, সরকারি কর্মকর্তা ও যুব কর্মী।

ফোকাস এলাকা আলোচনায় ধারা ৭ বিষয়ে তৃল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দ্রু করতে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিটি উপধারা উল্লেখ করে উপধারাটি বহুল ধারা উচিত কি না, এটির সংশোধন প্রয়োজন কি না, সংশোধন প্রয়োজন হলে কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন সে বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা থেকে আইনের ধারা ৭-এর উপধারাগুলো সংশোধনসহ এ বিষয়ে নানা সুপারিশ পাওয়া যায়। আলোচনার পাশাপাশি অসমাহণকারীরা লিখিতভাবে তাদের সুপারিশগুলো তুলে ধরেন।

নিচে ছয়টি ফোকাস এলাকা আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তুলে ধরা হলো :

উপধারা	বহুল ধারা উচিত	বহুল ধারা উচিত নয়	সংশোধন প্রয়োজন	মন্তব্য
ক	৬	০	০	<ul style="list-style-type: none"> • তবে অধিকতর/পরিষ্কার ব্যাখ্যা ধারা প্রয়োজন • নির্মাণ, অবসরণ ও সার্বভৌমত্ব শব্দের বিশ্লেষণ/ব্যাখ্যা ধারা সরকার। স্বতুরা এই অভ্যন্তরে অনেক তথ্য প্রদান বাধাপ্রস্ত হতে পারে
খ	৬	০	০	<ul style="list-style-type: none"> • ব্যাখ্যা ধারা প্রয়োজন, এখানে তথ্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ জনস্বার্থের উপর নির্ভর করবে • অন্য দেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির আংশিক তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে • রাষ্ট্র বা সরকারের এমন কোনো পদক্ষেপ বা চুক্তিতে যাওয়া উচিত না, যা প্রকাশ করা যাবে না • এখানে তথ্য প্রকাশ বা অপ্রকাশ জনস্বার্থের উপর নির্ভর করবে
গ	৫	০	১	<ul style="list-style-type: none"> • ধারাটির পরিষ্কার ব্যাখ্যা ধারা প্রয়োজন। জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তথ্য প্রকাশ করা বা না করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে
ঘ	৬	০	০	
ঙ	৬	০	০	
চ	৬	০	০	<ul style="list-style-type: none"> • তবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা ধারা প্রয়োজন • জনস্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে, পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন
ছ	৫	০	১	<ul style="list-style-type: none"> • তবে ব্যাখ্যা প্রয়োজন • এখানে 'আগাম' শব্দটি ধাকতে হবে • চ ও ছ একত্রিত হতে পারে
জ	৬	০	০	<ul style="list-style-type: none"> • জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে তথ্য প্রকাশ করা বা না করার বিষয়টি নির্ধারিত হবে
ঝ	৬	০	০	<ul style="list-style-type: none"> • পরিষ্কার করা প্রয়োজন। জনস্বার্থ বিষয়টি প্রাথমণ্য পাবে
ঝঃ	৬	০	০	
ঢ	৬	০	০	<ul style="list-style-type: none"> • আদালত অবহাননার বিষয়টি পরিষ্কার নয় • আদালত অবহাননার বিষয়টির ব্যাখ্যা ধারা উচিত
ঠ	৫	০	১	<ul style="list-style-type: none"> • তদন্ত শব্দটির আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন • জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে প্রকাশ করা যেতে পারে

উপধারা	বহুল ধারা উচিত	বহুল ধারা উচিত নয়	সংশোধন প্রয়োজন	মন্তব্য
ড	৬	০	০	
ঢ	৪	২	০	• ধারা (৩)-এর সঙ্গে সাংবর্ধিক
ণ	২	০	৮	• ষ-এর সঙ্গে একত্রিত করে দেওয়া উচিত
ত	২	০	১	<ul style="list-style-type: none"> • প্রকিউরমেন্ট আইন অনুসারে প্রকাশ করতে হবে • এটা নিয়ে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে • পিপিএ-তে টেক্ডার প্রসেস বা তথ্য কীভাবে দেওয়া হবে তা বলা আছে। এ-বিষয়ক তথ্য যত বেশি প্রচারিত হবে তত বেশি ব্যক্তি আসবে • এখানে পরিষ্কার করতে হবে কোন পর্যায়ে কোন কোন তথ্য প্রকাশ করা হবে
থ	০	২	৮	<ul style="list-style-type: none"> • এই ধারাটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা ধারা প্রয়োজন। জাতীয় সংসদের মন্তব্যনি কীভাবে হয় তা স্পষ্ট নয়। বিশেষ অধিকারগুলো কী কী তা বলে দেওয়া উচিত • ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংবর্ধিক • বিশেষ অধিকারগুলি বিষয়টি পরিষ্কার করা উচিত
দ	৫	১	০	• ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংবর্ধিক
ধ	৬	০	০	
ন	০	১	৫	<ul style="list-style-type: none"> • এর ব্যাখ্যা ধারা উচিত • সেশ ও জনগণের স্বার্থে যতটুকু গোপন ব্যাখা উচিত ততটুকু গোপন রেখে বাকিটা প্রকাশের বিধান ধারণে হবে • জনগণের জানার অধিকার আছে। কেননো গোপন বিষয় ধারণে তা আগের উপধারাগুলো নিয়ে cover হয়ে যায় • রাষ্ট্রীয় ক্ষতির আশঙ্ক না ধারণে প্রকাশ করা উচিত অতিরিক্ত শর্ত <ul style="list-style-type: none"> • অতিরিক্ত শর্ত এখানে কোন ধারাটি বোঝানো হচ্ছে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন • এটি তথ্য 'ন' এর জন্য হওয়া উচিত। এখানে ধারা শপটির পরিবর্তে উপধারা বলা উচিত

ফোকাস এবং আসোচনা থেকে ডিপ কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সুপারিশ

অন্ত : ধারা ৭ বিষয়ে তৃল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপ্রযোবহার দূর করতে আগন্তর পরামর্শ কী?

- ধারাটি আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত। উপধারাগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। ধারাটি অনেক জায়গায় সাংবর্ধিক হয়েছে; প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাংবর্ধিক বিষয়গুলো বাদ দেওয়া এবং এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।
- ৭-ধারা বিষয়ে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, বিশেষ করে সরকারি ও এনজিও কর্মকর্তা পর্যায়ে। তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত ধারা ৭ সম্পর্কে সচেতন করা।

- জনসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে মিডিয়া ক্যাম্পেইন, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক করা। রেভিও, টিভিসহ প্রচারমাধ্যমে ধারাগুলো নিয়ে বিজ্ঞাপন, নাটক প্রচার।
- তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের তথ্য না দেওয়ার মানসিকতার পরিবর্তন করা উচিত।
- ভাষার জটিলতা, অস্পষ্টতা দূর করে ধারাটি সহজবোধ্য করা।
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে RTI অনুশীলনে উন্মুক্ত করা।
- ৭-ধারা নিয়ে জনগণের মতামত গ্রহণ করে ধারার কিছু কিছু অংশ/উপধারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
- সরকারের সঙ্গে উল্লেখিত বিষয় নিয়ে আড়তোকেসি করা।
- যেসব উপধারায় পরিষ্কার বোঝা যায় না, সেগুলো সংশোধন করা।
- শব্দের ব্যবহার সুস্পষ্ট হতে হবে। কোনো ক্রপ বিমত অথবা তুল ধারণা হতে পারে, এমন শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সরকারিভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- বিস্তারিত বিশ্লেষণপূর্বক জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে পরিবর্তন ও সংশোধন করা উচিত। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে প্রাথম্য দিয়ে এর সংশোধন ও প্রচার দরকার।
- সকল পর্যায়ের প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, রাজনীতিবিদদের এ-বিষয়ক সম্যক ধারণা নিতে হবে।
- তথ্য অধিকার আইন বিধিমালা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা ও আপিল কর্মকর্তাদের নিয়ে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা উচিত।
- উপধারাগুলো উদাহরণসহ আরো খোলাখুলি বিশ্লেষণ করা উচিত, যাতে ধারাগুলোর প্রতি ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- ধারা ৭-এ পুরোপুরি বাস দেওয়া প্রয়োজন।
- ধারা ৭-এ “ন” উপধারাটি পরিষ্কার নয়। এটি আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। (ত) উপধারাটি বাস দেওয়া উচিত।
- এই আইনের অধীনে, নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- এই আইন ও বিধিমালার সহজীকরণ।
- উপধারা ‘ক’-এর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
- উপধারা ‘খ’-তে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বাদি প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত।
- উপধারা ‘চ’-এর অপ্রয়োগ রোধে এর পরিষ্কার বিশ্লেষণ থাকা উচিত।
- প্রয়োগবিধি সম্পর্কে পরিষ্কার নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।
- কিছু উপধারা সংশোধন করতে হবে। যাকি উপধারাগুলোর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের
সাক্ষাৎকার

বিষয়সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview)

একটি মানবাচক (Qualitative) প্রযোগজ্ঞের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ৫০ জন ব্যক্তিক সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) এহণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের সাক্ষাৎকার এহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।
প্রতিটি উপধারা অনুসারে সাক্ষাৎকার থেকে যেসব সুপারিশ পাওয়া যায় তা নিচে তুলে ধরা হলো :

উপধারা-(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অধৃততা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হৃষি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

আজীব, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের তথ্য, রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য।
- সীমান্তবর্তী জেলায় বর্তার গার্ড বা সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতা, সীমান্তেখা, বর্তার গার্ডের বর্তার নিরাপত্তা পরিকল্পনা, সীমান্ত নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য।
- সেনাবাহিনী, বর্তার গার্ড, পুলিশ বাহিনী কর্তৃক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কসংক্রান্ত সরকারের মীমি। আন্তর্জাতিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক কৌশল ও চুক্তি। পররাষ্ট্রবিষয়ক তথ্যাবলি।
- ক্যান্টনমেন্টের সেনাদের অঙ্গ ও সেনা সক্ষমতার তথ্য।
- সশস্ত্র বাহিনীর তথ্য ও পরিকল্পনা, সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সক্ষমতা, সামরিক স্পর্শকাতর তথ্য, সামরিক গুরুত্ব আছে, এমন তথ্য, প্রতিরক্ষা কৌশল, ক্যান্টনমেন্টে কোথায় অঙ্গ অঙ্গুত থাকে। এক্সপার্টদের মৃত্যুমেন্ট। উদাহরণ : ভারত পাকিস্তানে পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ তাঁদের তথ্য, প্রযুক্তি আবিষ্কার-সংক্রান্ত, মুক্তকালীন কৌশল।
- সেনানিবাস ও অঙ্গাগরের অঙ্গের মজুত, অঙ্গের প্রকার, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা।
- দেশরক্ষাসংক্রান্ত তথ্য।
- জেলা উপজেলায় এমন তথ্য নেই।
- স্পষ্ট নয়।
- সীমান্তে সংঘর্ষ, পাঠার হত্যা, অপহরণ, চোরাচালান, পুশ-ব্যাক-পুশ ইন, সীমান্ত উত্তেজনা।
- বাংলাদেশের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এবং এ ধরনের অন্য সংস্থাগুলো বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রতিবেশী দেশসহ বিদেশি রাষ্ট্র ও সরকারগুলোর কোন ধরনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করছে।
- সামরিক সরঙ্গাম, রাষ্ট্রের গোপন কৌশল, সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তাব্যবস্থা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তের অবতারণা হলে যুক্তের কৌশল।
- কোনো বৃহত্তম শক্তি বা জোটের বিকল্পে বাংলাদেশের নতুন কোনো কৌশল এহণ, জোট গঠন, জাতিসংঘ বা আন্তর্জাতিক আদালতে মামলার কৌশল ইত্যাদি।
- জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে এরকম ঘটে না।

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- আরো পরিষ্কার করতে হবে। কোন তথ্যগুলো এ ধারার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত তা সুস্পষ্ট করা। নিরাপত্তা, অধৃততা, সার্বভৌমত্ব স্পষ্ট করতে হবে।
- বাংলাদেশের জনগণের সব তথ্য জানার অধিকার আছে। নিরাপত্তা, অধৃততা, সার্বভৌমত্ব স্পুর হতে পারে এ রকম তথ্য বাংলাদেশে নেই।
- এ ধরনের ধারাকে যাতে তথ্য না দেওয়ার অভ্যহাত হিসেবে কাজে লাগানো না যায়, তা নিশ্চিত করতে সংশোধনী প্রয়োজন। না হলে বাতিলও করা যেতে পারে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ▶ ডিফেন্সের ক্ষেত্রে বহাল রেখে, পুলিশ, বিজিবিকে ওপেন রাখা।
- ▶ অন্যথা বিবেচনায় প্রকাশ বা অপ্রকাশের সিদ্ধান্ত হবে।
- ▶ বিশ্বেষণ করা উচিত।
- ▶ দেশের ‘অধিগুরু’ ও ‘সার্বভৌমত্ব’ শব্দগুলো অনেক বড় বিষয়। এগুলো সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- ▶ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য যাকে বলা হচ্ছে তা কতটুকু জনগণের সামনে প্রকাশ করলে অন্য কোনো দেশ এ দেশের ওপর হামলা চালাতে পারে—এমন তথ্য, তখুন এটুকু থাকলেই হয়।

মন্তব্য :

- ▶ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই ধারার অধীন কোনটা দেওয়া যাবে আর কোনটা দেওয়া যাবে না তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- ▶ উপধারাটি না থাকলে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হ্যাকি হবে। শর্কর কাছে তথ্য চলে যাবে।
- ▶ তবে তথ্য সুনির্দিষ্ট করতে ব্যাখ্যা দরকার।

উপধারা-(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংহ্রা বা কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইকল তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনগুলো :

- ▶ জেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক থাকবে সে সংজ্ঞান্ত বিষয়, রাষ্ট্রীয় চূক্তি।
- ▶ প্রত্যেক দেশের পররাষ্ট্রনীতি থাকে। কিছু নীতি প্রকাশ করা যায় কিছু প্রকাশ করা যাবে না। পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর নীতি।
- ▶ কভিশনাল তথ্য, পরা সেকুর চূক্তি (বিশ্বব্যাংক), ভারতের সঙ্গে তিঙ্গা চূক্তি।
- ▶ কোনো দেশের সঙ্গে সশস্ত্র চূক্তি। অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কবিষয়ক তথ্য।
- ▶ নিরপত্তাবিষয়ক, সামরিক নিরাপত্তা চূক্তি।
- ▶ আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল। চূক্তির মধ্যের কোনো স্পর্শকাতর বিষয়।
- ▶ বিদেশি গোয়েন্দা স্তৰ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিদেশে স্পর্শকাতর প্রশিক্ষণের তথ্য।
- ▶ তিঙ্গা বাধ বা ছিটমহল নিয়ে সরকারের কৌশল।
- ▶ জানা নেই।
- ▶ পরিকার নয়।
- ▶ জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন বা বন্দি বিনিয়য় চূক্তি বা নাইকো বা অনুকূপ সংস্থার সঙ্গে কোনো চূক্তি।
- ▶ অন্য দেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত গোপন তথ্য। সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়, এমন তথ্য প্রচার করা, রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থে অপ্রচার চালানো।
- ▶ জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের বিষয় থাকতে পারে। তবে জেলা পর্যায়ে এই ধারার অধীন কোনো তথ্য নেই বলেই মনে হয়।
- ▶ কোনো দেশের সঙ্গে করা গোপন চূক্তি-সম্পর্কিত তথ্য ও কোনো দেশের নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট গোপন তথ্য।
- ▶ বাংলাদেশের স্বার্থসংরক্ষণ Strategy, যা আগেভাগে প্রকাশ হয়ে গেলে বাংলাদেশের স্বার্থহানি ঘটিবে এমন তথ্য।
- ▶ আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের গোপন জোট কার পক্ষে গেছে।

উপধারাটি ধাকা উচিত নয় কেন :

- গবেষণাসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ হওয়া উচিত।
- দেশ বা জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হলে প্রকাশ হবে না। কিন্তু দেশ-জনগণের স্বার্থে প্রয়োজন হলে প্রকাশ করতে হবে।
- জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তথ্য গোপন করা যাবে না।
- এখানে তথ্যের প্রবেশগম্যতা রাখা উচিত।
- রাষ্ট্রের তেল, গ্যাস বা জলসীমানা কোন চুক্তির অধীনে ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে বা রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কেনাকাটার ক্ষেত্রে চুক্তি করছে তা কর প্রদানকারী যে-কোনো নাগরিকের এতটুকু জালার অধিকার ধাকতে হবে।
- একটি দেশ অন্য কোনো দেশ বা সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তার জনগণের জন্য। তাই এখানে গোপনীয়তা শব্দটিই ধাকা কৃমতলব।
- জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন : পরিবেশ বা মানবাধিকার বিষয়ে সম্পাদিত জাতীয় চুক্তিগুলোর তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- আইনে সুন্পটি করে বলতে হবে, পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয়গুলো বিদেশি রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা বা কোনো জোট বা সংগঠনের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্ক সুন্প করতে পারে। তা না হলে এ অস্পট ধারার অপব্যবহারে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার সুন্প হতে পারে।
- যেন অপব্যবহার না হয়। এই উপধারার অধীন যেসব তথ্য প্রকাশ পেলে জনস্বার্থের ক্ষতি হবে তা গোপন রেখে বাকিটুকু প্রচার করা উচিত।
- আধিক বহাল ধাকতে পারে।
- সংস্থা বা সংগঠনের তথ্য দেওয়া উচিত।
- তথ্য সুনির্দিষ্ট করতে হবে/ব্যাখ্যা দিতে হবে।
- তথ্য প্রকাশ না পেলে জনগণের বা দেশের ক্ষতি হবে তা প্রকাশ পাওয়া উচিত তাতে অন্যরা অসন্তুষ্ট হোক না হোক।
- সংশোধন করা প্রয়োজন। কারণ ‘বিদেশী রাষ্ট্র’ ও ‘আন্তর্জাতিক সংস্থা’—এই দুটির বিষয়ে বিশদ বর্ণনা ধাকা ভালো। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের উন্নয়নসংযোগী অনেক সংস্থার মতো জাতিসংঘও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। কিন্তু অন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে জাতিসংঘকে এক করে কেশা যাবে না। এ ক্ষেত্রে কাজের ধরন অনুযায়ী সংস্থাগুলোকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

উপধারা-(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হাইকোর্ট প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- অন্য দেশ থেকে পাওয়া গোরোব্দা তথ্য। ইন্টারপোল থেকে আসা আন্তর্জাতিক অপরাধীদের তথ্য।
- ভূতীয় কোনো দেশের গোপন কর্মকাণ্ডসমূহের সামরিক পরিকল্পনা। আমেরিকা যদি কোনো তথ্য দেয় যে অন্য দেশ বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে, এমন তথ্য।
- সম্মানসূচনার তথ্য বা আন্তর্জাতিক বাধিজ্ঞাক তথ্য। আন্তর্জাতিক সংঘটিত অপরাধসমূহ, চোরাচালানসমূহ তথ্য।
- দেশের আইনশৃঙ্খলা বা নিরাপত্তাসংক্রান্ত গোরোব্দা তথ্য, রাষ্ট্র অভ্যন্তরে কোনো গোপন সম্মান কর্মকাণ্ড-সংক্রান্ত তথ্য।
- আন্তর্জাতিক তথ্য, গোরোব্দা তথ্য যেমন, ১০ ট্রাক অঙ্গের চোরাচালান-সংক্রান্ত ঘটনাটি।
- জাতীয় স্বার্থসংক্রান্ত, অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বাচক পরিস্থিতি-সংক্রান্ত।
- বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোনো গোরোব্দা তথ্যরাতা বা নাশকভাব তথ্য।
- জেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে এক্ষেপ তথ্য নেই, জাতীয় পর্যায়ে আছে।

- » জানা নেই।
- » এই ধারার অধীন গোপনীয় তথ্য কোনভলো তা সুষ্টি নয়।
- » দেশের বিকল্পে কোনো ঘড়িয়ান্ত্র, জটি হামলা, রাষ্ট্রপ্রধানদের হত্যার পরিকল্পনা।
- » দুই সরকারের মধ্যে স্থূল লেনদেন এবং নিজেদের আখের গোছানো।
- » বিদেশি সম্ভাসী যদি কোনো দেশে লুকিয়ে থাকে, তাহলে এটি গোপন রাখা যেতে পারে। আবার অন্য ভাষায় এটি প্রকাশ করা যেতে পারে; কারণ তাতে করে জনগণ সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে তাকে ধরিয়ে দেওয়ার ফেরে।
- » কোনো বন্ধুরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের অথবা বাংলাদেশের কোনো প্রত্যুপূর্ণ ব্যক্তির বিকল্পে ছানীয়, আঞ্চলিক ঘড়িয়ের গোয়েন্দা প্রতিবেদন।
- » বিশেষ কোনো জোটে পেলে বাংলাদেশের সাত বা ক্ষতি হতে পারে, কোনো বন্ধুরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এমন কোনো তথ্য।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- » বিদ্যুটি প্রশংসিত হওয়ার পর প্রকাশ করতে হবে।
- » গোপন থাকলে রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য যদি মঙ্গলজনক হয়, তাহলে প্রকাশ করা যাবে না। আবার প্রকাশ করলে যদি মঙ্গল হয়, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।
- » দেশের স্বার্থ ও জনস্বার্থ বিবেচনায় ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ বা গোপন করতে হবে। বিবেচনা হবে, গোপন রাখলে জনস্বার্থ রক্ষা হবে না প্রকাশ করলে রক্ষা হবে।
- » প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত গোপন থাকতে পারে, এরপর প্রকাশ করতে হবে।
- » জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ, অথকাশ নির্ধারণ করতে হবে।
- » অন্য কোনো দেশের সরকার কার জন্য তথ্য দেবে? অবশ্যই জনগণের জন্য, কারণ সরকার তো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে।

মন্তব্য :

- » “বিদেশী সরকারের নিকট হাইকে থাক” কাদের তথ্য অর্থাৎ ‘ব্যক্তি না প্রতিষ্ঠানের’ গোপনীয় তথ্য তা সুস্পষ্ট সংযোজন করা প্রয়োজন এবং ঐ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ‘কী ধরনের তথ্য’ প্রকাশযোগ্য নয় তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- » একুশ তথ্য প্রকাশ না হলে দেশের ক্ষতি হতে পারে।
- » প্রকাশ অপ্রকাশ নির্ভর করবে দেশের স্বার্থের ওপর। যে তথ্য প্রকাশ পেলে জনস্বার্থ বিস্তৃত হবে না বরং জনস্বার্থের জন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন সেসব তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং যে তথ্য প্রকাশ পেলে দেশ জনগণের স্বার্থ বিস্তৃত হবে তা গোপন থাকবে।
- » গোপনীয় তথ্য কোনভলো তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং কত দিন পর্যন্ত তা গোপনীয় থাকবে তাও উল্লেখ করতে হবে। গোপনীয় শব্দটির ব্যাখ্যা এবং এর আওতা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- » এই ধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে। বিদেশি রাষ্ট্র কিংবা সরকারের কাছ থেকে অনেক তথ্যই আসতে পারে। যেগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের নিরাপত্তা ও অবগতা সম্পর্কিত এবং খুবই স্পর্শকাতর। যেগুলো প্রকাশ করা থেকে তারা বাংলাদেশ সরকারকেও অনুরোধ করবে। সত্য দেশ হিসেবে সেই অনুরোধ রক্ষা করাটা জরুরি। তাই বিদেশি সরকারের নিকট থেকে থাক কোনো গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করা উচিত হবে না বলেই মনে করি।

উপধারা-(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বৃক্ষিক্রিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বৃক্ষিক্রিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও ছানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- » বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে মৌলিক পাতুলিপি, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের তথ্য, পণ্য বা যন্ত্র আবিষ্কারের ফর্মুলা বা সূত্র।
- » পাটের জন্মরহস্য, পণ্য উৎপাদন কৌশল।
- » গবেষণালক্ষ কোনো তথ্য।

- নিজস্ব যেধায় তৈরি তথ্য, কোনো সূচি বা আবিষ্কার।
- জেলা বা স্থানীয় পর্যায়ে এমন তথ্য দেই, জাতীয় পর্যায়ে আছে।
- চলমান গবেষণার আংশিক তথ্য।
- বাজারজাত করার উপযোগী কোনো সামৰী তৈরির উপাদানসংক্রান্ত তথ্য ও প্রকাশ হওয়ার আগে যে-কোনো বিষয়ের পার্শ্বলিপির বিষয়ে তথ্য।
- কোনো নিজ প্রচেষ্টায় কোনো আবিষ্কার বা উদ্ঘাবন, ব্যবসায়িক পক্ষতি অথবা গোপন কোনো পাসওয়ার্ড।
- পেটেন্ট হওয়ার আগে যে-কোনো আবিষ্কার।
- যে-কোনো ব্যবসায়িক Strategy।
- যে-কোনো Product-এর Formula ইত্যাদি।

উপধারাটি ধাকা উচিত নয় কেন :

- অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাসে সকল যেধার তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত। মানবকল্পাগে ব্যবহার হতে হবে।
- এটার সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে।
- জাতীয় স্বার্থ হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে প্রকাশ বা অপ্রকাশের সিদ্ধান্ত হবে।

মন্তব্য :

- একটি রাষ্ট্রের মধ্যে চলমান সকল ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের কাছে তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ। জনগণের ব্যবসা জনগণের সঙ্গে। তাই কোন ব্যবসা জনগণের ক্ষতির কারণ আর কোন ব্যবসা জনগণের জন্য মঙ্গলজনক তা বোনার জন্য এবং সমাজের অসমতা দূর করার জন্য এই ধারাটির সংশোধন প্রয়োজন।
- এই উপধারার সঙ্গে 'প' উপধারা একত্বে করে একটি উপধারা করা যেতে পারে।
- সকল পর্যায়ে এ ধরনের তথ্য আছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আছে।
- ধারাটি পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

উপধারা-(ভ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা :

- (অ) আয়কর, কক্ষ, ভ্যাট ও আবণাকী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;
- (আ) সন্দৰ বিনিয়ন ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;
- (ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনসঙ্গে :

- জাতীয় পর্যায়ের তথ্য।
- কোনটার দায় বাঢ়বে তা আললে আগাম যজ্ঞত করে রাখবে, সংক্ষে সূচি হবে।
- উপধারাতেই সুনির্দিষ্ট বলা আছে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য'—এই ধারাটি স্পষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে কোন ধরনের আগাম তথ্য দেওয়া হবে না।
- 'ই' বাদ দিতে হবে। 'অ' এবং 'আ' বহাল থাকবে।

মন্তব্য :

- তথ্য পেলে আগেই দায় বেড়ে যাবে, শেয়ার মার্কেটে প্রভাব ফেলবে।
- সুদের হার পরিবর্তনের তথ্য আগাম জানা উচিত। অন্যগুলো বহাল থাকতে পারে।

উপধারা-(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের অযোগ বাধায়ক হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- মাদক ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা, মাদক বিত্তিন স্থান ।
- নিরাপত্তসংজ্ঞান বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানের তথ্য, গোয়েন্দা তথ্য, মোবাইল কোর্ট বা ট্রাকফোর্সের অভিযানের আগাম তথ্য ।
- জেলখালির কয়েনিদের পরিবহণসংজ্ঞান তথ্য ।
- আসামির অবস্থানসংজ্ঞান তথ্য, অপরাধ সংষ্টটনসংজ্ঞান গোয়েন্দা তথ্য, কাউকে প্রেক্ষিতারের বা সন্ত্রাসী প্রেক্ষিতারের আগাম তথ্য । অপরাধী প্রেক্ষিতারের পর তার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ।
- তদন্তাধীন কোনো মামলার আগাম তথ্য, কোনো বড় অপরাধ হলে সাজার আগাম তথ্য, কোর্টের তথ্য, অপরাধীর তালিকা । ভোট চলার সময় পুলিশ বিভিন্নারের মুভেমেন্ট সংখ্যা, ভোট সেন্টারে কতজন পুলিশ বা অন্য ফোর্স থাকবে এ রকম তথ্য ।
- স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে পরিবর্তনশীল ।
- কোনো অভিকর ব্যক্তির তথ্য ।
- জানা নেই ।
- অস্পষ্ট ও অনিদিষ্ট ।
- এই ধারার মাধ্যমে মূলত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকাণ্ড ও তৎপরতাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় । এটা জাতীয়, জেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে সমজাবে প্রয়োগ করা হয় ।
- রায় বোষণার আগে রায়ের বিস্তা ও মামলার ডকেটে থাকা তথ্য-উপাস্তসংজ্ঞান তথ্য ।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত কোনো গোপন তালিকা, অভিযানের তারিখ সময়, কোনো তদন্তাধীন রিপোর্ট বা তদন্তাধীন কোনো গোপন কু ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ।
- জনস্বাস্থবিবোধী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার গোয়েন্দা তথ্য ।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- আইনের অপপ্রয়োগ রোধ, গুরু খুন, অপহরণ চেকাতে জবাবদিহির জন্য প্রাথমিক তথ্য প্রদানে বাধ্য করা ।
- এই ধারাটি বহাল থাকা উচিত নয় । কারণ এর মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের স্বার্থে অনেক তথ্য গোপন করে । এর ফলে জনগণ সব সময় প্রকৃত তথ্য জ্ঞানতে পারে না ।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'চ'-'ছ'-এর ১ম অংশ'-'বা'-'এ' ও 'ড' উপধারাভলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে ।
- কোন ধরনের তথ্য প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধায়ক হতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পেতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে আইনে উল্লেখ করতে হবে । তা না হলে এই ধারা অপ্রযোবহারের সুযোগ থেকে যাবে ।

মন্তব্য :

- আগাম তথ্য পেলে অপরাধীরা ধরাছোয়ার বাইরে চলে যাবে ।

উপধারা-(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিপ্লিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- অপরাধীর নাম-ঠিকানা প্রকাশ হলে জনগণ বিস্তুক হয়ে পিচিয়ে মেরে ফেলতে পারে ।
- বিচারাধীন বিষয় বা বিচারের রায়ের আগাম তথ্য, তদন্ত রিপোর্ট, চার্জশিট ।

- অপরাধের প্রামাণ্য দলিল।
- বিশেষ মানুষের ক্ষেত্রে চলাচলের ফল। উদাহরণ : (যয়মনসিংহে কয়েলি পরিবহনের সময় জঙ্গি কয়েলি ছিনতাই)
- নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য। সামৃদ্ধিসংক্রান্ত তথ্য।
- নিরাপত্তাবাহিনীর নিরাপত্তা পরিকল্পনা।
- সাম্প্রদায়িক স্পর্শকাতর বিষয় যা প্রকাশ পেলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা তৈরি হতে পারে, এমন তথ্য।
- ধারাটি অস্পষ্ট ও অনিদিষ্ট।
- জবানবন্দির তথ্য।
- আমার জানা মতে, এমন কোনো তথ্য নেই যেগুলো প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিস্থিত কিংবা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কাজ ব্যাহত হবে।
- আইনশৈক্ষণ্য বক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান সম্পর্কে আগাম তথ্য, সম্ভাব্য সম্ভাসী হামলার পরিকল্পনার আগাম তথ্য—যা প্রকাশের ফলে জনমনে অহেতুক ভীতির সম্ভাবনা।
- বিচারাধীন মামলার আসামিদের জবানবন্দি ও তদন্তকালে পাওয়া গোপন তথ্যসহ ত্রৈফতার না হওয়া আসামিদের বিষয়ে তথ্য।
- কোন তদন্তাধীন রিপোর্ট বা তদন্তাধীন কোনো গোপন কু। কোনো তথ্য সরবরাহকারী সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করার ফলে সোর্সের নিরাপত্তা বিস্থিত হতে পারে।
- রাষ্ট্রপক্ষের কৌসূলির Strategy।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- কারুণ গুচ্ছিত আইনে অনেক বিষয় সুনির্দিষ্ট করা আছে। তাই 'জনগণের নিরাপত্তা বিস্থিত' কিংবা 'বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত'—এ ধরনের শব্দ জুড়ে দিয়ে জনগণকে তথ্য জানার অধিকার থেকে বাধিত রাখার কোনো মানে হয় না।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'চ' ও 'ছ' একত্রিত হতে পারে।
- 'ছ' এর ২য় অংশ 'চ'-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
- কোন কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিস্থিত হতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে আইনে উল্লেখ থাকলে অপব্যবহারের সুযোগ কর থাকে।
- তবে জনস্বার্থে প্রকাশ পাবে। জনস্বার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।
- বিচারাধীন মামলার যাবতীয় তথ্যসহ আসামিদের জবানবন্দি ও আসামিদের বিষয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

উপধারা-(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষেত্র হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

আজীব, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- এসিআর, ব্যক্তিগত ফাইল, বিভিন্ন পাসওয়ার্ড, একান্ত নিজস্ব তথ্য।
- পারিবারিক তথ্য, সামাজিক অবস্থানের তথ্য।
- এইচআইভি পজিটিভদের তালিকা, এইভস রোগীর তথ্য।
- বিসিএস বা চাকরি পরীক্ষার নিজের বা অন্যের খাতা।
- কানো বিবাহসংজ্ঞ, ব্যাংক ব্যালেন্সসংজ্ঞ।
- কোনো সম্ভাসীর বিক্রয়ে সাম্প্রদানকৃত ব্যক্তির পরিচয়।
- ডাঙুরের কাছে রোগীর, উকিলের কাছে মক্কেলের তথ্য, কোনো ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব ট্যাক্স ফাইল।
- আয়-ব্যয়ের হিসাব, অর্থের গোপন তথ্য।
- ধারাটি অস্পষ্ট ও অনিদিষ্ট।

- » কোন ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার টেলিফোন আলাপ প্রকাশ করা হলে তার গোপনীয়তা ক্ষণ্ঠ হয় এবং এতে তিনি বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন।
- » ব্যাকের হিসাবসংক্রান্ত তথ্যসহ জমি ও সম্পদের মালিকানাসংক্রান্ত তথ্য।
- » Personal privacy ক্ষণ্ঠ হতে পারে এমন সকল তথ্য।

ধারাটি ধাকা উচিত নয় কেন :

- » ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করতে হবে।
- » জনস্বার্থের প্রয়োজনে প্রকাশ করতে হবে।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- » ক্ষেত্রবিশেষে জনস্বার্থ বিবেচনায় প্রকাশ পেতে পারে।
- » দেশ ও জনগণের স্বার্থে কখনো কখনো ব্যক্তিগত তথ্যও প্রকাশ হতে পারে।
- » 'জ' ও 'ব' একত্রিত হতে পারে।
- » উপধারা 'জ' ও 'ব' একত্রিত করে একটি উপধারা করা যেতে পারে।
- » কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তার সীমা সুনির্দিষ্ট করা হলে আইনের অস্পষ্টতা দূর হয় এবং অপব্যবহারের সুযোগ করে।
- » উপধারাটিতে 'ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ্ঠ'র সঙ্গে 'ও তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে' শব্দগুলোর সংযোজন ও তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- » সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দরকার।
- » উপধারাটি অবশ্যই ধাকা উচিত।
- » তবে ব্যক্তিত্ব যদি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হয় বা জাতীয় স্বার্থের জন্য ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে প্রকাশ করতে হবে।

উপধারা-(৩) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপন্নাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- » প্রত্যক্ষ সাক্ষীর তথ্য, সোর্সের পরিচয়।
- » ভিআইপি, ভিভিআইপির চলাচলসংক্রান্ত তথ্য।
- » এইচআইভি আক্রমনের তালিকা।
- » খাতার পরীক্ষকদের নাম।
- » 'জ' ও 'ব' একত্রে হতে পারে।
- » তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে।
- » আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তথ্য সরবরাহকারী সোর্সের পরিচয়।
- » ভিন্ন ধর্মতে বিয়ে, সমকামিতাসংক্রান্ত তথ্য।
- » কখন এবং কত টাকা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করবেন, মজুতকৃত স্বর্ণলংকার কোথায় মজুত আছে, এমন তথ্য।
- » অস্পষ্ট ও অনিনিট।
- » (জ) ধারাটির অনুরূপ।
- » অঞ্জের লাইসেন্স-সংক্রান্ত তথ্য।
- » গোপনে আইনের আশ্রয় প্রার্থনাকারী-সম্পর্কিত তথ্য।
- » দূরীতি, সঞ্চাস যৌলবানী কর্মকাণ্ডবিহুলক গোপন তথ্য প্রদানকারী-সম্পর্কিত তথ্য।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ‘ছ’-এর ১ম অংশ ও ‘ব’ মিলে একটি ।
- ‘জ’ ও ‘ব’ একত্রিত হতে পারে ।
- ‘ছ’-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে ।
- ‘চ’, ‘ছ’ ও ‘ব’ একত্রিত হয়ে একটি উপধারা ।
- ‘ব’ ও ‘জ’-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে ।
- ‘চ’-‘ছ’- এর প্রথম অংশ, ‘ব’-‘ঝ’ ও ‘ড’ উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে ।
- কোন কোন তথ্য বা কোন ধরনের তথ্য ব্যক্তির জীবন বা শরীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন করতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন ।
- অন্তের লাইসেন্স-সংজ্ঞান্ত তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা ।

উপধারা-(এ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- অপরাধ ও অপরাধীসংজ্ঞান্ত তথ্য, মাদক, চোরাচালান, অপরাধসংজ্ঞান্ত তথ্য ।
- অপরাধীসংজ্ঞান্ত সোর্সের তথ্য, সোর্সের পরিচয়, ইনফরমারের তথ্য ।
- অপরাধ সংগঠন এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য ।
- পুলিশের সোর্স, পুলিশের কাছে অপরাধের তথ্য ; অপরাধ ও অবৈধ কাজের তথ্য প্রদানকারীর কোন তথ্য প্রকাশ করলে তার জীবনের প্রতি ভুমকি আসতে পারে ।
- কেবল ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে তথ্য দিয়েছে তার পরিচয় প্রকাশ না করা বা এ বিষয়ে তথ্য না দেওয়া ঠিক আছে ।
- এটাও জাতীয়, জেলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । কেউ বিপদে পড়তে পারেন, এমন কোনো তথ্য কখনোই প্রকাশ করা উচিত নয় । তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে ও শর্ত সাপেক্ষে কোনো কোনো তথ্য হয়তো প্রকাশ করা যেতে পারে ।
- সঞ্চারী ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিকল্পে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে দেওয়া গোপন তথ্য ও তথ্যসাত্ত্ব পরিচয় । যেমন কোনো চোরাকারবারি বা মাদকব্যবসায়ী সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারী সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ । কোনো আসামির গোপন অবস্থান-সম্পর্কিত তথ্য প্রদানকারী সোর্সের নাম-ঠিকানা প্রকাশ ।
- দুর্নীতি, সঞ্চাস মৌলবাদী কর্মকাণ্ডবিহুক গোপন তথ্য প্রদানকারী-সম্পর্কিত তথ্য ।

উপধারাটি থাকা উচিত নয় কেন :

- অন্যথার্থে প্রয়োজন হলে প্রকাশিত হবে ।
- প্রকাশের বিষয়ে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে ।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- অন্য ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে । ('চ' ও 'ব'-এর সঙ্গে)
- ‘ব’-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ধারা হতে পারে ।
- ‘চ’-‘ছ’- এর প্রথম অংশ, ‘ব’-‘ঝ’ ও ‘ড’ উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা যেতে পারে ।
- নিরাপত্তাজনিত গোপনীয়তার বিষয়টি আইনে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন ।
- সংশোধন প্রয়োজন । কারণ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা উচিত ।

উপধারা-(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা একাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- ডিকটিম এবং জবানবন্দি, ২২ ও ১৬৪ ধারার অধীন স্বীকারোভিভুলক জবানবন্দি।
- বিচার বা সাজাসঘোষ আগাম তথ্য।
- চলমান ক্রিমিনাল মামলার তথ্য। রাজসাক্ষী অপরাধীর পরিচয়। আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা।
- সুকাপরাধীদের মামলার বিষয়, যে তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে তা।
- আদালত কর্তৃক নির্ধারিত। বিচারের প্রতিলিনের প্রসিডিংস, সাক্ষী প্রদত্ত তথ্য।
- ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রকাশ না হলে যদি রাষ্ট্র বা জনগণের ক্ষতি হয়, তাহলে প্রকাশ হতে হবে।
- বোর্ডা যায় না।
- বিচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন, বিচারকের দক্ষতা নিয়ে গুশ্ব, বিচারের আগাম আনুমানিক রায় সম্পর্কে মন্তব্য, স্বজনপ্রীতি বিষয়ে মন্তব্য।
- এমন নিষেধাজ্ঞা সাধারণত উচ্চ আদালত থেকেই আসে। কাজেই এটি জাতীয় পর্যায়ে প্রযোজ্য।
- সম্ভাব্য রায় সম্পর্কে আগাম তথ্য

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- সব তথ্যের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ধারা উচিত নয় বলেই মনে করি। কাজেই এই ধারায় সংশোধন আনা প্রযোজ্য।

কী ধরনের সংশোধন প্রযোজ্য :

- সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দরকার।
- 'চ' এবং 'ছ'-এর ২য় অংশ 'জ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ', 'ছ'-এর ২য় অংশ এবং 'ট' একত্রিত হতে পারে।
- 'ট' ও 'ছ' একত্রিত হয়ে একটি উপধারা।
- জনপ্রার্থ বিবেচনায় নির্ধারিত হবে, এটি প্রকাশ পাবে কি পাবে না।
- পরিকার করতে হবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রকাশ করতে হবে।
- আদালত অবমাননার বিষয়টি পরিকার করতে হবে।
- আদালত অবমাননার একটি মাপকাটি নির্ধারণ করতে হবে।
- 'ছ' উপধারা শেষ অংশ এই উপধারার সঙ্গে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

মন্তব্য :

- নাহলে অন্য অপরাধী সতর্ক হয়ে যাবে—পালিয়ে যাবে
- যে জবানবন্দি দেবে তার ও তার পরিবারের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে।

উপধারা-(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিস্তু ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভলো :

- ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি।
- তদন্তে পলাতক আসামির অবস্থান। আসামির নাম।

- তদন্ত চলছে এমন বিষয়ক যে-কোনো তথ্য।
- তদন্ত কর্মকর্তা বা নথের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পূর্বেই তদন্তের ফলাফল ঘোষণা করা।
- সুনির্দিষ্ট হলে ভালো হয়।
- জাতীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের ধারা সব ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগ হয়। ২০০৪ সালে বঙ্গভায় ট্রাক ভর্তি গোলাবারুন্দ উভারের সময় জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে প্রথম দিকে তথ্য দেওয়া হচ্ছিল না, বিষয়টি তদন্তাধীন বলে। কিন্তু পরে পুলিশ সে অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।
- অপরাধীর সন্তুষ্য অবস্থান ও গতিবিদিসংক্রান্ত তথ্য।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- বহাল থাকবে, তবে জনস্বার্থ বিবেচনায় তদন্তকালীন সময়েও তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।
- তদন্ত শৰ্কটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন, তদন্তকাজে বিপ্র বলতে কী বোঝায় তা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।
- 'চ', 'ছ' ও 'ঠ' একত্রিত হতে পারে।
- সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন কোন ধরনের তথ্য তদন্ত কাজে বিপ্র ঘটাতে পারে।

মন্তব্য :

- আইনের সঠিক প্রতিকারের অন্য সুনির্দিষ্ট করা নরকার।
- জবাবদিতে যে অন্য আসামীদের নাম আসবে তারা পালিয়ে থাবে।
- বিধি ধারা বিশ্লেষণ দরকার। তদন্তকাজে বিষ্ণু হবে তা কীভাবে নির্ধারিত হবে?
- কী তদন্ত তা পরিকার করতে হবে।

উপধারা-(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর ছেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এইরূপ তথ্য;

জাতীয়, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে এই ধারা অধীন তথ্য কোনভাবে :

- পুলিশের অভিযানের তথ্য। মোস্ট ওয়ান্টেড আসামির অবস্থান বা ছেফতার অভিযানসংক্রান্ত তথ্য।
- কোনো অপরাধীকে ছেফতার-অভিযানের আগাম তথ্য। আসামির অবস্থান। জিজ্ঞাসাবাদে আসামি প্রদত্ত তথ্য, তদন্তের অগ্রগতি, তদন্তের সীমাবদ্ধতা।
- অপরাধীর অবস্থান ও আইনগ্রহণকারী সংস্থার আগাম তৎপরতা।
- কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর ছেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে, এইরূপ তথ্য;

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ঠ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ', 'ছ' ও 'ঠ' একত্রে একটি ধারা।
- 'ঠ'-এর সঙ্গে এই উপধারাটিকে একত্রিত করে তদন্তের প্রকারকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে।
- 'ঠ', 'ঠ' ও 'ড' মিলে একটি উপধারা।
- 'ঠ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- ছ এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'চ'-'ছ'-এর প্রথম অক্ষ-'ক'-'ঝ' ও 'ঠ' উপধারাগুলো একত্রিত করে একটি উপধারা গঠন করা হেতে পারে।
- কিন্তু শব্দগত পরিবর্তন দরকার।
- কোন ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর ছেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।
- জনস্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে প্রকাশ করতে হবে।

মন্তব্য :

- প্রকাশ পেলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হতে পারে।

উপধারা-(চ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রাখিয়াছে এইরূপ তথ্য:

আজীব, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- সরকারি হ্যান্ডঅটেট নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশ না করার জন্য বলা হয়। পিআইবি কর্তৃক সরবরাহ করা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, বার্জেট-বৃক্ষ ইত্যাদি নির্ধারিত সময়ের আগে প্রকাশ না করার জন্য বলা হয়।
- চার্জশিট, তদন্ত প্রতিবেদন, বিজ্ঞারের রায়।
- পরীক্ষার ফল।
- বোকা যায় না।
- কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন।
- অস্পষ্ট ও অনিদিষ্ট।
- এ ধরনের কোনো তথ্য ধাকতে পারে না।
- কোনো বিষয়ে তদন্ত চলাকালীন সংস্পষ্ট কর্মকর্তার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে ওই তদন্তসংস্পষ্ট তথ্য।

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
- এ ধরনের তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত।
- পরিকার করতে হবে।
- আমাদের দেশের সংবিধান বা আন্তর্জাতিক নিয়মে বাধানিষেধগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নেই।
- উপধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার।
- তথ্য আদান-প্রদান একটি চলমান প্রক্রিয়া। এটি কখনোই একটি নির্দিষ্ট সময়ে হতে পারে না।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- "ব"-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- অন্য ধারার সঙ্গে একত্রিত।
- এই তথ্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলে জনস্বার্থ বিপ্লিত হবে তবু সেই ক্ষেত্রে প্রকাশ করা উচিত নয়। অন্য ক্ষেত্রে প্রকাশ করা উচিত।
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা বলতে কী বোকানো হয়েছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সংযোজন করা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- দেশের স্বার্থ বিবেচনায় কিন্তু তথ্য প্রকাশ ও কিন্তু তথ্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোপন ধাকতে পারে।
- প্রকাশ পেতে হবে। তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে (ধারা-৩) সাংঘর্ষিক।

উপধারা-(গ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাস্তুীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণাক কোন তথ্য;

আজীব, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- আবিষ্কৃত ফর্মুলা।
- বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন।

- অস্পষ্ট ও অনিদিষ্ট।
- অনেক কারিগর, হারা আবিকারক রয়েছেন। তাদের উদ্ধৃতি কোনো কিছু আগেভাবে প্রকাশ করলে তাদের স্ফুরণ হয়।
- সামরিক সরঙ্গাম উৎপাদনসংক্রান্ত তথ্যসহ পরমাণু গবেষণা-সংক্রান্ত তথ্য

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'ঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- শব্দগত পরিবর্তন সাপেক্ষে 'ঘ' ও 'ঽ' একত্রিত হতে পারে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার। কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণগুলো স্পষ্ট হওয়া দরকার।

অন্তর্ভুক্ত :

- সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

উপধারা-(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিকান্ড অহসের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;

আলীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- প্রকৌশলীর এস্টিমেট।
- অফিসিয়াল কেনাকাটাসংক্রান্ত তথ্য।
- জেলা ও স্থানীয় পর্যায়েও প্রযোজ্য।
- আরো স্পষ্ট করতে হবে।
- সরকারি সব দণ্ডের কেনাকাটাসংক্রান্ত তথ্যগুলোর ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগের চেষ্টা হয়।
- সামরিক সরঙ্গাম ও খাদ্যস্বর্য ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য
- যেমন টেক্নার সম্পন্ন হওয়ার আগেই সর্বনিম্ন দর ও দরদাতার নাম ইত্যাদি।
- টেক্নার সর্বনিম্ন দরদাতার বিবরণী, কার টেক্নার গ্রহণ করা হবে, কেন করা হবে ইত্যাদি।

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- পিপিএ এবং পিপিআর অনুযায়ী তথ্য অবযুক্ত হবে।
- সাধারণ তথ্য প্রকাশ পেতে হবে প্রযোজন বিবেচনায়। কিছু তথ্য গোপন থাকতে পারে।
- প্রকাশ হওয়া উচিত।
- সঠিক নির্যামে তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট সময়ে এই তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- জনগণের টাকায় ক্রয় কার্যক্রম হলে তার তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- সরকারের ক্রয় কার্যক্রম পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ট ও ক্লিস অনুযায়ী পরিচালিত হয় বিধায় ওই আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার বহাল রাখা উচিত নয়।
- দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে।
- এই ধারা বহাল থাকলে সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত থাকবে না। জনগণকে জানানোর পার্শ্বে সব ধরনের কেনাকাটার তথ্য প্রকাশ হওয়া উচিত।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ধাপে ধাপে তথ্য প্রদান করতে হবে।
- পিপিএ এবং পিপিআর অনুযায়ী তথ্য প্রদান করা উচিত।

- তথ্য কার্যক্রম প্রভাবিত হতে পারে (এটিও সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে) এরকম তথ্য ছাড়া জরুরসংযোগ সকল তথ্য যে-কোনো সময় পাওয়ার সুযোগ আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ সুনির্দিষ্ট একটি বড় জায়গা এটি।

মন্তব্য :

- কোনো কাজের বা কর্মের পূর্বে যে দরপত্র আহ্বান করা হয় তা মিস্প্রতি ইওয়ার আগে যদি প্রকাশ করা হয়, তাহলে দরপত্রে কত দর ছিল তা অন্যে জেনে যাবে; ফলে দরপত্রের প্রতিযোগিতা থাকবে না।
- প্রকৌশলীর এস্টিমেট, অন্যজন কত রেটে দিল জানলে অন্যজন রেট কর দেবে।
- পিপিএ ও পিপিআর অনুসারে জন্য কার্যক্রম চলবে।
- প্রকিউরমেন্ট আইন অনুসারে ইওয়া উচিত। নিলামের ক্ষেত্রে দর প্রদানকারীর তথ্য প্রকাশ হলে অন্যরা নিম্ন দর দেবে। এটা আগাম প্রকাশ পেলে তথ্যের অপব্যবহার হবে। তবে প্রয়োজন অনুসারে জন্যস্বার্থে প্রদান করার বিধানও থাকতে পারে।

উপধারা-(ধ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হালনির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য:

জাতীয়, জেলা ও জ্বানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- সংসদীয় কমিটির কর্মকাণ্ড। জ্বানীয় কমিটির পর্যালোচনার আগাম তথ্য।
- বুঝি না। পরিষ্কার নয়, ভাষ্যটা জটিল।
- অস্পষ্ট ও অনিনিদিষ্ট।
- এটা জাতীয় পর্যায়ে। বিশেষ অধিকার হরণ কীভাবে হবে তা বোধগম্য নয়।
- সংসদে কোনো আইন পাস ইওয়ার আগেই ওই আইন-সম্পর্কিত আগাম তথ্য।
- একজন সংসদ সদস্যের শপথের পরিপন্থি কোনো তথ্য প্রকাশ।

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- জাতীয় সংসদের সব তথ্য জনগণের জন্য উচিত। না জানানোর ধারকে তা অন্যান্য উপধারা দিয়ে কভার হয়।
- এর ধারা কেউ বিশেষ সুবিধা পেতে পারে।
- সংসদের সব তথ্য জনগণের জন্য উন্নুক্ত থাকতে হবে।
- জাতীয় সংসদের আবার বিশেষ অধিকার কী? এটি তো জনগণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ণ এবং তাদের দাবি তুলে ধরার জায়গা। এখানে মানহানি বা মান বাড়ার কোনো বিষয় নয়।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- ধারার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দরকার। বিধির ধারা সুনির্দিষ্ট করা দরকার।
- উপধারাকে আরো পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- বিশেষ অধিকারহানির বিষয়টি পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এবং কোনো ইমিউনিটি আছে কি না।
- জাতীয় সংসদের অধিকার বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষ অধিকার কী তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার।
- ‘বিশেষ অধিকার’ শব্দটিকে আরো সুনির্দিষ্ট করা উচিত।
- উপধারাটিতে বিশেষ অধিকারহানির কারণ হিসেবে কোন কোন নির্দেশক বোঝানো হয়েছে এবং এর ক্ষেত্রের সুস্পষ্ট উল্লেখ ধারা প্রয়োজন।

মন্তব্য :

- পূর্ববর্তী উপধারা দিয়ে সুরক্ষিত তথ্য ছাড়া সংসদের সব তথ্য উন্নুক্ত হতে হবে।
- সংসদ আইন তৈরি করে, তাই সংসদের তথ্য।
- ধারাটি পরিষ্কার নয়। সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সংসদের অধিকারহানি বলতে কী বোকায়। কীভাবে তা হতে পারে।

উপধারা-(ন) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সুরক্ষিত গোপনীয় তথ্য:

আতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- বোধ্য দ্বারা না এরকম কোনো তথ্য নেই, আইন দ্বারা ব্যক্তির কোনো তথ্য সুরক্ষিত করা হবানি।
- ব্যাংক ব্যালেন্স, ট্যাঙ্ক ফাইল।
- আদালত দ্বারা ঘোষিত প্রকাশ্যোগ্য নথি, এমন তথ্য।
- অস্পষ্ট।
- ব্যবসা ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির ব্যবসায়িক কৌশলসংক্রান্ত তথ্য।

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তথ্য সুরক্ষার জন্য পূর্বোক্ত উপধারাই যথেষ্ট।
- এই আইনকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- 'জ' উপধারায় বলে দেওয়া হতে পারে।
- 'দ'-এর সঙ্গে ঝুক হতে পারে।
- জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে প্রকাশ করতে হবে।
- ধারা ৩-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং ব্যক্তির গোপনীয় তথ্য উপধারা (জ) দ্বারা সুরক্ষিত।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- 'জ'-এর সঙ্গে একত্রিত হতে পারে।
- 'দ' ও 'ন'-এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি ধারা হতে পারে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার।

মন্তব্য :

- উল্লেখিত উপধারার তথ্য (জ) উপধারা দিয়েই কভার হব।

উপধারা-(খ) পরীক্ষার ফলাফল বা পরীক্ষায় ফলস্বরূপ সম্পর্কিত আগাম তথ্য:

- এটি অবহ বহাল রাখার বিষয়ে সকলেই একমত।

উপধারা-(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রভৰ্ত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উভয়প বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য :

আতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই ধারার অধীন তথ্য কোনভাবে :

- আইন উপস্থাপন হলে সে-সংক্রান্ত আগাম তথ্য।

উপধারাটি ধারা উচিত নয় কেন :

- যেসব তথ্যের প্রকাশ জনস্বার্থের জন্য মঙ্গলজনক তা প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ পেলে আতীয় স্বার্থ বিস্তৃত হবে এবং যা জনস্বার্থ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর তা গোপন থাকবে।
- দলিল প্রদান বাধ্যতামূলক না হতেও পারে। তবে বৈঠকের সারসংক্ষেপ বা সিদ্ধান্তগুলো উন্মুক্ত হওয়া উচিত, যদি রাষ্ট্র বা জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

- মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। তারা কী করছে তা জনগণের জানা উচিত। প্রকাশ জনস্বার্থের জন্য স্ফটিকর হলে তা অন্যান্য আওতায় প্রকাশ না করা যাবে।
- মন্ত্রিপরিষদ জনস্বার্থে কাজ করে। কী কাজ করবে কী সিদ্ধান্ত নেবে তা জনগণের জানার অধিকার আছে।
- জনগণ রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক। মঙ্গীরা মালিকের কর্মচারী। মন্ত্র পরিষদের সকল তথ্য জানার অধিকার মালিকের আছে।
- স্পর্শকাতর বিষয়গুলো পূর্ববর্তী উপধারাসমূহ দ্বারা সুরক্ষিত আছে। তা ব্যক্তিরেকে অন্যান্য তথ্য দেওয়া যাবে।
- একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রকাশ করতে হবে।
- জনগণের জানা উচিত। গোপন কিছু থাকলে তা পূর্ববর্তী উপধারাগুলো অনুসারে সিদ্ধান্ত হতে পারে।
- সরকার জনগণের জন্য। সরকারি বৈঠকের সব অবর জনগণের জানা উচিত। তাই এই ধারাটি বহাল থাকা উচিত নয়।
- কারণ এটা জানার অধিকার স্বারাই রয়েছে।
- জনস্বার্থের প্রয়োজনে যা গোপন থাকা উচিত তা পূর্বৌক্ত উপধারাগুলো দ্বারা সুরক্ষিত।

কী ধরনের সংশোধন প্রয়োজন :

- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য জানাতে হবে। জনস্বার্থের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ করা বা গোপন রাখা যাবে।
- মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত জনগণকে জানাতে হবে। তারা জনগণের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিজে তা জনগণকে জানাতে হবে।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার। চালাওভাবে না বলে কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা যাবে না, তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

অন্তর্ব্য :

- মন্ত্রিপরিষদের সব সিদ্ধান্ত জনগণের জানার অধিকার আছে। তবে, দেশের স্বার্থে অন্য কোনো দেশে আক্রমণ বা আক্রমণ প্রতিহতসংক্রান্ত বা অন্য কোনো দেশের দেওয়া গোপন কোনো তথ্য যা মন্ত্রিপরিষদের উপরাপন হয়েছে, এমন বিষয় প্রকাশ করা উচিত, যার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকতে হবে।
- এগুলো জনগণের জানার অধিকার আছে। কারণ এগুলো পাবলিক ডকুমেন্ট।
- যেটা প্রকাশযোগ্য না তা হলেও অন্য উপধারাগুলো দ্বারাই নির্ধারিত হতে পারে। তাই এই উপধারাটির কোনো প্রয়োজন নেই।
- দেশ ও জনগণের স্বার্থে মন্ত্রিপরিষদ কী সিদ্ধান্ত নিজে জনগণের স্বার্থে তা প্রকাশ করা উচিত।
- ধারাটি আরো স্পষ্ট করা দরকার। চালাওভাবে না বলে কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা যাবে না তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।

তবে শৰ্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা যাইবে :

শৰ্তটি আপনার কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার না হলে কেন? অন্যান্য হলে ব্যাখ্যা করখ

- ভাষাগত জাতিলতার কারণে সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়।
- সিদ্ধান্ত জানানো যাবে না—বলা হচ্ছে। সিদ্ধান্তই না জানানো সিদ্ধান্তের কারণ জেনে লাভ কী?
- আরো ব্যাখ্যা দরকার।
- প্রথমেই বলা হচ্ছে ‘কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যাইবে না’। এখানে বলা হয়েছে, ‘অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যে সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা যাইবে না’—বিষয়টি পুরুই অস্পষ্ট।
- কোন কোন তথ্য সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে দেওয়া যাবে না তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন।
- বিষয়গুলোর আরো বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- ভাষাটি বেশ জটিল। আরো সহজ ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত হলে তা সব শ্রেণির মানুষের বোধগম্য হবে।

ধারা ৭-এ মুক্ত হওয়া উচিত এমন আরো কোন তথ্য রয়েছে...

- ▶ তেমন কিছু নয় তবে উদ্বৃত্ত পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন কিছু সংযোজিত হতে পারে।
- ▶ আইনে ২ ধারার (চ)-এ প্রকাশিত 'তথ্য'-এর অর্থের অনুসূত এই ধারার তরফতে 'প্রকাশযোগ্য তথ্য নয়'—এর অর্থ হিসেবে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা সংযোজন করা আবশ্যিক।

ধারা ৭ বিষয়ে কূল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং এর অপব্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

- ▶ দায়িত্বশীলদের সতর্ক হতে হবে এবং জবাবদিহির মধ্যে আসতে হবে।
- ▶ সকল কর্তৃপক্ষের তথ্য অবযুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করা।
- ▶ তৃণমূল পর্যবেক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টি।
- ▶ বিধি ও প্রবিধান দ্বারা ব্যাখ্যা করা দরকার।
- ▶ উপধারাঙ্গলোকে আরো পরিকার করা ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- ▶ কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদনে বিশ্লেষণমূলকভাবে ৭ ধারার ব্যাখ্যাসংজ্ঞার ও বাকিঙ্গলোর বিপরীতে তথ্যান্দানের সিদ্ধান্তগুলোর স্থূলতা তুলে ধরবে।
- ▶ তথ্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দরকার।
- ▶ নিয়োগের পর প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।
- ▶ বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে ধারা ৭ সংশোধন হওয়া উচিত।
- ▶ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মালসিকতা পরিবর্তন।
- ▶ উপধারার অধীন তথ্যগুলো সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
- ▶ পরিবার পরিকল্পনা বা আদমশুমারির মতো জ্ঞান প্রোয়াম প্রতিবছর। টানা চার-পাঁচ দিনের কর্মসূচি সারা দেশব্যাপী।
- ▶ প্রতিমাসে রেঞ্জলার মনিটরিং, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে। কতটি আবেদন, কতটি তথ্য প্রদান করেছে, কতটি ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে।
- ▶ সিগ্যাল সাপোর্টের মতো তথ্য অধিকার বিষয়ে সরকারি সাপোর্ট।
- ▶ সংগ্রহেন্ত সর্বোচ্চ প্রকাশ।
- ▶ প্রতিষ্ঠানের তথ্যকে সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীকরণ করতে হবে।
- ▶ সরকারের সর্বোচ্চ উপর্যুক্ত দেওয়া।
- ▶ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটালাইজড করা।
- ▶ সকল প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে প্রশিক্ষণস্থান ও দক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া জরুরি।

বিষয়সম্পর্ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার থেকে নির্মোক্ষ সংখ্যাবাচক তথ্য পাওয়া যাব।

উপধারাগৃহে	আপনার মতে এই উপধারাটি—				এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ আলা আছে কি?				উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা ওয়েবজেন বলে মনে করেন কি?		
	বহুল ধারা উচ্চিত	বহুল ধারা উচ্চিত নয়	সংশোধন ওয়েবজেন	মন্তব্য নেই	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নেই	অধিকতর ব্যাখ্যার ওয়েবজেন আছে	অধিকতর ব্যাখ্যার ওয়েবজেন নেই	মন্তব্য নেই	
ক	৪০	০	১০	০	১	৮১	৮	৩২	৯	৯	
খ	৩৭	৪	৯	০	১	৮১	৮	২৪	১৭	৯	
গ	৩০	১	১৬	০	১	৮০	৯	১৯	২২	৯	
ঘ	৪৫	০	৫	০	০	৩৬	১৪	২০	১২	১৮	
ঙ	৪৬	০	৫	১	০	৮৫	৫	৩	৩৮	৯	
চ	৪৪	১	৪	১	০	৮৩	৭	১৭	২৫	৮	
ছ	৩৭	১	১২	০	২	৩৯	৯	১৫	২৩	১২	
জ	৪০	৩	৭	০	০	৮১	৯	১২	২৯	৯	
ঝ	৩৪	০	১০	৬	১	৩৯	১০	১৫	২২	১৩	
ঝঃ	৪৩	১	৬	১	০	৮৩	৭	৯	৪১	০	
ট	৪০	০	১০	০	০	৪৪	৬	২০	১৯	১১	
ঠ	৪১	৩	৬	০	০	৪২	৮	১৭	২৪	৯	
ড	৩৫	১	১৪	০	০	৪০	১০	১৫	১৯	১৬	
ঢ	২০	১৭	০৮	৫	০	৩৪	১২	১১	১৬	২৩	
ণ	২১	০৩	১৯	৭	০	৪১	৯	১৩	৮	৩৩	
ত	১৫	২৭	০৮	০	০	৩৯	১১	১০	১৮	২২	
থ	১০	১২	১৮	১০	০	৩৪	১৬	৪২	০৭	১	
দ	২৩	১৮	৫	৪	০	৩১	১৯	০৭	১৫	২৮	
ধ	৪৯	০	০	১	০	৪৭	৩	২	৪১	৭	
ন	৫	৩১	১১	০	২	৩৩	১৫	১৬	৬	২৮	

শর্ত			
শর্তটি পুরোপুরি পরিষ্কার?			
হ্যাঁ	না	অন্যান্য	মন্তব্য নেই
৮	১৯	৩	২০

অতিরিক্ত শর্তটি			
শর্তু শেষোক্ত উপধারার জন্য	ধারা ৭-এর সব উপধারার জন্য	পরিষ্কার নয়	মন্তব্য নেই
১২	১১	২৪	৩

ধারা ৭-এ সূক্ষ্ম হওয়া উচিত, এমন আরো কোনো তথ্য রয়েছে বলে মনে করেন কী?			
হ্যাঁ	না	অন্যান্য	মন্তব্য নেই
৩	২৮	১	১৮

সাক্ষাৎকার প্রশ্নপত্র

প্রকল্পের নাম : Promoting Citizen's Access to Information
বাস্তবায়নে : ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)
সহায়তায় : মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা-৭ এ তথ্য প্রদানে যেসব ব্যতিক্রমের উল্লেখ রয়েছে সে বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের উপরকি যাচাই,
এই ধারার সীমাবদ্ধতা অনুসৃত এবং সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে কর্মীর নির্ধারণের লক্ষ্যে

সাক্ষাত্কার প্রশ্নপত্র

উন্নদাতার নাম ও পদবি :

বয়স : _____; মারী/পুরুষ : _____; সাক্ষাত্কার এজনের তারিখ : _____

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৭-এ যেসব তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় তা তুলে ধরা হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, ‘এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই ধারুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য ধার্কিবে না, যথা :

(ক) কোন তথ্য একাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অবক্ষতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হ্রাস হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও হাজীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধারা উচিত বহুল ধারা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধারা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপ্রযোবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উত্তর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

--

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা

না

(খ) পরামর্শনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা কোন জেটি বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

২) আপনার মতে এই উপধারাটি —

বহাল থাকা উচিত

বহাল থাকা উচিত নয়

সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা

না

উক্ত 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা

না

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

১) এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

২) আপনার মতে এই উপধারাটি —

বহাল থাকা উচিত

বহাল থাকা উচিত নয়

সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা

না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করলে

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(ব) কোন তথ্য একাশের ফলে কোন ভূতীয় পক্ষের বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অভিনিহিত পোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বৃদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অবশীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করলে

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(ব) কোন তথ্য একাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথা :

(অ) আয়কর, তরক, ভাট্ট ও আবণাকী আইন, বাজেট বা করব্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিয়ন ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকিসংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

১) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

<p>'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?</p> <p>'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?</p> <p>(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)</p>	
---	--

২) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উভর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৩) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা না

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাপ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও ছানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

<p>'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?</p> <p>'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?</p> <p>(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)</p>	
---	--

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উভর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

--	--

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা না

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিস্তৃত হইতে পারে বা বিচারাধীন যামলার সুরু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও ছানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উক্ত হ্যাঁ হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

--

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা না

(অ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও ছানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উন্নত ইয়ে' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(অ) কোন তথ্য একাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাগম্ভীর হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধারা উচিত বহুল ধারা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধারা উচিত নয়' হলে কেন?

'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?
(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপ্রয়বহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ না

উন্নত ইয়ে' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(এ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধারা উচিত বহুল ধারা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধারা উচিত নয়' হলে কেন?

'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?
(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ

না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ

না

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রাখিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শাখিল এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি —

বহুল ধাকা উচিত

বহুল ধাকা উচিত নয়

সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধাকা উচিত নয়' হলে কেন?

'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?
(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ

না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ

না

(ঢ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিষ্ণু ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি —

বহুল ধাকা উচিত

বহুল ধাকা উচিত নয়

সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উত্তর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা না

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর ঝোকতার শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনভলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উত্তর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা না

(৩) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়িয়াছে এইরূপ তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উত্তর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যা না

(৪) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাছুনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণাকূল কোন তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যা না

উত্তর 'হ্যা' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ

না

(ত) কোন ক্ষেত্রে কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র বা উভয় কার্যক্রম সম্বন্ধে কোন তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধারা উচিত

বহুল ধারা উচিত নয়

সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধারা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ

না

উক্ত 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ

না

(খ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হালিল কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

১) এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধারা উচিত

বহুল ধারা উচিত নয়

সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধারা উচিত নয়' হলে কেন?	
'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন? (উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)	

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ

না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

১) জাতীয়, জেলা ও হাজীয় পর্যায়ে এই উপধারার অধীন তথ্য কোনগুলো?

জাতীয় পর্যায়	
জেলা পর্যায়	
উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়	

২) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধাকা উচিত বহুল ধাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধাকা উচিত নয়' হলে কেন?

'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?

(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)

৩) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৪) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(খ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নথির সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

১) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহুল ধাকা উচিত বহুল ধাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহুল ধাকা উচিত নয়' হলে কেন?

'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?

(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)

২) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৩) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীর সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উকুলপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে কোন তথ্য :

১) আপনার মতে এই উপধারাটি—

বহাল থাকা উচিত বহাল থাকা উচিত নয় সংশোধন প্রয়োজন

'বহাল থাকা উচিত নয়' হলে কেন?

'সংশোধন প্রয়োজন' হলে কী ধরনের সংশোধন?
(উপধারাটিতে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, অন্য উপধারার সঙ্গে মুক্ত হয়ে একটি উপধারা হতে পারে কি না)

২) এই উপধারার ব্যবহার বা অপব্যবহারের কোনো উদাহরণ জানা আছে কি?

হ্যাঁ না

উত্তর 'হ্যাঁ' হলে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন

৩) উপধারাটির অধিকতর ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ না

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুকূল সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইবাছে উহ্য একাশ করা যাইবে :

শর্তটিকি আপনার কাছে পুরোপুরি পরিকার?

হ্যাঁ না অন্যান্য

না হলে, কেন? অন্যান্য হলে ব্যাখ্যা করুন—

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য অন্যান্য সংক্ষিপ্ত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন এবং করিতে হইবে।

১) অতিরিক্ত শর্তটি কোন উপধারার অন্য প্রযোজন?

শর্তুম্ভাব শেষোক্ত উপধারার অন্য ধারা ৭-এর সকল উপধারার অন্য পরিকার নয়

ধারা ৭-এ যুক্ত হওয়া উচিত, এমন আরো কোনো তথ্য রয়েছে বলে মনে করেন কি?

হ্যাঁ

না

হ্যাঁ হলে, কোন তথ্য—

ধারা ৭ বিষয়ে কূল ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্শ্বক্য এবং এর অপর্যবহার দূর করতে আপনার পরামর্শ কী?

আপনাকে ধন্যবাদ

জাতব্য : এই সাক্ষাত্কারে প্রদত্ত সকল তথ্য এবং আপনার নাম ও পরিচয়ের পূর্ণ সোশ্নীয়তা বজায় রাখতে এমআরডিআই অঙ্গীকারিবদ্ধ।

সাক্ষাত্কার প্রশঞ্জকারীর নাম :

অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা

**ধারা ৭ বিষয়ক ধারণা জরিপে
অংশগ্রহণকারী ও অতিথিদের তালিকা**

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১.	হাসানুল হক ইন্স	হাসানুল হক ইন্স কমিশনার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২.	মোহাম্মদ ফারুক	প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৩.	আবু সালেহ শেখ মোঃ জাহিমুল হক	সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.	নেগাল চন্দ্র সরকার	তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৫.	অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ	তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৬.	মোহাম্মদ আবু তাহের	সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৭.	অধ্যাপক ড. সাদেক হালিম	সাবেক তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৮.	মোঃ কর্মাল হোসেন	সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯.	মোঃ আব্দুল জালিল	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা
১০.	মোঃ গাউস	বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল
১১.	হেলানুর্দীন আহমদ	বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
১২.	মুহাম্মদ দিলোজার বখত	বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর
১৩.	মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ	বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
১৪.	সাজ্জাদুল হাসান	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ
১৫.	মোঃ ফারুক হোসেন	ঘৃণাপরিচালক, সিপিটিই
১৬.	মোঃ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী
১৭.	ফরিদ আহমদ	জেলা প্রশাসক, রংপুর
১৮.	মেজবাহ উদ্দিন	জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম
১৯.	মোঃ শহিদুল ইসলাম	জেলা প্রশাসক, সিলেট
২০.	মোঃ মাহবুব হাকিম	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা
২১.	মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক, ছান্নীয় সরকার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
২২.	আহমেদ আভাউল হাকিম	কর্তৃতন্ত্র্যান কর ব্র্যাক এবং সাবেক কম্পট্রোলার আয়ত অফিচার জেনারেল, বাংলাদেশ নির্বাচী পরিচালক, মানুষের জন্য কাউন্ডেশন
২৩.	শাহীন আলাম	প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা, ইনফোকাস
২৪.	ফরিদ হোসেন	প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা, ইনফোকাস
২৫.	মনজুরুল আহসান খুলবুল	প্রধান সম্পাদক ও প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা, বৈশাখী টিভি
২৬.	হাসিবুর রহমান	নির্বাচী পরিচালক, এমআরডিআই
২৭.	আনোয়ারুল কানির	অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮.	ড. সরিফা সালোজা ডিনা	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
২৯.	অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল ফারুক	ডিন, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩০.	খন্দকার আলী আল বাজী	চেয়ারম্যান, গণহোগাহোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
৩১.	অধ্যাপক ড. আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস	বিভাগীয় প্রধান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩২.	অধ্যাপক সৈয়দ হাসানুজ্জাহান	বিভাগীয় প্রধান, অধিনীতি বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩৩.	অধ্যাপক ইকবাল আহমেদ	আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪.	ড. আবু শাহীন চোঁঃ আসাদুজ্জাহান	উপসচিব, অঞ্চলিক বিভাগ
৩৫.	কাজী মোঃ শফিউল আলম	পরিচালক, বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা অফিস, চট্টগ্রাম
৩৬.	মোঃ জাফর আলম	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম
৩৭.	মোঃ মোজাম্বেল হক পিপিএম	পুলিশ সুপার, বগুড়া
৩৮.	ড. মোঃ হোস্তাফিজুর রহমান	সিলিন সার্জন, রাঙামাটি
৩৯.	মোঃ খানেকুল করিম ইকবাল	উপপরিচালক ও হেড অব মিডিয়া, কম্প্যুট্রোলার আভ অডিওর জেলারেলের কার্যালয়
৪০.	মোঃ যাহুরুর রহমান বিছাহ	উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, চট্টগ্রাম
৪১.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, রাঙামাটি
৪২.	মোঃ এরশাদুল হক	উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, রংপুর
৪৩.	মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপপরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, রাঙামাটি
৪৪.	জিনাত আরা আহমেদ	উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, টুটপাড়া, সেন্ট্রাল রোড, খুলনা
৪৫.	জাকিন হোসেন	উপপরিচালক, সিলিন্ডার তথ্য অফিসের কার্যালয়, জেলা তথ্য অফিস, বরিশাল
৪৬.	মাজিবুল হক মিহা	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বালকাঠি
৪৭.	খন্দকার মোঃ শরিফুল আলম	উপবিভাগীয় প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, কুড়িগ্রাম-২, কুড়িগ্রাম
৪৮.	আলমস কুমার বিশ্বাস	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নড়াইল
৪৯.	মোঃ ইলিয়াস হোসেন	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), খুলনা
৫০.	আবু মাতিন মোঃ গোলাম মোজাফ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), খুলনা
৫১.	মোঃ জাহিদ হোসেন পনির	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), যশোর
৫২.	মোঃ আবুল কালাম আজগান	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন), বরিশাল
৫৩.	এস এম তুহিনুর আলম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙামাটি
৫৪.	এম এম আরিফ পাশা	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন), খুলনা
৫৫.	সাইফ উদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), রাঙামাটি
৫৬.	মুহাম্মদ হনিফুল ইসলাম	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিলেট
৫৭.	বিলকিস আরা বেগম	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কুমিল্লা
৫৮.	দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস	সহযোগী অধ্যাপক, গণহোগাহোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, রাঙামাটি বিশ্ববিদ্যালয়
৫৯.	মোহাম্মদ আলী আজগান চৌধুরী	সহযোগী অধ্যাপক, গণহোগাহোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৬০.	আব্দুল্লাহ আল আমিন খুমকেতু	সহযোগী অধ্যাপক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর
৬১.	বিধান শক্তি বীসা	সহকারী পরিদর্শক (প্রতিনিধি), জেলা শিক্ষা অফিস, রাঙামাটি
৬২.	পরাক্রম চাকমা	সহকারী প্রকৌশলী, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬৩.	মহেন্দলাইন রাখাইল	অনসংযোগ কর্মকর্তা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙামাটি
৬৪.	সম্মত কৃষি বিশ্বাস	সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৬৫.	ড. ইন্দ্রাধীম খলিল	সহকারী অধ্যাপক, সরকারি বিশেষ কলেজ, বরিশাল
৬৬.	শাখত ভট্টাচার্য	সহকারী অধ্যাপক, রংপুর
৬৭.	অরুণেন্দু ত্রিপুরা	জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দারিদ্র্যপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তথ্য অধিকার), রাজ্যামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
৬৮.	শেখ মোঃ শহীদুজ্জামান	শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা
৬৯.	মোঃ সাজলায় রহমান	শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী
৭০.	মোঃ মোজাহুর আলী সরকার	উপপরিচালক, দুর্মীলি দমন কমিশন, সমর্পিত জেলা, সিলেট
৭১.	মোঃ জয়নুল আবেদীন	অভিযন্ত পুলিশ সুপার, রংপুর
৭২.	মোঃ সাঈদ হাসান	উপপরিচালক (ভারতোঙ্গ), জেলা তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম
৭৩.	কামরুল হাসান	উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তা, দিঘিলিয়া, খুলনা
৭৪.	শামীমা ফেরদৌস	উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তা, খালকাটি সদর উপজেলা, খালকাটি
৭৫.	মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাচী অফিসার, পৰা উপজেলা, রাজশাহী
৭৬.	মোঃ আব্দুল হোতালের সরকার	উপজেলা নির্বাচী অফিসার, কাউনিলা উপজেলা, রংপুর
৭৭.	আমীর আবদুর্রাহ মুহাম্মদ মুক্তুল করিম	উপজেলা নির্বাচী অফিসার, সদর উপজেলা, বান্দরবান
৭৮.	মোছাঃ সাবিহু আজগার লাকি	সহকারী তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, রংপুর
৭৯.	রাজিব সরকার	সিলিয়ার সহকারী কমিশনার, সুনামগঞ্জ
৮০.	মুশফিক ইফফাত	সহকারী কমিশনার (কৃষি), সৈলানপুর, নীলফামারী
৮১.	সাজিয়া পারভীন	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি
৮২.	মোঃ মনিরুজ্জামান	সহকারী কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
৮৩.	তালতীর-আল-নাসীফ	সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
৮৪.	মোঃ সোহেল পারভেজ	সহকারী কমিশনার (কৃষি), সদর উপজেলা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
৮৫.	রাফিকুজ্জামান	সহকারী কমিশনার ও নির্বাচী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা
৮৬.	সৈলুল হাফিজুল হাসান	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কাঞ্চই, রাঙ্গামাটি
৮৭.	সুবিনয় চাকমা	উপজেলা মুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রাজহালী
৮৮.	তালবীর আহামেদ	উপজেলা মৎস্য অফিসার, কাউখালী, রাঙ্গামাটি
৮৯.	বাবুল কান্তি চাকমা	পিআইও, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
৯০.	মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন	প্রধান তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯১.	সেলিম শেখ	মাননীয় তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯২.	মুঃ মুকাসিমুল ইসলাম	মাননীয় তথ্য কমিশনারের একান্ত সচিব, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ
৯৩.	মোঃ ইলিয়াজুর রহমান	বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, বরিশাল
৯৪.	মোহাম্মদ শাহীম বেগারী	বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রাজশাহী
৯৫.	মোঃ আবু নাসের উল্লিন	বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, রংপুর
৯৬.	এ. কে. এম আকতারুজ্জামান তালুকদার	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বরিশাল সদর, বরিশাল
৯৭.	মবিনুল ইসলাম মবিন	সম্পাদক, গ্রামের কাগজ, ঘোর
৯৮.	অধ্যাপক ফজলুল হক	সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী
৯৯.	আমিনুল হক	সম্পাদক, সাংগ্রহিক আলাপন, সৈয়দপুর (নীলফামারী)

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১০০.	আজিজ আহমদ সেলিম	প্রধান সম্পাদক, দৈনিক উত্তরপূর্ব, সিলেট
১০১.	হাসান মিল্লাত	নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক সোনার দেশ, রাজশাহী
১০২.	এম নাসিরুল হক	নগর সম্পাদক, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
১০৩.	মোঃ এনায়েত আলি	অ্যাডভোকেট, খুলনা
১০৪.	সালেহা বেগম	অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, যশোর
১০৫.	সৈফুল আকমল আলী	নির্বাহী পরিচালক, ডিস্ট্রিক্ট আরডি, কেশবপুর, যশোর
১০৬.	আসাদুজ্জামান সেলিম	নির্বাহী পরিচালক, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র, মেহেরপুর
১০৭.	অ্যাড. শামীয়া সুলতানা শীলু	নির্বাহী পরিচালক, মানব দেৱা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসস), খুলনা
১০৮.	রফিকুল ইসলাম খেকন	নির্বাহী পরিচালক, কৃপাঞ্জল, খুলনা
১০৯.	এ এস এম মনজুরুল হাসান	নির্বাহী পরিচালক, বাধন মানব উন্নয়ন সংস্থা, বাগেরহাট
১১০.	সুতপা বেদজ	মানবাধিকার কর্মী, খুলনা
১১১.	গৌরাঙ্গ নন্দী	সিনিয়র রিপোর্টার, কালের কঠ, খুলনা
১১২.	মোতাহার হোসাইন	দৈনিক গ্রামের কাগজ ও দৈনিক সমকাল, যশোর
১১৩.	লিটন বাশার	বুরো প্রধান, দৈনিক ইন্ডিফাক
১১৪.	মানবেন্দ্র বটবাল	আইনজীবী, জজকোর্ট, বরিশাল
১১৫.	মুজিয়েজ্বা এনায়েত হোসেন চৌধুরী	আহ্বানক, তথ্য অধিকার আন্দোলন, বরিশাল
১১৬.	অ্যাড. অবিজিত হক আকাস	সভাপতি, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান-ভাইস চেয়ারম্যান সমিতি, বরিশাল বিভাগ
১১৭.	আমিনুর রসুল	সদস্য সচিব, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, তোলা
১১৮.	রফিমা সুলতানা কাজল	নির্বাহী পরিচালক, আকাস, বরিশাল
১১৯.	জিয়াউল আহসান	নির্বাহী পরিচালক, পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি, পিরোজপুর
১২০.	কে এম এনায়েত হোসেন	নির্বাহী পরিচালক, সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, পটুয়াখালী
১২১.	কত্তকের চক্রবর্তী	নির্বাহী পরিচালক, মবিলাইজেশন ফর অস্টারনেটিভ প্রোগ্রাম (ম্যাপ), বরিশাল
১২২.	রফিকুল ইসলাম	প্রতিনিধি, কালের কঠ, বরিশাল
১২৩.	মোবাশেছুর রহমান	জেলা প্রতিনিধি, ইন্ডিপেন্টেন্ট টিভি, দৈনিক জনকঠ, পটুয়াখালী
১২৪.	সুবুমার মিজ	নাগরিক উদ্যোগ, বরিশাল
১২৫.	ফয়জুর্রাহ চৌধুরী	পরিচালক, বরেন্দ্র উন্নয়ন প্রক্টোর, রাজশাহী
১২৬.	সারওয়ার-ই-কামাল	প্রধান নির্বাহী, সিসিবিডিও, রাজশাহী
১২৭.	রফিমা রাজিব	নির্বাহী পরিচালক, মহিলা সংহতি পরিষদ, রাজশাহী
১২৮.	রাজকুমার শাও	নির্বাহী পরিচালক, আসুস, রাজশাহী
১২৯.	সিলসিতারা বেগমহুনি	বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ, রাজশাহী
১৩০.	মীর আব্দুর রাজ্বাক	পরিচালক (কার্যকর্তা), আলো, নাটোর
১৩১.	মোঃ আনোয়ার আলী সরকার	নিজৰ প্রতিনিধি, নি ডেইলি স্টার, রাজশাহী
১৩২.	হসনে আরা জিলি	নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম ফর উইমেন ডেভেলপমেন্ট, সিরাজগঞ্জ
১৩৩.	হাসিবুর রহমান বিলু	বুরো চিফ, ইন্ডিপেন্টেন্ট টিভি, বগুড়া
১৩৪.	মাহবুবা বেগম	নির্বাহী পরিচালক, হার্টকোর পিপল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, জাহপুরহাট

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১৩৫.	গোলাম মোস্তফা জীবন	স্টাফ রিপোর্টার, দি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট, সিরাজগঞ্জ
১৩৬.	রফিক সরকার	সিলিয়ার রিপোর্টার, মাছরাজা টিভি, রংপুর
১৩৭.	আকবর হোসেন	সভাপতি, সুজান, রংপুর
১৩৮.	অ্যাডভোকেট সুনীর চৌধুরী	রংপুর আইনজীবী সমিতি, রংপুর
১৩৯.	অ্যাডভোকেট নাসিমা খানম	সহবয়কারী, রংপুর ইউনিট, ঝাস্ট
১৪০.	সেওয়ান মাহফুজ-এ-হোলা	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, রংপুর
১৪১.	চিন্ত ঘোষ	জেলা বার্তা পরিবেশক, সংবাদ, সিলাজপুর
১৪২.	সৌমেন দাস	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, সিলাজপুর
১৪৩.	ফিরোজা বেগম	নির্বাহী পরিচালক, ফিডা, সালমনিরহাট
১৪৪.	আকতারুল নাহার সাক্ষী	নির্বাহী পরিচালক, পরম্পর, পঞ্চগড়
১৪৫.	মোঃ শুভকর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, চিলমারী ডিস্ট্রিক্ট ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (সিডিএফ), কুড়িগ্রাম
১৪৬.	মোঃ মতিউর রহমান	আধুনিক সহবয়কারী, বিসার্চ ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ (বিব), সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৪৭.	এস. এম. পারভেজ	আইন বিষয়ক সহবয়কারী, আরডিআরএস, রংপুর
১৪৮.	প্রতাপ সি সরকার বিজয়	ফিল্ড কো-অর্ডারেন্ট, এসটিআরআইভি প্রজেক্ট, রংপুর
১৪৯.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	চতুর্থ বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
১৫০.	শিশির দত্ত	নির্বাহী পরিচালক, বিটা, চট্টগ্রাম
১৫১.	সহরেশ বৈদ্য	সাংবাদিক, চট্টগ্রাম
১৫২.	ইয়াসিন মাঝু	নির্বাহী পরিচালক, মাইশা, চট্টগ্রাম
১৫৩.	ড. সৈদুল দিসাকুল মনির কুমুদ	নির্বাহী পরিচালক, নির্মল ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
১৫৪.	মোঃ ইমাম হোসেন চৌধুরী	নির্বাহী পরিচালক, নওজোয়ান, চট্টগ্রাম
১৫৫.	মৎ খোয়াই চিং	নির্বাহী পরিচালক, প্রিন হিল, রাঙ্গামাটি
১৫৬.	আলী আকবর মাসুম	নির্বাহী পরিচালক, অধিকার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা
১৫৭.	সুনীল কাপ্তি দে	সভাপতি, রাঙ্গামাটি প্রেসক্লাব, রাঙ্গামাটি
১৫৮.	সামসুল হাসান হিরুন	জেলা প্রতিনিধি, কালের কক্ষ, নোয়াখালী
১৫৯.	পারভীন হালিম	নির্বাহী পরিচালক, সিডলিউটিভএ, লক্ষ্মীপুর
১৬০.	মনিমুল ইসলাম মনু	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কক্ষ, বান্দরবন পার্বত্য জেলা
১৬১.	অধ্যাপক চিন্দুরঙ্গন রাজবৰ্ণী	উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা-ক্রান্তিক ইন্টারিয়ান, সিলেট
১৬২.	নজরুল হক	নির্বাহী পরিচালক, আইডিয়া, সিলেট
১৬৩.	ইরফানুজ্জামান চৌধুরী	অ্যাডভোকেট, সহবয়কারী, ঝাস্ট, সিলেট ইউনিট, সিলেট
১৬৪.	মোঃ রজব আলী	হয়াসচিব এবং নির্বাহী পরিচালক, শ্রীল তিজেবন্দ ফাউন্ডেশন, সিলেট
১৬৫.	নাজমা খানম নাজু	এরিয়া ম্যানেজার, ট্রাকপারেলি ইন্টারন্যাশনাল (টিআইবি), সিলেট
১৬৬.	ফারুক মাহফুল চৌধুরী	সভাপতি, সুশাসনের জন্য নাপরিক, সিলেট
১৬৭.	শোয়েব চৌধুরী	জেলা প্রতিনিধি, সৈনিক সমকাল, হবিগঞ্জ
১৬৮.	মোঃ আকুল শুহার	এরিয়া ম্যানেজার, টিআইবি, শীমসূল
১৬৯.	সালেহিন চৌধুরী তত	নির্বাহী পরিচালক, হাওর এরিয়া আপলিষ্টমেন্ট সোসাইটি (হাউস), সুনামগঞ্জ

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
১৭০.	নুরুল ইসলাম শেফুল	অ্যাডভোকেট, পাতাবৃত্তি কম্পিউটার, মৌলভীবাজার
১৭১.	রাশেদ খান	সুপারভাইজার, তিন ডিসেবেল্প ফোরাম (জিএফ), সিলেট
১৭২.	মিস্টি দেশগুরা	মৌলভীবাজার প্রতিনিধি, ডেইলি স্টার
১৭৩.	মোঃ নুরুল ইসলাম	উত্তরপূর্ব সিলেট
১৭৪.	হারুন আল রশীদ	সিলিয়ার রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা
১৭৫.	সঞ্চাম সিংহ	সিলিয়ার রিপোর্টার, যুগান্তর, সিলেট
১৭৬.	মোহন আকন্দ	বুরো প্রধান, দৈনিক সমকাল, বগুড়া
১৭৭.	নাসিহা সুলতানা ছফু	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক করতোয়া, বগুড়া
১৭৮.	এস এম তোহিদুর রহমান	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল, যশোর
১৭৯.	অরুণ রায়	নিজীব প্রতিবেদক, দৈনিক প্রথম আলো, সাভার
১৮০.	ইয়াসমীন গীয়া	স্টাফ রিপোর্টার, নিউ এইচ, কুমিল্লা
১৮১.	জেবেকা সুলতানা	আনাক সদস্য, বরিশাল সদর, বরিশাল
১৮২.	মোঃ মোশারেফ হোসেন ঘাবি	আনাক সদস্য, বানাবীপাড়া, বরিশাল
১৮৩.	মোঃ ইসহাক	আনাক সদস্য, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
১৮৪.	মোঃ বজ্জুর রহমান খান	আনাক সদস্য, কেশবপুর, যশোর
১৮৫.	অ্যাডভোকেট প্রশান্ত দেবনাথ	আনাক সদস্য, যশোর সদর, যশোর
১৮৬.	ড. মোঃ মোজান্নুর রহমান	আনাক সদস্য, চৌগাছা, যশোর
১৮৭.	মোঃ ফারুক সুফিয়ান	সহকারী কমিশনার, রাষ্ট্রামাতি পার্বত্য জেলা
১৮৮.	ফাতেমা তুজ জোহরা	প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, তি-নেট, ঢাকা
১৮৯.	সৈফুল ইশতিয়াক রেজা	ডিমেন্টের, নিউজ, একাউন্ট চিতি, ঢাকা
১৯০.	শাকিবা নাহার	প্রোগ্রাম কো-অর্টিনেট, ক্যাম্পেইন
১৯১.	মাহবুব উম রহমান	পরিচালক, আকশন নাউ, ঢাকা
১৯২.	সঙ্গীব সুঁ	সঙ্গীপতি, আইপিডিএস, ঢাকা
১৯৩.	শীলা তাবাসুর হক	কলসালট্যান্ট, ওয়ার্ক ব্যাংক
১৯৪.	মেহেনী হাসান	প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, তি-নেট, ঢাকা
১৯৫.	শাহরিয়ার খান	ডেপুটি এভিটর, সি ডেইলি স্টার, ঢাকা
১৯৬.	গোলাম রহমান	প্রেসিডেন্ট, ক্যাব, ঢাকা
১৯৭.	নাসিহা মুশার্রফ	রিসার্চ অ্যালালিস্ট, বিশ্বব্যাংক
১৯৮.	মোঃ মাহবুব আখতার	প্রোগ্রাম অফিসার, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা
১৯৯.	অবিজিজ রায়	সহকারী, ওয়েব ফাউন্ডেশন, ঢাকা
২০০.	আবুল মনসুর মোহাম্মদ মনিবজ্জামান	ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গভর্নেন্স), ডিএফআইডি
২০১.	শাহজান হস্তা	কোঅর্টিনেটর, মিডিয়া আভ কমিউনিকেশন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২০২.	মীর শহিদুল আলম	পরিচালক, সমষ্টি, ঢাকা
২০৩.	সুবান্ত কশ্ত আলক	যুগ্ম সম্পাদক, দেশ চিতি
২০৪.	তাহমিনা রহমান	পরিচালক, আর্টিকেল-১৯, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
২০৫.	তালেয়া রেহমান	নির্বাহী পরিচালক, তেমক্রেসিওয়াচ, ঢাকা
২০৬.	মীর আকরাম উদ্দিন আহমেদ	সিনিয়র ইনফরমেশন অফিসার, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০৭.	ফাতেমা সুলতানা	প্রজেক্ট কো.-অর্ডিনেটর, তেমক্রেসিওয়াচ, ঢাকা
২০৮.	রহমানুল আলম রহু	সিনিয়র আ্যাসিট্যান্ট ডিপোর্টের, তি-নেট, ঢাকা
২০৯.	মোঃ ইফতেখার হোসেন	তেপুটি ম্যানেজার, আরটিআই, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
২১০.	ফারজানা আলম সোমা	প্রোগ্রাম অফিসার, ক্যাপিস
২১১.	শাহরিয়ার আহমেদ	কমিউনিকেশন অফিসার, এমএমসি
২১২.	সুরাইয়া বেগম	সহকারী পরিচালক, রিব
২১৩.	রেজাউর রহমান রেহু	উদ্দিচি, দিনাজপুর
২১৪.	সাঈল আহমেদ	সিইও, আইআইডি, ঢাকা
২১৫.	মীর মাসুরুর জামান	বিটজ এডিটর, চ্যানেল আই
২১৬.	মোঃ হাফিজুর	পিএ, মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়
২১৭.	মাছুফ এ. জোয়ার্কির	শিল্পী, পরিবেশ কর্মী
২১৮.	মোঃ নাজমুল সাঈদ	স্টাফ রিপোর্টার, বাংলামেইল২৪.কম
২১৯.	জোহিদ সৌরত	এটিএল নিউজ
২২০.	জুয়েল	এটিএল বাংলা
২২১.	ফয়সাল আকিক	রিপোর্টার, বিটিনিউজ২৪.কম
২২২.	হুমায়ুন চিত্তি	সিনিয়র রিপোর্টার, এটিএল বাংলা
২২৩.	মোঃ শেখ হেরো	ক্যামেরা পারসন, এসআ চিত্তি
২২৪.	কামাল আহমেদ	বাংলাদেশ বেতার
২২৫.	আদনান হোসেন	ইউএনবি
২২৬.	কাসেম হারুন	সিনিয়র ফটো জার্নালিস্ট, বাংলানিউজ২৪.কম
২২৭.	রেজাউল করিম	দৈনিক কালের কর্তৃ
২২৮.	এক এম বায়োজিন	স্টাফ রিপোর্টার, বিটিতি
২২৯.	রাফি সাদনা আলিল	ঢাকা ট্রিবিউন
২৩০.	শকুরত	বসুন্ধা চিত্তি
২৩১.	রহমেশ	সিনিয়র কর্মস্পন্ডেন্ট, দেশ চিত্তি
২৩২.	রাশেদ সুমন	ডেইলি স্টোর
২৩৩.	মোঃ মোরশেদুর রহমান	বিএসএস
২৩৪.	মোঃ হাবিবুর	বিটিতি
২৩৫.	আহমেদুল হাসান আলিফ	লি রিপোর্টার২৪.কম
২৩৬.	জাম্বারুল বাকিয়া কেকা	চ্যানেল আই
২৩৭.	আরু সালেহ জাহির	এনটিতি
২৩৮.	ইলিয়াস মাহমুদ	দৈনিক জনকর্ত
২৩৯.	মোঃ আজিজুল ইসলাম	ক্যামেরাম্যান, বিটিতি

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
২৪০.	শাহজাত	ভোরের কাগজ
২৪১.	কাহিনুর কাইয়ুম পৃষ্ঠিলা	দি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট
২৪২.	পক্ষজ	দি ভেইলি স্টার
২৪৩.	রাশেদ খেহেদী	বিশেষ প্রতিনিধি, সমকাল
২৪৪.	বিউটি সমাজায়	রিপোর্টার, বৈশাখী চিতি
২৪৫.	মনিমুল শোভন	রিপোর্টার, এসএ চিতি
২৪৬.	এম. কে. রাণী	ক্যামেরাম্যান, চিতিচি
২৪৭.	রাসেল আহমেদ	যশুনা চিতি
২৪৮.	আখতারুজ্জামান লিটল	একাডেম চিতি
২৪৯.	মানুল	আরচিতি
২৫০.	জাহিদ হাসান সাকিব	রিপোর্টার, দেশ চিতি
২৫১.	রহমান মাসুদ	বাংলানিউজ২৪, কর
২৫২.	মিরা	মাছবাজা চিতি
২৫৩.	মোঃ আসিফুর রহমান	ক্যামেরাম্যান, দেশ চিতি
২৫৪.	শরীফ	বিচিতি
২৫৫.	সুমন শাহ	বিচিতি
২৫৬.	মোরশেদ নোমান	সিনিয়র রিপোর্টার, প্রথম আলো
২৫৭.	আকতার রহমান	সিনিয়র ক্যামেরাম্যান, এনচিতি
২৫৮.	মাকসুদ	চ্যানেল২৪
২৫৯.	শাহীন	নিউ এইজ
২৬০.	মোঃ কবেল পারভেজ	বৈশাখী চিতি
২৬১.	নইম আহমেদ ঝুলহাস	দি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট
২৬২.	কাজী শামীম আহমেদ	খুলনা প্রতিনিধি, দৈনিক বার্তা, খুলনা
২৬৩.	কৌশিক দে	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক কালের কর্ত, খুলনা
২৬৪.	এনামুল হক	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইতেফাক, খুলনা
২৬৫.	মোঃ হেমায়েত হোসেন	রিপোর্টার, দৈনিক যুগান্তর, খুলনা
২৬৬.	হাসান হিমালয়	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সমকাল, খুলনা
২৬৭.	সামজুজ্জামান শাহীন	খুলনা বুরো প্রধান, বাংলাদেশ প্রতিমিল
২৬৮.	গাজী মনিমুলজ্জামান	স্টাফ রিপোর্টার, ভেইলি ইণ্ডিপেন্ডেন্ট, খুলনা
২৬৯.	মোঃ আমিরুল ইসলাম	বিভাগীয় প্রতিনিধি, দেশ চিতি, খুলনা
২৭০.	অহল সাহ	সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক জনকর্ত, খুলনা
২৭১.	সুবীর কুমার রায়	খুলনা বুরো প্রধান, যায়বাজারদিন
২৭২.	নবীর আশুস জালান	নির্বাহী পরিচালক, এবিসি ফাউন্ডেশন, বরিশাল
২৭৩.	জাহানরা বেগম স্বপ্না	নির্বাহী পরিচালক, চন্দ্রবীপ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বরিশাল
২৭৪.	হাজিনা বেগম নীলা	নির্বাহী পরিচালক, সোস্যাল অপলিফ্টহেন্ট ভলানটারি অর্গানাইজেশন (এসইউভিও), বরিশাল

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
২৭৫.	শাহুব উদ্দীন আহমেদ	প্রজেক্ট কো-অর্টিনেটর, সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল
২৭৬.	মোঃ রোকনুজ্জামান	কো-অর্টিনেটর, চিতাইবি, বরিশাল
২৭৭.	আনোয়ার জাহিদ	বির্দাহী পরিচালক, আইসিডিএ, বরিশাল
২৭৮.	বুগজিদ মন্ত	বির্দাহী পরিচালক, পিপলস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও), বরিশাল
২৭৯.	যাসুক কামাল	এরিয়া কো-অর্টিনেটর, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বরিশাল
২৮০.	উদয় সরকার	প্রজেক্ট অফিসার, এইচড অর্গানাইজেশন, বরিশাল
২৮১.	মোঃ জাহরুল হাসান	দারিদ্র্যপ্রাণ কর্মকর্তা, আভাস, বরিশাল
২৮২.	মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার	কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৩.	মোসেন হেত্রম	যুক্তিপাড়া, পোদাপাড়া, রাজশাহী
২৮৪.	মোহন সরেন	বাদমা ফুলবাড়ী, পোদাপাড়া, রাজশাহী
২৮৫.	মিলজী হেত্রম	হহলালপাড়া, পোদাপাড়া, রাজশাহী
২৮৬.	গ্রিস্টিন আলোকি মারাডি	কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৮৭.	বিশ্বনাথ মাহাতো	পাকড়ি মিশনপাড়া, পোদাপাড়া, রাজশাহী
২৮৮.	যাকোব হেত্রম	নন্দাপুর, পোদাপাড়া, রাজশাহী
২৮৯.	চন্দনা রানী	যিত্তুপুরপাড়া, গোদাপাড়া, রাজশাহী
২৯০.	যমুনা রানী	বিনা কর্মকারপাড়া, গোদাপাড়া, রাজশাহী
২৯১.	আন্দিনা হুরু	বাদমা ফুলবাড়ী, পোদাপাড়া, রাজশাহী
২৯২.	মোঃ মেসবাহুর রহমান	অধ্যক্ষ, শিঠিবাড়ী কলেজ, রংপুর
২৯৩.	মোঃ গোলাম জাকারিয়া	জাইস প্রেসিডেন্ট, রংপুর চেয়ার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
২৯৪.	মোনাববর হেসেন মনা	সম্পাদক, মায়াবাজার
২৯৫.	জি এম জয়	বার্তা প্রধান, দৈনিক নতুন ব্যপ
২৯৬.	মোঃ রেজাতিল ইসলাম হিলন	অব্যাসচিব, রংপুর মহানগর দোকান মালিক সমিতি
২৯৭.	গুলামুদ্দিন আলী	সাধারণ সম্পাদক, রংপুর প্রেসস্ট্রাব, প্রতিলিখি, দৈনিক ইন্ডেক্ষাক ও জিটিডি
২৯৮.	শামীয়া আবতার শিরিন	অ্যাডভোকেট, জজকোট, রংপুর
২৯৯.	পরিমল চন্দ্র সরকার	এস.এ.এ.ও., মিঠাপুরুর, রংপুর
৩০০.	ডা. সমর্পিতা ঘোষ (কানিয়া)	মেডিকেল অফিসার, এফপিএবি
৩০১.	পরিমল মজুমদার	স্টাফ রিপোর্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন ও ঢাকা ট্রিভিউন
৩০২.	কৃতুব্যতিদিন	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট
৩০৩.	মনুমন্ত ইসলাম	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট
৩০৪.	মিহু পাল	এমসি কলেজ, ইয়েস ডেপুটি লিভার, সিলেট
৩০৫.	জলি রঞ্জন দে	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট
৩০৬.	সাইফুর রহমান	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট
৩০৭.	আসাদ মিয়া	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট
৩০৮.	সুহান বিশ্বাস	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট
৩০৯.	হেদী রানী দাস	এমসি কলেজ, ইয়েস মেধার, সিলেট

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩১০.	মিহুবাহু উদ্দিন ফুর্হিন	এসআইইউ, ইয়েস, সিলেট
৩১১.	এমদাদুল হক শরীফ	শাবিলি, সিলেট
৩১২.	ড. জাকির হোসেন	অ্যাভেকেট, বাংলাদেশ সুরক্ষা কোর্ট, জজ কোর্ট, খুলনা
৩১৩.	মোঃ মাহবুব কারিমার	কাউন্সিল, ২২ নং প্রয়ার্ড, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা
৩১৪.	মোঃ মাসুম বিলাহ	নির্বাচী পরিচালক, সিরাম, খুলনা
৩১৫.	মিনু ঘৰতাজ	সহকারী অধ্যাপক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, খুলনা
৩১৬.	বপন কুমার গুহ	নির্বাচী পরিচালক, কুপারু, খুলনা
৩১৭.	সৈফুল দুলাল	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বরিশাল
৩১৮.	আকাস হোসেন	সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বরিশাল
৩১৯.	হেনরী বপন হাতোলাদার	প্রশাসন সহকারী, বিডিএস, বরিশাল
৩২০.	কাজী জাহাঙ্গীর কবির	চেয়ারপারসন, সেইচ বাংলাদেশ, বরিশাল
৩২১.	দীপু শামসুল ইসলাম	প্রধান নির্বাচী, স্পিড ট্রান্স, বরিশাল
৩২২.	আরিফ	প্রশিক্ষণ সম্বয়কারী, সিসিবিবিও, রাজশাহী
৩২৩.	মোঃ মোজাম্বেল হক	আহোরক, তথ্য অধিকার আন্দোলন, রাজশাহী
৩২৪.	অ্যাভেকেট সামিনা বেগম	স্টাফ লাইয়ার, প্লাস্ট, রাজশাহী ইন্ডিনিট, রাজশাহী
৩২৫.	মোঃ ফনিরুল হক	এরিয়া ম্যানেজার, চিআইবি, রাজশাহী
৩২৬.	মোঃ আরিফুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক, সুপ্র এবং প্রধান নির্বাচী, ইপসা, চট্টগ্রাম
৩২৭.	জানালাল চাকমা	প্রধান নির্বাচী কর্মকর্তা, সিআইপিডি, রাঙামাটি
৩২৮.	ললিত সি চাকমা	নির্বাচী পরিচালক, সাস, রাঙামাটি
৩২৯.	রাজেশ দে	আঞ্চলিক সম্বয়কারী, নি হাসার প্রজেক্ট, রংপুর
৩৩০.	পুলক রঞ্জন পালিত	এরিয়া ম্যানেজার, চিআইবি, রাঙামাটি
৩৩১.	মোক্তফা সোহরাব	সভাপতি, রংপুর চেবার অব কমার্স অ্যাভ ইন্সিউচ, রংপুর
৩৩২.	খন্দকার ফখরুল আলাম বেগমজু	যানবাধিকার কর্মী, রংপুর
৩৩৩.	সৈফুল আরিফুল ইসলাম	সংস্কৃতি কর্মী, রংপুর
৩৩৪.	আকতোষ সিংহ	প্রভাষক, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
৩৩৫.	লোকমান আহমেদ	যুগ্ম সম্পাদক, সিলেট নাগরিক পরিষদ, সিলেট
৩৩৬.	বুকন দেব	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ উদ্দিতি পিল্লিপোষ্ঠা, সিলেট জেলা সংসদ, সিলেট
৩৩৭.	নির্মল কুমার সিংহ	সভাপতি, বাংলাদেশ মনিপুরী সমাজকল্যাণ সংস্থা, সিলেট
৩৩৮.	দানেশ সাংমা	চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ ট্রাইবাল গবেলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, সিলেট
৩৩৯.	বিজওয়ানুল আলম	ডিমেন্টের, আউটচারিচ অ্যাভ কমিউনিকেশন, চিআইবি, ঢাকা
৩৪০.	মোঃ ইকবার হোসেন	প্রশিক্ষক (ইংরেজি), প্রাক, ফরিদপুর
৩৪১.	এস এম হারীব	বুরো প্রধান, এটিএল বাংলা, খুলনা
৩৪২.	হারিকিশোর চাকমা	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, রাঙামাটি
৩৪৩.	হিমেল চাকমা	জেলা প্রতিনিধি, ইতিপেতেন্টে টিভি, রাঙামাটি
৩৪৪.	বৈপাক্ষিক বড়ুয়া	স্টাফ রিপোর্টার, নি ডেইলি স্টার, চট্টগ্রাম

ক্রম	নাম	পদবি ও সংস্থার নাম
৩৪৫.	হাসান গোর্কি	স্টাফ রিপোর্টার, ভোরের কাগজ, রংপুর
৩৪৬.	ফলন চৌধুরী	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কষ্ট, রংপুর
৩৪৭.	উজ্জ্বল মেহেন্দী	স্টাফ রিপোর্টার, প্রথম আলো, সিলেট
৩৪৮.	ইকবাল সিন্দিকী	সভাপতি, সিলেট হেসক্যাব, সিলেট
৩৪৯.	আহসান হারীর নীজু	জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক যুগান্তকার, কুড়িয়াম

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
(ধাৰা-৭)

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

(ধাৰা-৭)

৭। কঠিগৱ তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়।— এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথা :—

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অধিগত ও সার্বজোমানের প্রতি ত্রুটি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পুরাট্রনীতির কোন বিষয় যাহার বাবে বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তত্ত্বাত্মক পক্ষের বৃক্ষিকৃতিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাধিক্রিয় বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বৃক্ষিকৃতিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিয়োজিত তথ্য, যথা :—

(অ) আয়োজন, উচ্চ, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিয়য় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(ঁ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধ্যতাত হইতে পারে বা অপরাধ বৃক্ষি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঁঁ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিহুল হইতে পারে বা বিচারাধীন শাহলার সৃষ্টি বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঁঁঁ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঁঁঁঁ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঁঁঁঁঁ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ঁঁঁঁঁ) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইবুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

- (ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহা প্রকাশ তদন্ত কাজে বিষ্ট ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রতিন্বা এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;
- (ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালক্ষ কোন তথ্য;
- (ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য;
- (থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;
- (দ) কোন ব্যক্তির আইন ধারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;
- (ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নথির সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- (ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবে :

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ফেন্সে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

‘ আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে
আমাদের attitude-টা Positive হতে
হবে। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের
কাজই হলো জনগণের সেবা দেওয়া।
আমরা যখন চেয়ারের ওপাশে থাকব,
আমাদের ফোকাস থাকবে জনগণ;
আইনে যা-ই থাকুক না কেন, যত
জটিলতাই থাকুক না কেন।

আমরা কেউ কাঠে প্রতিপক্ষ নই।
যিনি তথ্য নিতে আসবেন তিনি
আমাদের প্রতিপক্ষ নন এবং যার কাছে
আসবেন সেই সরকারি কর্মকর্তারাও তাঁর
প্রতিপক্ষ নন। আমাদের মনে রাখতে
হবে, আমাদের মূল লক্ষ্য জনস্বার্থে
দেশের উন্নয়ন। ’

-মাঠ পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা